

দুনিয়া কাঁপানো সায়েন্স ফিকশন

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর

মূল ঃ ফ্রেডরিক ব্রাউন

রূপান্তর ঃ অনীশ দাস অপু

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর

মূল ঃ ফ্রেডরিক ব্রাউন

রূপান্তর ঃ অনীশ দাস অপু

দুনিয়া কাঁপানো সায়েন্স ফিকশন

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর

মূল ঃ ফ্রেডরিক ব্রাউন

রূপান্তর ঃ অনীশ দাস অপু



পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিঃ

৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর
প্রকাশকাল ঃ একুশে বইমেলা ২০০১
প্রকাশক ঃ পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিঃ, ৩৮/৮ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৯৩৩৫৮২৬-এর পক্ষে
কামরুল হাসান শায়ক
প্রচ্ছদ ঃ হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রণ ঃ কমলা প্রিন্টার্স, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা

ISBN 984-31-1219-9

উৎসর্গ

সায়েন্স ফিকশন প্রিয় পাঠকদের

এক

ওটার কোন নাম নেই। তবে দুর্দান্ত 'উপলব্ধি' ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমতার সাহায্যে সহজেই সে অচেনা এই গ্রহের অজানা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে। তার নির্দিষ্ট কোন আকার নেই, নেই চোখ বা কান। তবে উপলব্ধি করার ক্ষমতা এত প্রখর যে সহজেই আশপাশের সবকিছু 'দেখতে' পায়, তার সীমানার মধ্যে পড়ে, এমন কোন শব্দ তার অদৃশ্য 'কান' এড়িয়ে যেতে পারে না। মোটামুটি বিশ গজের মত জায়গা সে বেশ পরিষ্কার দেখার ক্ষমতা রাখে, আরো বিশ গজ দূরে তার নজর যায় বটে, তবে ঝাপসা দেখে। এইতো পাশের গাছের ছাল বাকল সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে মাটির নিচে পোকাদের নড়াচড়ার শব্দ। ব্যাপারটা তাকে অবাক করে তুলছে। কারণ, নিজের জগৎ ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণের স্পন্দন থাকতে পারে তার জানা ছিল না। তবে উপলব্ধি ক্ষমতা বলছে পোকাগুলো তার জন্য বিপজ্জনক নয়। এমনকি মাথার ওপর, গাছের ডালে ছোট ছোট কয়েকটি পাখি বসে আছে, ওরাও কোন বিপদ ডেকে আনবে না।

এ গ্রহের বিশাল সব গাছ দেখে সে অভিভূত। আর অবাক লাগছে চারপেয়ে একটি প্রাণীকে দেখে। ওটা প্রাকৃতিক একটা গুহার গর্তে ঘুমাচ্ছে, তার থেকে দশ গজ দূরে।

প্রাণীটা যেহেতু ঘুমাচ্ছে, তাই সে জানে সহজেই সে ওটার মনের ভেতর প্রবেশ করতে পারবে। তারপর ওকে দিয়ে যা খুশি করানো তার জন্যে কোন ব্যাপারই নয়। তবে এসব ছোটখাট প্রাণী দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য কতটা সাধন করা যাবে, সে ব্যাপারে তার সন্দেহও রয়েছে।

সে পারসেপটর সেন্স বা উপলব্ধি ক্ষমতার সাহায্যে স্ক্যানিং করে চলছিল চারপাশ। মনোযোগ কেড়ে নিল একটা ছুরি। জং ধরা, ভাঙা ব্লেডের একটা জ্যাকনাইফ। কেউ ফেলে দিয়েছে অনেক আগে। ওটাকে যে ছুরি বলে তাও জানে না সে। তার কাছে ওটা স্রেফ আর্টিফ্যাক্ট বা শিল্পকলা ছাড়া কিছু নয়। আর আর্টিফ্যাক্ট মানেই বুদ্ধিমান জীবন! তবে বুদ্ধিমান জীবন প্রতিকূল এবং বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে। কারণ সে ছোট এবং অসহায়। তাই তার উচিত বুদ্ধিমান জীবনের গঠনপ্রণালী সম্পর্কে আগে জেনে নেয়া, সেক্ষেত্রে ঘুমিয়ে থাকা প্রাণীটা হতে পারে পরীক্ষা করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। ঘুমন্ত প্রাণীটার মনের ভেতর প্রবেশ করে বরং সে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে আরো বেশি কিছু জানার সুযোগ পাবে, এভাবে স্ক্যানিং করার চেয়ে।

সে একটা মেঠো পথের মাঝখানে পড়ে রয়েছে, কয়েক হাত দূরে লম্বা ঘাসের জঙ্গল, ওখানে লুকালে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। সে চেষ্টা করল এগোতে, পারল না। তবে অবাক হলো না। কারণ তার গ্রহের তুলনায় এ গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনেক বেশি। তাদের গ্রহে চলাফেরার প্রয়োজন হলে, শূন্যে স্রেফ ভাসিয়ে তোলে নিজেদেরকে। কিন্তু এখানে সে এটা করতে পারছে না। কারণ এখানে কারো ওপর ভর করে তাকে চলতে হবে, কাউকে তার 'হোস্ট' বানাতে হবে। আর এমন 'হোস্ট' করার মত একজনকেই সে দেখতে পাচ্ছে– ঘুমিয়ে আছে গুহায়। তবে ওটা খুব ছোট, তার অর্ধেক ওজনও হবে না। তবু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি ?

হঠাৎ তার পারসেপটর সেন্সে কি যেন ধরা পড়ল। সে ওদিকে পুরো মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল। বিপদ হলে খামোখা ওই ছোট প্রাণীটাকে নিয়ে মেতে থাকার মানে হয় না। আগে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।

প্রথমে শুধু কম্পন টের পেল সে, মাটি কাঁপছে, হেঁটে আসছে কেউ, বড় কিছু একটা। তারপর বাতাসে আরেকটা কম্পন ভেসে এল। কথা বলছে কেউ। কোন বুদ্ধিমান প্রাণী। তবে একজন নয় দু'জন। একজন বেশ উঁচু গলায় কথা বলছে, অপরজন খানিক নিচু গলায়। কথা বুঝতে পারছে না সে, বোঝার কথাও নয়। সে ওদের চিন্তা-চেতনার মাঝে প্রবেশ করতে পারল না, তার গ্রহের জীবরা শব্দ উচ্চারণ করে না, পরস্পরের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা হয় টেলিপ্যাথির মাধ্যমে।

এক সময় ওরা ওটার দৃষ্টিসীমার মধ্যে চলে এল। দু'জনই বটে। একজন তার সঙ্গীর চেয়ে সামান্য লম্বা, তবে দু'জনেই বেশ বড়। সন্দেহ নেই দু'জনেই বুদ্ধিমান প্রজাতির, ওদের পরণে পোশাক– শুধু বুদ্ধিমান প্রাণীরাই পোশাক পরে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। দু'জোড়া হাত এবং দু'জোড়া পা দেখা যাচ্ছে । বাহ্, এরা তার চমৎকার 'হোস্ট' হতে পারবে। তবে এ মুহূর্তে এ নিয়ে ভাবার সময় নেই তার। তার এখন অস্তিত্বের প্রশ্ন। নিজেকে বাঁচাতে হবে।

ওরা দু'জন দুই লিঙ্গের। একটি মেয়ে, অপরটি ছেলে। হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছে এদিকেই। সর্বনাশ! এখনই তো দেখে ফেলবে ওকে। তাহলেই কম্ম সারা।

মরিয়া হয়ে সে তার একমাত্র অবলম্বন ঘুমন্ত, চারপেয়ে প্রাণীটার ওপর সওয়ার হলো, অর্থাৎ তার মনের ভেতর ঢুকে তাকে হোস্ট বানিয়ে ফেলল। তারপর ওটাকে জাগিয়ে তুলে বেরিয়ে এল গর্ত থেকে। আপাতত এটার ওপরেই সে ভর করে থাকবে। সে ছেলে মেয়ে দুটোকে ভাল করে দেখতে চায়। ওদের সম্পর্কে জানতে চায়। অবশ্য তার ভয়ও আছে। সে যে প্রাণীটার শরীরে ঢুকে পড়েছে, ওটা যদি ওদের চোখে পড়ে যায় তাহলে বিপদ হতে পারে। ওরা তার হোস্টকে মেরে ফেলতে পারে। হোস্টকে মেরে ফেললেও তার অসুবিধে নেই। অসুবিধা হবে ঘুমন্ত কোন প্রাণীর ওপর সওয়ার হবার আগেই সে যদি ধরা পড়ে যায়, তাহলে । অবশ্য সুযোগ বুঝে হোস্টকে নিজেই হত্যা করবে সে বা মরতে বাধ্য করবে। তাহলেই তার পক্ষে সম্ভব হবে অন্য কোন ঘুমন্ত প্রাণীর শরীরে ঢুকে পড়ে তাকে হোস্ট বানিয়ে ফেলা। বর্তমান হোস্টটি এত ছোট এবং ভঙ্গুর যে, এর ওপর ভর করে থাকলে নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করা কখনোই সম্ভব হয়ে উঠবে না তার পক্ষে।

ওই ছেলেটির নাম টমি হফম্যান, মেয়েটি চার্লট গার্নার। পরস্পরকে ভালবাসে ওরা, বিয়ে করবে শীঘ্রি। জঙ্গলে ঘুরতে বেরিয়েছে ওরা, ফূর্তি করবে।

টমির বাঁ হাত নিজের ডান হাতের মুঠোয় চেপে হাঁটছিল চার্লট, হঠাৎ ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল টমি, দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। অবাক দৃষ্টিতে তাকাল চার্লটের দিকে। চার্লট উঁকি মেরে কি যেন দেখছে।

'দেখ, টমি', বলল সে। 'একটা মেঠো ইঁদুর। কি করছে দেখ !'

'দূর, ইঁদুর দেখলেই গা ঘিনঘিন করে আমার।' মুখ বাঁকাল টমি।

ইঁদুরটা, ওদের কাছ থেকে কয়েক হাত দূরে, রাস্তায় বসে আছে, প্রেইরি কুকরের মত। সামনের ছোট ছোট পা দুটো দ্রুত নাড়ছে, যেন ওদের সঙ্কেত দিতে চাইছে। খুদে, তীক্ষ্ণ চোখজোড়া স্থির হয়ে আছে ওদের ওপর।

'কোন ইঁদুরকে এমন অদ্ভুত কাজ করতে দেখিনি কোনদিন', মন্তব্য করল চার্লট, 'মোটেও ভয় পাচ্ছে না আমাদেরকে, লক্ষ্য করেছ ? এটাকে বাড়ি নিয়ে গেলে কেমন হয়, বলোতো ? পুষব !'

টমি বাধা দেয়ার আগেই উবু হল চার্লট, হাত বাড়িয়ে খপ করে ধরে ফেলল ইঁদুরটাকে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে খুদে প্রাণীটাকে দেখতে দেখতে বলল, 'ইস, টমি ! কি সুন্দর !'

'মানলাম সুন্দর,' বলল টমি, 'এখন ওটাকে ছেড়ে দাও। বাড়ি নিয়ে যেতে হবে না।'

'আচ্ছা বাবা, নেব না। আমি এমনি দেখলাম ওকে ধরতে পারি কিনা । উহ্!' ছুড়ে ফেলল সে ইঁদুরটাকে, যন্ত্রনায় মুখ বাঁকাল। 'খুদে শয়তানটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে।'

ইঁদুরটা ফুড়ুৎ করে দৌড় দিল, খানিক দূরে গিয়ে থেমে দাঁড়াল, পেছন ফিরে দেখল ওরা ধাওয়া করেছে কি-না। না, ধাওয়া করছে না। ওরা এমনকি ওটার দিকে তাকাচ্ছেও না। ওরা ব্যস্ত রয়েছে নিজেদেরকে নিয়ে।

'বেশি লেগেছে, সোনা?' উদ্বিগ্ন দেখাল টমিকে।

'না, তেমন না, আরে, দেখ!' আবার তাকাল সে রাস্তায়।

দৌড়ে আসছে ইঁদুরটা, টমির দিকে। ট্রাউজার বেয়ে উঠতে শুরু করল, এক ঝাপটা মেরে ওটাকে পাঁচ হাত দূরে পাঠিয়ে দিল টমি। আবার এল ওটা– প্রতিহিংসা নিয়ে হামলা চালাল। এবার প্রস্তুত ছিল টমি। সজোরে পা নামিয়ে আনল ছোট্ট, জ্যান্ত প্রাণীটার ওপর, পিষে ভর্তা করে ফেলল। তারপর ছিন্নভিন্ন দেহটা কিক মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে।

'টমি, তুমি ওটাকে –'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে বান্ধবীর দিকে ফিরল টমি। 'চার্ল, ওটা আমার ওপর দু'বার হামলা চালিয়েছে। যাকগে, তোমাকে কোথায় কামড়েছে বলো। রক্ত বের হলে ইঁদুরটাকে নিয়ে শহরে যেতে হবে, র‍্যাবিস আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কোথায় কামড় দিয়েছে চার্ল ?'

'বা-বাম বুকে, মুখের কাছে আনার সময় কামড় দিয়েছে। তবে রক্ত বের হয়নি। সোয়েটার আর ছোট জামা ছিল–

'তবু চেক করে দেখতে হবে। তোমার জামা– না থাক এখানে খুলতে হবে না। লোকজন এসে পড়তে পারে, চলো, এগোই। সুবিধে মত কোন জায়গায় পরীক্ষা করে দেখব।'

চার্লটের হাত ধরে পা বাড়াল টমি। এত জোরে হাঁটা শুরু করল, ওর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হল চার্লটকে।

'দেখ একটা কাছিম', কয়েক কদম যাবার পর বলে উঠল চার্লট।

হাঁটার গতি কমাল না টমি, 'প্রাণী নিয়ে অনেক খেলা হয়েছে। এবার চলোতো!'

খানিকটা এগোবার পর মোড় ঘুরল ওরা, এখানে প্রচুর ঝোপঝাড়, তারপর টলটলে একটা পুকুর। বেশ নির্জন পরিবেশ। এখানে লোকজন আসে বলে মনে হয় না। ওরা এসেছে পুকুরে মজা করে সাঁতার কাটবে।

টমি হফম্যানের বয়স সতের, চার্লট ষোলতে পা দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে দুটিতে বন্ধুত্ব। একই স্কুলে পড়ত ওরা, একই ক্লাসে। বছর দুই আগে হাইস্কুলের পড়া শেষ করেছে ওরা। পড়াশোনার প্রতি তেমন আগ্রহ নেই টমির। বাপের খামারে কাজ করে। বাপবেটা দু'জনের খেয়ে পরে চমৎকার চলে যায়। দু'পরিবারই ওদের সখ্যতার কথা জানে। টমির বাবা, মিঃ হফম্যান চার্লটকে পুত্রবধু করে ঘরে নেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছেন। চার্লটের বাবা মারও আপত্তি নেই টমির মত সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান এবং সৎ পাত্রের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে। জানেন টমির ঘরে চার্লট সুখেই থাকবে। কারণ টমি খুবই ভালবাসে চার্লটকে।

টমি আর চার্লট মাঝে মাঝে ঘুরতে বেরোয়। টমির কাজই হলো নতুন জায়গা খুঁজে বের করা, যেখানে চার্লটকে নিয়ে মজা করে গল্প করা যাবে। সে সম্প্রতি এই জংগলের মধ্যে চমৎকার এই পুকুরটির সন্ধান পেয়েছে। সাঁতারের কথা বলতেই লাফিয়ে উঠেছে চার্লট, তারপর দু'টিতে মিলে চলে এসেছে এখানে।

পুকুরে নামার আগে চার্লটের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে দেখল টমি। সোয়েটার ভেদ করে ইঁদুরের দাঁত কামড় বসাতে পারে নি মাংসে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল টমি। হাসল, 'যাক, বাবা। বাঁচা গেল ! চলো, সাঁতার কাটা যাক।'

ওরা জামাকাপড় ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকচক্ষু কালো দীঘির পানিতে। ঠাণ্ডা স্পর্শে জুড়িয়ে গেল গা। দু'জন পরস্পরের দিকে পানি ছুঁড়ছে, হাসছে, জানে না ঝোপের আড়াল থেকে কিছু একটা দেখছে ওদেরকে। এমন কিছু একটা যা শীঘ্রি ওদের জীবন নরকের চেয়েও দুঃস্বপ্নময় করে তুলবে।

দুই

ওটা সাঁতার কাটতে দেখছে টমি এবং চার্লটকে। অস্থির হয়ে আছে কখন ওরা ক্লান্ত হয়ে তীরে উঠবে, তারপর ঘুমিয়ে পড়বে। ওরা ঘুমুলেই ওদের যে কাউকে নিজের হোস্ট বানাতে পারবে সে। তবে ছেলেটাকেই প্রথম পছন্দ তার। কারণ মেয়েটার চেয়ে ছেলেটা লম্বায় বড়, গায়ে গতরেও শক্তিশালী মনে হচ্ছে এবং সম্ভবত বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান, শক্তিশালী প্রাণীই তার দরকার।

অনেকক্ষণ সাঁতার কাটার পর ওরা উঠে পড়ল তীরে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছল। ছেলেটা কি যেন বলল মেয়েটাকে, মেয়েটা মাথা দুলিয়ে সায় দিল। ছেলেটা তোয়ালে বিছালো মাটিতে। তারপর দু'জনেই শুয়ে পড়ল। ওমা! একটু পরেই নাক ডাকতে শুরু করল ছেলেটার। মেয়েটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে, আস্তে আস্তে চোখ বুজে এল তারও। বোঝাই যায় সাঁতার কেটে বেজায় ক্লান্ত দু'জনেই। ঘুমিয়ে পড়েছে।

এতক্ষণ এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল ওটা। টমি গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেছে, সে ওর শরীরের ভেতর প্রবেশ করল। তবে ঢুকতে একটু কসরত করতে হলো তাকে। টমির অবচেতন মন তাকে ঢুকতে দিতে চাইছিল না। বুদ্ধিমান প্রাণীদের হোস্ট করতে গিয়ে এমন সমস্যায় আগেও পড়তে হয়েছে তাকে। চার পেয়ে প্রাণীটার ভেতরে ঢুকতে তার মাইক্রো সেকেন্ড সময়ও লাগেনি। কিন্তু যে প্রজাতি যত বুদ্ধিমান তার কাছ থেকে প্রতিরোধটা আসে তত বেশি। তবে টমির অবচেতন মনকে অবশ করে ফেলতে তার সময় লাগল না। একবার ঘুমের গভীরে চলে গেলে যে কাউকে কাবু করে ফেলতে পারে সে। এবারও তাই করল। এখন টমির শরীরটা তার একান্ত নিজের, টমির মনকে সে নিজের ইচ্ছামত চালাতে পারবে, ওকে দিয়ে যা খুশি করানোর ক্ষমতা এখন সে রাখে। টমি তার কাছে সম্পূর্ণ অসহায় এক বন্দী। তার বন্দীত্বের অবসান ঘটবে একমাত্র মৃত্যুর মাধ্যমে।

টমির সমস্ত স্মৃতি বা জ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ করল সে। এই জ্ঞান কাজে লাগাবে সে নিজের প্রয়োজনে, তবে আস্তে ধীরে, রয়ে-সয়ে।

প্রথমেই যে কাজটা করা দরকার তা হলো নিজেকে বা নিজের শরীরটাকে নিরাপদ কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখতে হবে। যাতে কেউ এসে তাকে ধ্বংস করে দিতে না পারে।

টমির জ্ঞান এবং স্মৃতির ভাণ্ডার এ কাজে ব্যয় করল সে। খুঁজতে লাগল লুকোবার ভাল জায়গা। এক সময় পেয়েও গেল। আধা মাইল দূরে, গভীর জঙ্গলে, পাহাড়ের ধারে একটা গুহা আছে। ছোট গুহা, তবে এটার কথা কেউ জানে না। নয় বছর বয়সে টমি এটা আবিষ্কার করে বসে। ধরেই নিয়েছে প্রথম আবিষ্কর্তা হিসেবে এ গুহার মালিকও সে। কাউকে এ গুহার কথা বলেনি সে। গুহার মেঝে খটখটে, পাথুরে নয়– বালুময়।

যেন জেগে না ওঠে, এভাবে আস্তে উঠে পড়ল সে চার্লটের পাশ থেকে (ইচ্ছে করলে মেয়েটার গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে সে। কিন্তু তাতে জটিলতা খামোকা বাড়বে; আর কম শক্তি সম্পন্ন কোন প্রাণীর প্রতি তার তেমন আকর্ষণও নেই)। হাঁটা শুরু করল। টমির পরনে কিছু নেই। তার জুতো, শর্টস, ট্রাউজার, শার্ট – সব পড়ে রইল যেখানে একটু আগে সে শুয়েছিল, সে জায়গায়। ওটা মনে করেছে জামাকাপড় পরার দরকার নেই। কারণ যে কেউ এখানে যে কোন সময় চলে আসতে পারে। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব কেটে পড়তে হবে।

ঝোপ ঠেলে রাস্তার ওপাশে যাবার আগ মুহূর্তে পেছন ফিরে তাকাল সে। মেয়েটা এখনও অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ঘুরল সে। দুলকি চালে ছুটল গুহার দিকে।

টমির মনের ভেতর ঢুকে বসে আছে সে, ওর মনের কথা পড়তে পারছে। জেনে অবাক হয়েছে টমি এবং মেয়েটা তাকে রাস্তায় দেখেও কেন থেমে পড়েনি। তাদের দৃষ্টিতে সে সামান্য একটা কাছিম ছাড়া কিছুই নয়। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা একটা কাছিমের খোলসের মধ্যে তার বাস। কাছিম সম্পর্কে সে জানে এটা ধীরগতি একটা প্রাণী, বোকাসোকা, কারো সাতে পাঁচে নেই। কাছিমটার ওজন আর তার ওজন প্রায় একই – দুই পাউন্ড। তার জানা আছে কাছিম মানুষের কাছে একটি সুখাদ্য বলে বিবেচিত। তবে সচরাচর ক্ষুধার্ত মানুষ ছাড়া কেউ কাছিম ধরতে যায় না। ভাগ্যিস, ওরা ক্ষুধার্ত ছিল না। মেঠো ইঁদুরটাকে সে তার হোস্ট বানিয়েছিল। পরে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওটাকে সে ত্যাগ করেছে। বলা যায়, ইঁদুরটাকে বাধ্য করেছে সে টমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। জানত টমি তাকে মেরে ফেলবে এবং সে ইঁদুরের দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে, ঢুকে যেতে পারবে নিজের খোলসে।

শুরুতে বলা হয়েছিল তার সুনির্দিষ্ট কোন আকার নেই। কথাটি সম্পূর্ণ সত্যি নয়। তার আকার একটা আছে– অনেকটা কাছিমের মত দেখতে সে। তবে পৃথিবীর কাছিমের মত নয়। মেয়েটা যখন বলল, 'দেখো, একটা কাছিম! তার আত্মা উড়ে গিয়েছিল ভয়ে। ভাগ্যিস, ছেলেটা তার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। তাহলেই কম্ম সাবাড় হতো। ওরা দেখত আদৌ সে কাছিম নয়। কাছিমের খোলসের নিচে হাত, পা, মাথা কিছুই নেই। ওরা যদি আরো বেশি কৌতূহলী হয়ে খোলটা ভেঙে ফেলত বা ফাটিয়ে ফেলত, ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে, তাহলে কোন হোস্টের ওপর আশ্রয় করে থেকেও বাঁচতে পারত না সে, মারা যেত সাথে সাথে। কারণ কাউকে মানসিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সময় সেই জিনিস বা প্রাণীর নিজস্ব অস্তিত্ব বা সত্তা বলে কিছু থাকে না।

দেখতে দেখতে টমির সেই গুহায় চলে এল সে। গুহাটা ছোট, ভেতরে ঢুকতে হয় হামাগুড়ি দিয়ে। চারপাশে ঝোপঝাড় ওটাকে ঢেকে রেখেছে দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল সে।

ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, তবে টমির চোখ দিয়ে সে ভালই দেখতে পাচ্ছে। টমির স্মৃতি থেকে চমৎকার একটা ছবি পাচ্ছে সে জায়গাটার। (এখানে একটা কথা বলা দরকার, সে যখন কারো ওপর সিন্দবাদের ভূতের ওপর সওয়ার হয়, তখন হোস্টের উপলব্ধি ক্ষমতা দিয়েই সে সব কিছু দেখে এবং শোনে। কাজেই হোস্ট যদি ক্ষীণ দৃষ্টির হয় তারও দৃষ্টি সীমাবন্ধ হয়ে পড়ে।) গুহাটা তেমন বড় নয়, ফুট বিশেক হবে লম্বায়, সবচে চওড়া জায়গা হচ্ছে মাঝখানটা, ছয় ফুটের মত। এখানে একজন মানুষ মোটামুটি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

গুহার মাঝখানে এসে ওটা টমিকে দিয়ে মাটি খোঁড়াল। মাটি মানে বালু। নয় ইঞ্চির মত গর্ত করার পর টমি কাছিমরূপী ভিনগ্রহের প্রাণীটাকে ওখানে কবর দিল। গর্তের বালু এমনভাবে বুজিয়ে দিল বোঝার উপায় থাকল না এখানে কিছু একটা আছে। তারপর টমি সাবধানে বেরিয়ে এল গুহা থেকে সমস্ত চিহ্ন মুছতে মুছতে। সবশেষে, গুহা মুখের বাইরে, ঝোপের আড়ালে বসে রইল চুপচাপ।

তাড়াহুড়ার কিছু নেই। তাকে নিরাপদেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এখন টমির জ্ঞানভাড়ার শুষে নেবে সে। যদিও টমির আই কিউ তেমন প্রখর নয়, ইতিমধ্যে বুঝে গেছে সে, তারপরও টমি আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে যতটুকু জানে, ওটুকু জানলেও তার চলে যাবে। কারণ তার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনায় টমির এই জ্ঞানটুকু অল্পসময়ের জন্য হলেও কাজে লাগানোর মত।

তিন

ঘুম ভেঙে চার্লট গার্নার দেখল রোদের তেজ মরে গেছে, আবছা আঁধার নামতে শুরু করেছে জঙ্গালে। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল ছ'টা বাজে। তার মানে টানা তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে সে। এখান থেকে ওর বাড়ি আধ-ঘণ্টার হাঁটা পথ। বাপ-মা হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছে আদরের মেয়ে এখনও আসছে না কেন ভেবে ।

পাশ ফিরল সে, টমিকে জাগাবে। কিন্তু টমি নেই পাশে। জামা-কাপড় এলোমেলো পড়ে আছে। হয়তো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে কাছে কোথাও, ভাবল চার্লট। ওর ফেরার অপেক্ষায় বসে রইল সে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা পরেও টমি ফিরল না দেখে উদ্বেগ বোধ করল চার্লট। পায়ে স্যান্ডেল চাপিয়ে উঠে দাঁড়াল। নাম ধরে ডাকল, 'টমি ! কোথায় তুমি ?.'

কোন সাড়া নেই। শুধু মাটিতে পাতা পড়ার খসখস শব্দ ছাড়া আশ্চর্য নীরব প্রকৃতি। আচ্ছা, টমি ওকে ভয় দেখাবার জন্যে কোথাও লুকিয়ে নেই তো ? হঠাৎ, 'হাউ' করে বেরিয়ে আসবে ঝোপের আড়াল থেকে। নাহ্, টমি অমন করবে না।

কিন্তু ছেলেটা যেতে পারে কোথায়? জামা-কাপড় ছাড়া যাবেই বা কতদূর ? নাকি কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে ? কোন কারণে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়লনাতো ? টমির স্বাস্থ্য খুব ভাল। মৃগীরোগ নেই ওর। আর যদি অ্যাকসিডেন্ট হয় – তাহলে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে (মারাও যেতে পারে টমি, এ কথা ভাবলেও বুকে কাঁপন ধরে)। ওর যদি গোড়ালি মচকে যায় বা পা ভেঙে গিয়ে থাকে, তাহলেও তো চার্লটের ডাকে সাড়া দেয়ার কথা। কিন্তু কোন সাড়া নেই কেন ?

টেনশনের চোটে মুখ শুকিয়ে গেল চার্লটের, বুকের ভেতর পাঁজরের গায়ে দমাদম হাতুড়ির মত পিটছে হৃৎপিণ্ড। সে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে বেরিয়ে এল চারপাশে তাকাতে তাকাতে। হাঁটছে, সেই সাথে উঁচু গলায় ডাকতে লাগল টমির নাম ধরে। আধ-ঘণ্টা পরে, চার্লট বুঝতে পারল সে আশেপাশের প্রায় একশ গজ জায়গা খুব ভালভাবে খুঁজেছে, কিন্তু টমির টিকিটিও চোখে পড়েনি, এবার সত্যি ভয় পেয়ে গেল সে। এতদূরে টমি হয়তো আসেও নি।

ওর সাহায্য দরকার, উপলব্ধি করল চার্লট। এবার বাড়ির পথ ধরে প্রায় দৌড় শুরু করল। তিন মাইল রাস্তা একটানা দৌড়াবার পর, পরিশ্রম এবং টেনশনে প্রায় নেতিয়ে পড়ল মেয়েটা। ওর চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলে ওর বাবা। ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইলেন, 'কি হয়েছে, চার্ল ?'

কেঁদে ফেলল চার্লট। ফোঁপাতে ফোঁপাতে পুরো ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে উঠে দাঁড়ালেন জেড গার্নার। বললেন, 'কাঁদিস না, মা। দেখছি কি করা যায়।'

তিনি তখুনি ফোন করলেন টমির বাবা, তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গাস হফম্যানকে। সবকথা শুনে মুখ অন্ধকার করে ফেললেন হফম্যান। শুধু বললেন, 'তুমি থাকো বাড়িতে, আসছি আমি।'

ফোন ছেড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন গাস হফম্যান। তারপর ওয়ারড্রোব খুলে টমির পুরানো একজোড়া মোজা বের করে পকেটে ঢোকালেন। তাঁর কুকুর বাককে মোজার গন্ধ শুঁকিয়ে টমির খোঁজে বেরুবেন। তারপর লণ্ঠন, দেশলাই ইত্যাদি নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন।

ডগ হাউসের সামনে বাক ঘুমাচ্ছে। আস্তানাটা টমিই ওর জন্যে বানিয়ে দিয়েছিল। বাকের বয়স সাত, সাদায় কালোয় মেশানো রং, বিশাল আকারের এক হাউণ্ড। সে শিকারের গায়ের গন্ধ শুঁকে তাকে খুঁজে বের করতে ওস্তাদ। তার সবই ভাল, শুধু গাড়িঘোড়া ভয় পায়। বলা যায়, যান্ত্রিক বাহনটার প্রতি তার প্রচুর অ্যালার্জি আছে।

'চলরে বাক,' ডাক দিলেন হফম্যান। 'কাজ আছে।'

লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল হাউন্ড। তারপর মনিবের পিছু পিছু এগোল গার্নারের খামার বাড়ির দিকে। ততক্ষনে সাঁঝ নেমে গেছে পুরোপুরি।

জেড গার্নার লণ্ঠন আর শটগান নিয়ে রেডি ছিলেন, বন্ধুকে দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। তাঁর সাথে চার্লটও আছে।

কোন শুভেচ্ছা বিনিময় হলো না। হফম্যান জিজ্ঞেস করলেন চার্লটকে, 'এই রাস্তাটা মোড় ঘুরে ব্রিজের পাশ দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেছে না ?'

'জ্বী, মি ঃ হফম্যান। আমি আপনাদের সাথে যাব। দেখিয়ে দেব টমির জামা কাপড়গুলো কোথায় পরে আছে।'

'তোমাকে যেতে হবে না, চার্ল,' শান্ত গলায় বললেন তার বাবা, 'তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। বাকই আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে পারবে।'

বাপের মুখের ওপর কথা বলার সাহস নেই চার্লটের । সে বাধ্য মেয়ের মত ঘরে ঢুকল। ওঁরা দুজন কুকুরটাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

ঝকঝকে চাঁদ উঠেছে আকাশে। দিনের আলোর মত পরিষ্কার চারদিক। লণ্ঠন না আনলেও চলত।

'বন্দুক কেন, জেড ?' প্রশ্ন করলের হফম্যান। 'শটগান কি কাজে লাগবে ?'

'রাতের বেলা জঙ্গালে বন্দুক ছাড়া পথ চলতে আমি ভরসা পাই না,' জবাব দিলেন জেড। 'কে বলতে পারে কখন কি ঝাঁপিয়ে পড়বে গায়ের ওপর। এক মুহূর্ত পরে আবার বললেন, 'আমি টমির কথা ভাবছি, ওকে যদি খুঁজে পাই।'

'অবশ্যই খুঁজে পাব।'

'ভাবছি ওদের বিয়েটা দিয়ে দিলেই হয়। এভাবে লুকোচুরি করে বনে-বাদাড়ে দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার। তুমি কি বলো ?'

'আমার কোন আপত্তি নেই', সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন হফম্যান। চুপচাপ হেঁটে চললেন তারা। হঠাৎ দেখলেন দূর থেকে একজোড়া আলো দ্রুত এগিয়ে আসছে, গাড়ির হেড লাইট। হফম্যান চট করে বাকের কলার চেপে ধরলেন, রাস্তা থেকে টান মেরে সরিয়ে দিলেন। আড়স্ট হয়ে উঠেছে জানোয়ারটা, কাঁপছে থর থর করে। গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত ওকে শক্ত হাতে ধরে রইলেন হফম্যান, তারপর আবার হাঁটা শুরু করলেন।

বাককে আগেই রাস্তা বাতলে দিয়েছিল চার্লট, ওখানে পৌঁছুতে তেমন বেগ পেতে হলো না। শুধু জঙ্গালে ঢোকার পর লণ্ঠন জ্বালাতে হলো। এদিকে গাছপালা এত ঘন যে চাঁদের আলো ডালপালা আর পাতার প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে ঢোকার সুযোগ পায় না। ফলে আঁধার হয়ে থাকে জঙ্গাল।

টমির জামাকাপড় আগের জায়গাতেই আছে। ওগুলো দেখে মনে মনে হতাশ হয়ে উঠলেন হফম্যান। ভেবেছিলেন এসে দেখবেন টমি ফিরে এসেছে, পোশাক পরে বাড়ি ফিরে গেছে। ওকে আর খুঁজতে হবে না। এবার ভয় লাগল তাঁর । ছেলেটার কিছু হয়নি তো ?

বাক টমির জামা-কাপড় শুঁকছে, তারপর এগিয়ে গেল টমি যেখানে শুয়ে ছিল, সেখানে। জায়গাটা এক চক্কর দিয়ে ছুটল ঝোপের দিকে । হফম্যান দ্রুত টমির জামাকাপড় নিয়ে ওর পিছু পিছু দৌড় দিলেন । বুঝতে পেরেছেন তিনি, বাক টমির ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে, সেদিকেই যাচ্ছে এখন।

চার

ওটা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে। ইতিমধ্যে টমির জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সব শুষে নিয়েছে। সে এখন জানে এ গ্রহটির নাম পৃথিবী। পৃথিবী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারনাও পেয়ে গেছে সে। জানে এ গ্রহের বেশির ভাগ জুড়ে আছে লবণ পানির সমুদ্র, তবে ডাঙাও কম নেই, সেগুলো সব দেশ আর মহাদেশ।

এ মুহূর্তে যেখানে সে আছে এ জায়গা সম্পর্কেও মোটামুটি একটা ধারণা তার হয়েছে। সে জানে সে একটা গ্রামে চলে এসেছে, সবচে' কাছের শহর চার মাইল উত্তরে। তার জানা আছে জায়গাটির নাম বার্টলসভিল, সাকুল্যে দু'হাজার লোকের বাস। এটা উইসকনসিন নামে এক রাজ্যে অবস্থিত, রাজ্যটা আমেরিকা নামের একটি দেশের অংশ। এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে বড় একটা শহর আছে, গ্রীণ বে। গ্রীণ বের একশ মাইল দক্ষিণে মিলওয়াকি, আরেকটি বড় শহর। মিলওয়াকির নব্বুই মাইল দূরে রয়েছে আরো একটি বড় শহর – শিকাগো। এ সব শহরের নাম সে জানে, কারণ টমি ওই শহরগুলোতে গিয়েছিল। তবে বার্টলসভিল এবং তার আশপাশের এলাকা সে ভালই চেনে। এটা তার খুব কাজে লাগবে। তার মনের ছবিতে এ এলাকার বুনো এবং সব ধরনের প্রাণীর ছবি ফুটে আছে। প্রাণীগুলোর ক্ষমতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সে অজ্ঞাত নয়। আবার কাউকে হোস্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হলে কার ওপর সওয়ার হতে হবে ভালই জানা আছে তার।

তবে সমস্যা হলো, যার ওপর সে এ মুহূর্তে ভর করে আছে বিজ্ঞান সম্পর্কে তার ধারণা বা পড়াশোনা নেই বললেই চলে। অথচ তার সবচে দরকার ইলেকট্রনিক্স ভাল জানে এমন কাউকে। তার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কোন ইলেকট্রনিক্সের ওপর ভর করা। তবে সে লোকের ইলেকট্রনিক্সের পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেই চলবে না, জানতে হবে কি ভাবে এ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করা যায়। কাজটা কঠিন, হয়তো মূল লক্ষ্যে পৌছুতে তাকে অনেকগুলো পদক্ষেপ নিতে হবে, সওয়ার হতে হবে অনেকের ওপর। তবে প্ল্যান মাফিক এগোতে পারলে এ কাজে সফলতা একশভাগ । সে তাই করবে। কারণ তাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

তার বাড়ি এক সূর্যের এক গ্রহে, পৃথিবী থেকে তিয়াত্তর আলোকবর্ষ দূরে, অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের কাছে, এতদূরে যে ওখানকার সূর্য পৃথিবী থেকে দেখা যায় না, তাই ওটার নামও জানে না মানুষ।

পৃথিবীতে ইচ্ছে করে আসে নি সে, তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে তাকে। নিজের গ্রহের এক ভয়ংকর ক্রিমিনাল সে, সে এমন এক অপরাধ করেছে, যার সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল নির্বাসন।

কোন স্পেসশিপে চড়েও আসেনি সে, তাকে পাঠানো হয়েছে প্রচন্ড শক্তিশালী এক ফোর্স বিমের সাহায্যে। মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে সে পৃথিবীতে চলে এসেছে।

পৃথিবীতে তাকে পাঠানো হবে এমন ধারণাও তার ছিল না। আসলে কর্তৃপক্ষ তাঁদের মর্জি মত ভয়ংকর অপরাধীদের যেখানে খুশি পাঠিয়ে দেন। গ্যালাক্সিতে গ্রহের অভাব নেই। কিন্তু ভিনগ্রহের ভয়ংকর অপরাধীটির পৃথিবীতে থাকার কোন ইচ্ছে নেই, সে নিজের বাসভূমে ফিরে যেতে চায়। এখান থেকে ফিরে যেতে পারলে তাকে ক্ষমা তো করা হবেই, বীরের মর্যাদা পাবে সে। কারণ, নির্বাসনে যারা যায়, তাদের একশভাগের একভাগও ফিরে আসতে পারে কিনা সন্দেহ। সে ফিরতে পারলে নতুন এই গ্রহ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য দিতে পারবে তার লোকদের। তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সম্ভব হলে সে এখানকার কোন মানুষ হোস্টকে নিয়ে যাবে সাথে। তাহলে তার খাতির দেখে কে ? অবশ্য নিজের দেশে ফেরা সম্ভব যদি কাজগুলো করা হয় সাবধানে। ধীরে এবং কোন ভুল না হলে। অবশ্য ইতিমধ্যে সে একটা ভুল করে বসেছে। টমিকে ন্যাংটা অবস্থায় এখানে নিয়ে আসা উচিত হয় নি। টমিকে সাময়িকভাবে সম্মোহন করলেও চলত – লম্বা ঘাসের মধ্যে তাকে লুকিয়ে রেখে সে চলে যেত ঘুমন্ত মেয়েটার কাছে। তারপর ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকত তার পাশে। তারপর মেয়েটির ঘুম ভাঙলে ওরা চলে যেত যে যার বাড়িতে। পরদিন সকালে টমিকে আবার নিয়ে আসত সে এখানে। টমি তাকে ঘাসের জঞ্জাল থেকে তুলে নিয়ে গুহার মধ্যে আরো ভাল কোন জায়গায় রেখে দিত। তারপর সুবোধ ছেলের মত ফিরে যেত বাড়িতে, কারো মনে কোন সন্দেহ না জাগিয়ে।

এ কাজটা করলেই ভাল হতো। কিন্তু 'ভাল'টা বুঝতে পেরেছে সে অনেক দেরিতে। অবশ্য কাজ একটা এখনো করা যায়। টমির স্মৃতি লোপ করে দিতে পারে সে। কাল সকালে টমিকে পাঠিয়ে দিতে পারে বাড়িতে। তার আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই জানতে চাইবে কি হয়েছিল তার। টমির স্মৃতি সাময়িক ভাবে লোপ করে দেয়ার কারণে সে কিছুই মনে করতে পারবে না। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন ওটা অ্যামনেসিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ। হয়তো টমিকে নিয়ে দু'একদিন হৈচৈ হবে। তারপর সব থিতু হয়ে গেলে টমিকে সে আবার নিয়ে আসবে নিজের কাছে। নিজের কাজ ফুরোলে টমিকে হত্যা করবে সে। তবে মৃত্যুটা

এমনভাবে দেখাতে হবে যেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে টমি। তাতে কারো মনে কোন সন্দেহ জাগার অবকাশ আসবে না।

ভিনগ্রহের প্রাণীটার পরিকল্পনায় ছেদ ঘটাল কুকুরের চিৎকার। টমির চোখ দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে সে তাকিয়ে দেখল দুটো আলো, হেলতে দুলতে আসছে এদিকেই, সেই সাথে শোনা যাচ্ছে কুকুরের চিৎকার। ডাক শুনেই বুঝে ফেলল সে ওটা বাক, টমির বাবার কুকুর।

দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিতে দেরি হল না ভিনগ্রহের ভয়ংকর প্রাণীটার। টমির বাবা ছেলের চিন্তায় কুকুর নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। নির্ঘাৎ সেই মেয়েটা বলে দিয়েছে টমিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ সে ভেবেছিল (বলা যায় টমি ভেবেছে) কাল সকালের আগে তার খোঁজ পড়বে না। বাবা যে কুকুর নিয়ে রাতের বেলাতেই হারানো ছেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়বেন কে জানত ?

আসছে ওরা, দু'জন পুরুষ, একটা কুকুর। একজন টমির বাবা, অপরজন সম্ভবত চার্লটের বাবা। আর কুকুরটা সরাসরি গুহার দিকেই ছুটে আসছে!

ওদের এখান থেকে ভাগাতে হবে, সরিয়ে দিতে হবে। কোনভাবেই গুহার ভেতর ঢুকতে দেয়া যাবে না। আর একশগজ দূরে ওরাও নেই, সোজা এগিয়ে আসছে, কুকুরটা অনুসরণ করছে টমির ট্রেইল।

টমি, বা বলা যায় টমির শরীর, উঠে দাঁড়াল লাফ মেরে, ঝোপ ঘুরে ছুট দিল আলোকিত লণ্ঠনের দিকে।

ওকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন দুজনে। বাক আনন্দে গরগর করে উঠল, ঝাঁকি খেল শরীর, গলায় বাঁধা চামড়ার বেল্ট ছেড়ে দিতে বলছে মনিবকে। গাস হফম্যান চেঁচিয়ে উঠলেন– টমি! কি ব্যাপার ?

নাহ্! গুহার বড্ড কাছে ওরা। ঘুরে দাঁড়াল, টমি আবার দৌড়াতে লাগল, ক্রমে সরে যাচ্ছে গুহার কাছ থেকে, পেছন থেকে হফম্যান গলার রগ ফুলিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'টমি, টমি, দাঁড়াও।'

গার্নার বললেন, 'কুকুরটাকে ছেড়ে দাও। ওকে ধরে আনতে পারবে।'

হফম্যানের গলা শুনল টমি, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দিই। আর দু'জনকেই এক সাথে হারাই আর কি!'

ঝড়ের বেগে দৌড়ে ওদের পেছনে ফেলে দিল টমি। আসলে তো আর ও দৌড়াচ্ছে না, ওকে দৌড় করাচ্ছে ভিনগ্রহের প্রাণীটা। নিজের ওপর কোনই নিয়ন্ত্রণ নেই টমির। ওর শরীরের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে থাকা অদৃশ্য জিনিসটা ওকে দিয়ে যা খুশি করাচ্ছে।

দৌড়াতে দৌড়াতে টমি সেই আর্টিফ্যাক্ট বা ছুরিটার কাছে চলে এল। ঘন ঘাসের আড়াল থেকে ওটা খুঁজে বেরও করল। তারপর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে দিল নিজের কব্জিতে। বাইরেটা জং ধরা হলেও ব্লেডটা যথেষ্ট ধারাল। ডান হাতের পর বাঁ হাতের কব্জিও কেটে ফেলল টমি। দু'হাতের শিরাই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, স্রোতের বেগে রক্ত বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দুনিয়া আধাঁর হয়ে এল, দড়াম করে পড়ে গেল ও।

কুকুরটাকে নিয়ে ওরা দু'জন যখন টমির কাছে পৌছুলেন ততক্ষণে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপারে যাত্রা করেছে সে। আর ওদিকে মৃত টমিকে ছেড়ে গুহায়, নয় ইঞ্চি গজের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় ফিরে এল ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর।

পাঁচ

রাতটা দুঃস্বপ্নের মত কাটল গাস হফম্যানের। পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ– এরচে' করুণ ব্যাপার কি হতে পারে ? আচ্ছন্নের মত বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ফোন করে খবরটা দিয়েছেন চার্লটকে। চার্লট যেন মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল এরকম একটা দুসংবাদ শুনবে। তার মন বলছিল টমিকে আর কোনদিন জীবিত দেখতে পাবে না সে। খবরটা শোনার পর থেকে পাথর হয়ে বসে আছে চার্লট।

এদিকে জেড গার্নার খবর দিয়েছেন উইলকক্সের শেরিফকে। বিশ মাইল দূর থেকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এলেন তিনি, সাথে করোনার। ঝোপের আড়াল থেকে শেরিফের লোক টমির লাশ উদ্ধার করল, স্ট্রেচারে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকাল। শহরে আবার ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্স মরদেহ নিয়ে।

বার্টলসভিলের শবাগারে লাশ পরীক্ষা করে করোনার ঘোষণা করল– কাটা কব্জি থেকে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণেই মারা গেছে টমি। এটা স্পষ্ট আত্মহত্যা। কিন্তু প্রশ্ন হলো – টমির মত প্রাণ চঞ্চল, স্বাস্থ্যবান ছেলে আত্মহত্যা করবে কেন ? আর অবাক ব্যাপার টমি আত্মহত্যা করেছে ভাঙা জং ধরা পকেট নাইফ দিয়ে। শেরিফকে হফম্যান জানালেন তিনি জীবনেও টমির কাছে ভাঙা ছুরি দেখেননি। তাছাড়া টমি যখন তাদের সামনে দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল, শপথ করে বললেন গার্নার এবং হফম্যান, টমির হাতে কিছুই ছিল না। যেখানে বসে কাজটা করেছে ছুরিটা ওখান থেকেই নিয়েছিল টমি। কিন্তু ও কি আসলেই জানত যে ছুরিটা ওখানেই থাকবে। আর অন্ধকারে ওটার খোঁজই বা পেল কিভাবে সে ?

'ঠিক আছে,' বললেন শেরিফ। 'কাল দু'টোর দিকে আমি অনুসন্ধান দল পাঠিয়ে দেব।' গার্নারের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'ভালকথা জেড। তোমার মেয়ের সাথে কথা বলতে হবে আমার। শুনলাম বিকেল বেলাটা সে টমির সাথেই ছিল । ওরা একসাথে নাকি সাঁতারও কেটেছে। তার একটা সাক্ষ্য দরকার।'

গার্নার মাথা চুলকে কি যেন ভাবলেন । তারপর বললেন, 'আমার মনে হয় তার দরকার নেই, শেরিফ। সবার সামনে সেদিনের ঘটনা নিয়ে সাক্ষ্য দিতে বিব্রত বোধ করবে মেয়েটা। সবাই ব্যাপারটা নিয়ে এমনভাবে কথা বলছে যেন ঘটনাটার জন্যে চার্লট দায়ী। আমার মেয়েকে আদালতে হাজির করতে পারব না, শেরিফ। সে লজ্জায় মরে যাবে শত শত মানুষের সামনে। ঠিক করেছি এখানে আর নয়। খামার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাব সপরিবারে।'

এসব ঝামেলা সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত একটা বেজে গেছে। বাড়িটাকে এত নির্জন আর নিজেকে কখনো এত একাকী, নিঃসঙ্গ এবং অসহায় মনে হয় নি গাস হফম্যানের। টমিকে নিয়েই ছিল তাঁর সমস্ত স্বপ্ন। ভেবেছিলেন ছেলেটার বিয়ে দেবেন, নাতি-নাতনীর দাদু হবেন, চাঁদের হাট হয়ে উঠবে তার সংসার। হায়, মানুষ যা ভাবে, তার স্বপ্ন এভাবে ভেঙে যায় কেন ?

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন হফম্যান। তাঁর চোখ ছাপিয়ে কান্না আসছে। নাহ্, গার্নারের মত তিনিও আর থাকবেন না এখানে। টমি নেই। আপনজন বলতে আর কে রইল তাঁর ? এত বড় খামার বাড়ি দিয়ে কি হবে ? তিনিও চলে যাবেন সব বিক্রি করে, যেদিকে দু'চোখ যায়।

রাতটা নির্ঘুম কাটল তাঁর চেয়ারে ঠায় বসে। পরদিন সকালে হঠাৎ কি মনে পড়তে মুখ হাত কোনমতে ধুয়েই ছুটলেন জেড গার্নারের বাড়িতে।

গার্নার তাঁর বাড়ির পেছনে, ছোট্ট বাগানে মর্নিং ওয়াক করছিলেন, হফম্যানকে দেখে ছুটে গেলেন।

'চার্লট কেমন আছে, জেড ?' ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করলেন হফম্যান।

'কাল সারারাত ঘুমায় নি। দেখে এলাম ঘুমাচ্ছে। তোমারও দেখছি একই দশা। কিন্তু এত সকালে কি মনে করে ?'

'তোমাকে বলতে এসেছি আমি আবার ওখানে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'কাল রাতে যেখানে গিয়েছিলাম।'

'কেন ?'

দিনের আলোতে জায়গাটাতে ভাল করে চোখ বুলাতে চাই। আমার মন বলছে আমরা কিছু একটা মিস করে এসেছি। জিনিসটা কি জানি না, তবে শেরিফ অনুসন্ধান চালাবার আগেই একেবার ওখানে ঢু মারতে চাই।'

'চলো , আমিও তোমার সাথে যাব ।'

বাককে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন হফম্যান। অপেক্ষা করলেন জেড পোশাক বদলে আসা পর্যন্ত। তারপর তিনজনে মিলে আবার যাত্রা শুরু হলো।

নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের। হোস্টকে তার হত্যা না করলেও চলত। ওকে স্রেফ অজ্ঞান করে রাখলেই হতো। জ্ঞান ফিরে আসার পর টমির কিছুই মনে পড়ত না। ওরা হয়তো তখন টমিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেত। ডাক্তার টমির আকস্মিক স্মৃতি ভ্রংশের ব্যাপারটা ধরতে না পারলে যেত মনোবিজ্ঞানীর কাছে। এতে ভিনগ্রহের ভয়ংকরের ভাল হতো। সে জানে বার্টলসভিল বা উইলকক্সে কোন সাইকিয়াট্রিস্ট নেই। টমিকে নিয়ে যেতে হবে গ্রীন বে বা মিলওয়াকিতে। তাতে ওসব জায়গা সম্পর্কে জানতে পারত ভিনগ্রহের প্রাণীটি। ওখানে নতুন, টমির চেয়ে বুদ্ধিমান হোস্ট পেয়ে যাওয়া বিচিত্র কিছু ছিল না।

তবে নিজেকে কৃতকর্মের জন্যে বেশি দোষ দেয়াও যায় না। কারণ পৃথিবী নামের এ গ্রহে একেবারেই নতুন সে। সবকিছু বুঝে উঠতেও তো সময়ের প্রয়োজন।

এখন যে জায়গায় আছে সে, এখানকার সবচে বড় সমস্যা হলো এদিকে মানুষ হোস্ট পাওয়া তার জন্যে খুবই কষ্টের হবে। এসব জঙ্গালে লোকজন কদাচিৎ আসে শিকার করতে। তবে সে যেখানে আস্তানা গেড়েছে, তার রেঞ্জের চল্লিশ গজের মধ্যে তারা যে এসে সুখে নিদ্রা যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? কাজেই নতুন কোন মানুষ হোস্ট পেতে হলে প্রথমে তাকে জানোয়ার হোস্ট ব্যবহার করতে হবে। সেই জানোয়ারটাকে পাঠাতে হবে ঘুমন্ত মানুষের কাছে। তবে এতে ঝুঁকি আছে। অবশ্য এ ধরনের ঝুঁকি নিতে সে অভ্যস্ত। টমির স্মৃতি ঘেটে সে দেখেছে এদিকে হরিনের আনাগোনা প্রচুর। হোস্ট হিসেবে পাখিদেরকেও ব্যবহার করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা চিকেন হক বা পেঁচা। তবে পেঁচা তার ওজন নিয়ে উড়তে পারবে কিনা সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই তার।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল সে হোস্ট হিসেবে পাখিই হবে তার উপযুক্ত। হরিণ-টরিণ পথ চলতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে পারে। কিন্তু পাখিদের এসব ঝামেলা কম। পাখি হয়ে উড়ে, সুযোগ বুঝে ঘুমন্ত মানুষের ওপর সওয়ার হবে সে, তারপর পাখিটাকে মেরে ফেলবে। আর নতুন হোস্টের কাজ হবে তাকে এখান থেকে নিরাপদ কোন জায়গায় সরিয়ে ফেলা।

তবে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। এবার সে আস্তে-ধীরে ভেবেচিন্তে কাজ করবে। যাতে আর কোন ভুল করে না বসে। তার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। মোটামুটি দশ মাইল দূরত্ব থেকেও সে মানুষ বা যে কোন প্রাণীর হাঁটা-চলা বা নড়াচড়া টের পায়। যেমন এই মুহূর্তে সে মাটিতে কম্পন টের পাচ্ছে – বুঝতে পারছে বড় ধরনের কিছু একটা এগিয়ে আসছে তার আস্তানার দিকে। একটা নয়, দু'টো। একটু পর সে বুঝতে পারল দুটোও নয়, আসলে তিনটে প্রাণী হেঁটে আসছে। সে তার উপলব্ধি ক্ষমতা প্রয়োগ করল। এরা সেই তিনজন, গত রাতে টমির খোঁজে যারা এসেছিল। টমির বাবা, সেই মেয়েটির বাবা আর কুকুরটা। সোজা এগিয়ে আসছে গুহার দিকে। ওদের কথা শুনে বোঝা গেল টমির ট্রেইল ধরে আসার কারণ। ওরা জানতে চায় টমি কালরাতে দৌড়ে আসার আগে আসলে কোথায় ছিল।

কিন্তু কেন ? এটা জেনে ওদের কি লাভ ? কিন্তু ওরা যেভাবে গন্ধ শুঁকে আসছে তাতে সে ধরা পড়ে যাবে। বিশেষ করে যদি গুহার মেঝে খুঁড়ে ফেলে। ভিনগ্রহের ভয়ংকর রীতিমত অসহায় বোধ করল দেখে কুকুরটা ওদের টেনে নিয়ে এসেছে ঠিক গুহামুখে। ভিনগ্রহের ভয়ংকর শুনতে পেল মেয়েটার বাবা অর্থাৎ গার্নার বলছে, 'গুহাটা দেখে মনে হচ্ছে টমি এর মধ্যে ঢুকেছিল।'

টমির বাবা হফম্যান বললেন, 'আমারও তাই ধারনা। আমিও ঢুকে দেখতে চাই ভেতরে কি আছে।'

'এক মিনিট, গাস,' বাধা দিলেন গার্নার। 'গুহার ভেতর কি আছে আমরা কেউ জানি না। আগে বাককে পাঠাই। ভিতরে কিছু থাকলে ও আমাদের সাবধান করে দেবে।'

'ঠিক বলেছ', সায় দিলেন হফম্যান। বাকের বাঁধন খুলে দিলেন। কুকুরটা এক লাফে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এক মিনিট পর, বাকের তরফ থেকে কোন সাবধান বাণী এল না দেখে দুই বুড়ো এবার হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লেন গুহায়। গুহার মাঝামাঝি জায়গায় এসে থামলেন। বাক এখানে শুয়ে আছে। গুহার এ জায়গাটা বেশ প্রশস্ত এবং উঁচু, দাঁড়ানো যায়। আলো এখানে কম হলেও মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন তাঁরা।

'বোঝাই যায় টমি এ গুহায় ঢুকেছিলেন,' বললেন গার্নার, 'এ পর্যন্ত এসেওছিল। কারণ বাক ওর গায়ের গন্ধেই এখানে এসেছে। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা আর নীরব। এসো, দু'মিনিট জিরিয়ে নিই, তারপর ফিরব।'

ওরা বসে পড়লেন গুহার মেঝেতে, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর নজর দিল কুকুরটার ওপর। ক্লান্ত বাক আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে এবার কাজে লাগাতে হবে। তবে এখন না, একটু পরে।

'ভাবছি, টমি এখানে এসেছিল কেন ?' নীরবতা ভেঙে বললেন হফম্যান।

'এটা তো সহজ যুক্তি, সাস। অবচেতন মনে এখানে চলে এসেছিল ও। হয়তো ছোটবেলায় এ গুহাটা আবিষ্কার করেছিল টমি, হঠাৎ কোন কারণে লুকোতে এসে পড়েছিল। অবচেতন মনে মানুষ কত কিছুই তো করে।'

'হয়তোবা। কিন্তু ওর লুকোবার দরকার পড়েছিল কেন? নাকি কোন লুকানো জিনিস খুঁড়ে বের করতে এসেছিল টমি। কি জিনিস জানতে চেয়োনা, তবে এ গুহার নরম বালি কিন্তু হাত দিয়ে খোঁড়া যায়।'

'কিন্তু লুকোবেটা কি সে ? আর খুঁড়তেই বা যাবে কেন ?'

'জানি না, আমি। তবে তেমন কিছু যদি আমাদের চোখে পড়ত—'

আর সময় নেই। লোকগুলো যেভাবে সন্দিহান হয়ে উঠেছে এখনই হয়তো মেঝে খোঁড়াখুড়ি শুরু করে দেবে। তাহলেই সর্বনাশ। ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর মনোযোগ দিল ঘুমন্ত বাকের ওপর। দু'জনকে হয়তো খুন করা সম্ভব হবে না বাকের পক্ষে, তবে আকস্মিক হামলায় ওরা নিশ্চয়ই অপ্রস্তুত হয়ে যাবে, মেঝে খোঁড়ার কথা আর মনে থাকবে না। উল্টো দৌড়াতে হবে ডাক্তারের কাছে, বাকের কামড়ের কারণে সৃষ্ট ক্ষতের চিকিৎসা করতে।

বাকের ওপর সওয়ার হলো ভিনগ্রহের প্রাণী। ঘুম থেকে জেগে উঠল জানোয়ারটা, মাথা তুলল। সেই মুহূর্তে গার্ণার বললেন, 'এখন খোঁড়াখুঁড়িতে কাজ নেই, গাস। মেঝে খুঁড়ে কিছু পাব বলেও মনে হয় না। আর পরিষ্কার কিছু দেখাও যাচ্ছে না। আমাদের না আছে ফ্লাশলাইট না কোদাল বা বেলচা। আর এখন মেঝে খুঁড়তে গেলে লাঞ্চের আগে বাড়ি ফিরতে পারব না। তারচে' এখন বাড়ি যাই চলো। খোঁড়াখুড়ি যদি করতেই চাও, পরে রেডি হয়ে আসবখন।'

বন্ধুর কথায় সায় দিলেন হফম্যান। বাক আবার মাথা নামিয়ে নিল। দু'বন্ধুর পেছন পেছন বেরিয়ে এল গুহা থেকে। ওদের সাথে বেশ খানিকটা পথ এক সাথে হাঁটল বাক, হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পূব দিকে, বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করল সে। হফম্যান কত ডাকাকাকি করলেন, কিন্তু কান দিল না বাক। আপন মনে দৌড়াতে লাগল।

মনিবের দৃষ্টির আড়াল হতেই জঙ্গালের মধ্যে লাফ মেরে ঢুকে পড়ল বাক, তারপর এগোল গুহা অভিমুখে।

গুহায় ঢুকে নরম বালু খুঁড়ল বাক, কচ্ছপের খোলস বা ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করটাকে মুখে তুলে নিল। বেরিয়ে এল গুহা থেকে, খোলসটাকে সাবধানে নামিয়ে রাখল জমিনে। তারপর আবার গুহায় ঢুকল সে, একটু আগে খোঁড়া গর্তটাকে বুজিয়ে দিল সাবধানে। তারপর বোজানো গর্তের ওপর গড়াগড়ি খেল বেশ অনেকবার। বোঝার উপায় রইল না এখানে কোন গর্ত আছে। তারপর আবার কাছিমের খোলসটাকে মুখে তুলে নিল বাক। প্যাট্রিজ পাখির চেয়ে ভারি নয় ওটার শরীর, আর এত আলতোভাবে ধরে রেখেছে বাক, যেন আহত পাখি মুখে করে নিয়ে চলেছে।

জঙ্গালে ঢুকল বাক, রাস্তা এমনকি গেম ট্রেইলও এড়িয়ে চলল ও, একেবারে বুনো আর নির্জন কোন জায়গা খুঁজছে। ঘন, লম্বা ঘাস, চারদিকে ঝোপের বেড়ার আড়ালে ছোট, ফাঁপা একটা কাঠের গুঁড়ি পেয়ে গেল সে। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে এখানে লুকিয়ে থাকার কাজ চলবে। মুখ থেকে কাছিমের খোলটাকে ফাঁপা কাঠের গর্তে রাখল বাক, থাবা দিয়ে ধাক্কা মেরে ওটাকে ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। কারো বোঝার সাধ্য নেই এখানে গুঁড়ি আছে।

তারপর যে পথে এসেছিল সে পথে ফিরে চলল বাক। একশ গজ যাবার পর বসে পড়ল। ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর তখন ভাবছে কি করা যায়।

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর এখন নিরাপদেই আছে। ওই লোকগুলো এখন সমস্ত গুহা খুঁড়ে ফেললেও তার কিছু এসে যাবে না। কিন্তু কথা হলো, বাককে সে কি আরো কিছুক্ষণের জন্যে নিজের হোস্ট করে রাখবে? ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল সে। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছল – জানোয়ারটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করেছে। এখনো ওটাকে বাঁচিয়ে রাখলে সে অন্য কারো ওপর সওয়ার হতে পারবে না। এখন তার দরকার অন্য কোন হোস্ট। হতে পারে সেটা বাজ, পেঁচা বা হরিণ। কিন্তু এগুলোকে ভালমত পর্যবেক্ষণ করার সময় সে পাবে না যতক্ষণ বাকের ওপর সওয়ার হয়ে থাকবে। কাজেই ওর মরে যাওয়াই ভাল।

বাক এবার রাস্তায় উঠে এল। দাঁড়িয়ে থাকল এক কোণে। দূর থেকে একটা গাড়ি আসছে। ড্রাইভার কিছু বুঝে ওঠার আগেই, গাড়িটা তার সামনে আসতেই, চাকা লক্ষ্য করে লাফ দিল বাক। সাথে সাথে পিষে ভর্তা হয়ে গেল কুকুরটা।

বাকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর আশ্রয় নিল নিজের খোলের মধ্যে। ভেবে আমোদিত হলো এবার সে আর কোন ভুল করেনি।

হ্যাঁ, ভুল তার হতো না, যদি গাড়িটার আরোহী ডঃ স্টানটন না হয়ে অন্য কেউ হতো। তার আসলে অপেক্ষা করার উচিত ছিল অন্য গাড়ির জন্য। কারণ, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের জানা নেই বাককে ড. র‍্যালফ এস স্টানটনের গাড়ির নিচে ফেলে দিয়ে আসলে সে নিজেরই নিয়তিকে ডেকে এনেছে।

ছয়

ডঃ র‍্যালফ এস স্টানটন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি'র পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। অ্যামেরিকানদের তুলনায় বেঁটেই বলা যায় তাঁকে, মাত্র পাঁচ ফুট ছয়। ওজন একশ পঁচিশ পাউন্ড। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, ছোট করে ছাঁটা চুলে ধূসর রঙ ধরেছে। তবে স্বাস্থ্য খুবই ভাল। সুঠাম শরীর দেখে বোঝা যায় না পঞ্চাশটি বসন্ত পেরিয়েছেন ডক্টর। তাঁর চোখ দুটো মানুষকে সবচে' আকর্ষণ করে। কোন কারণে রেগে গেলে বা অবাক হলে ও দুটো বাদামী হীরের মত ঝকঝক জ্বলতে থাকে।

এ মুহূর্তে তিনি ছুটিতে আছেন। তাঁর পরণে ঢিলেঢালা পোশাক, মুখে কয়েকদিনের না কামানো দাঁড়ি। দেখে বোঝার উপায় নেই এ মানুষটি দেশের সবচে' পণ্ডিত ব্যক্তিদের একজন।

বাক যে তাঁর গাড়ির নিচে চাপা পড়ল, এ জন্যে স্টানটনকে মোটেই দোষ দেয়া যায় না। কুকুরটা যেন শূন্য থেকে উদয় হয়েছিল তাঁর সামনে। তিনি ব্রেকও কষেছিলেন। কিন্তু তাঁর আগেই দফারফা হয়ে গেল বাকের।

পশুপ্রেমী প্রফেসরের জানোয়ারটার দশা দেখে বেশ মন খারাপ হলো। কার কুকুর এটা ? প্রফেসর ঠিক করলেন শহরে নিয়ে যাবেন তিনি লাশ। খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করবেন কুকুরের মালিকের। তারপুলিন দিয়ে বাকের লাশ ভালভাবে জড়িয়ে গাড়িতে আবার স্টার্ট দিলেন স্টানটন।

বার্টলসভিলে পৌঁছে দু'এক জায়গায় খোঁজ নেয়ার পর জানা গেল এটা গাস হফম্যানের কুকুর। তবে হফম্যান বাড়ি নেই। আদালতে গেছে ইনকোয়েস্টে। স্টানটন ওখানেই হফম্যানের ছেলে টমির কথা জানতে পারলেন। শুনলেন হফম্যানের একমাত্র ছেলে টমি আত্মহত্যা করেছে।

আদালতে গিয়েও হফম্যানকে পাওয়া গেল না। শুনানি শেষে হফম্যান মরচুয়ারিতে গেছেন তাঁর ছেলের অন্তোষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে কথা বলতে। স্টানটন তখন শেরিফের সাথে কথা বললেন। কুকুরটা হঠাৎ স্টানটনের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে শুনে বিষ্ময় প্রকাশ করলেন শেরিফ। বললেন, 'যদ্দুর জানি হফম্যানের কুকুরটা ছিল কারশাই। গাড়ি দেখলে এক মাইল দূর থেকে দৌড়ে পালাত।'

'তাই নাকি ?' অবাক হলেন স্টানটনও। 'তাহলে কুকুরটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে ওভাবে ছুটে আসবে কেন আমার গাড়ি লক্ষ্য করে। ভাল কথা– আপনাদের এলাকায় র‍্যাবিস রোগের কোন কেস আছে নাকি ?'

'বহুদিন হলো আমরা ও রোগটার হাত থেকে মুক্ত, মিঃ স্টানটন', নীরস গলায় জবাব দিলেন শেরিফ। একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডক্টর। তারপর বললেন, 'শুনলাম টমি নামে একটা ছেলে মারা গেছে। ওর কি অটোপসি করা হয়েছে ।'

'অটোপসি ? কেন, কিসের জন্য ? ওতো স্রেফ আত্মহত্যা করেছে।' ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন শেরিফ।

'এখানে আর কোন অদ্ভুত মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, শেরিফ ?'

কৌতুকের দৃষ্টিতে ডক্টরের দিকে তাকালেন শেরিফ।

'অদ্ভুত বলতে কি বোঝাতে চাইছেন বুঝতে পারছি না। এখানে গত কয়েক বছরে কিছু হত্যাকাড ঘটেছে। ওগুলো এখনো অমীমাংসিতই রয়ে গেছে। তবে সেগুলো ছিল স্রেফ ডাকাতির জন্যে খুন। ওসবের মধ্যে অদ্ভুত কোন ব্যাপার ছিল না। কিছু মনে করবেন না, মিঃ স্টানটন, আপনি কি ভার্সিটিতে অপরাধ বিজ্ঞান পড়ান ?'

'না,' মৃদু হেসে জবাব দিলেন স্টানটন। 'আমি পদার্থ বিজ্ঞান পড়াই। বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করি। আমি স্যাটেলাইট প্রোগ্রামের ওপরেও কিছু কাজ করেছি।'

'তার মানে রকেট ?' শেরিফের গলার স্বরে সম্ভ্রম ফুটে উঠল।

'না, রকেট না। বেশিরভাগই স্যাটেলাইটের ডিটেকটর এবং ট্রান্সমিটিং সেট নিয়ে কাজ কারবার। আমি প্যাডলহুইল স্যাটেলাইটের ডিজাইনও করে থাকি। তবে এ মুহূর্তে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত রয়েছি।'

'বেশ, বেশ! কোথায় উঠেছেন আপনি ?'

'এখান থেকে মাইল দশেক দূরে এক, খামার বাড়িতে। জায়গাটার নাম ওল্ড বার্টন প্লেস ----'

'হেন্টিংস-এর খামার বাড়ি তো ? চিনেছি। হেন্টিংস-এর সাথে আগে দু'একবার মোলাকাত হয়েছে। তা একা নাকি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন ?'

'বিয়ে-থা করিনি এখনো। একা থাকতেই ভাল লাগে। যাকগে, শেরিফ। আজ উঠি। হফম্যানের কুকুরের লাশটা নিয়ে গেলাম। ওকে বলবেন কবর দেয়ার ব্যবস্থা করব'ক্ষণ।'

শেরিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের গাড়িতে উঠলেন ডঃ স্টানটন। মনটা খঁচখঁচ করছে। টমি হফম্যান আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু আত্মহত্যার ব্যাপারটা মেনে নিতে চাইছে না তাঁর যুক্তিবাদী মন। কোন মানুষ প্রাথমিক কোন লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ পাগল হয়ে যেতে পারে না বা আত্মহত্যাও করে না। আর কুকুরটা নিশ্চয়ই র‍্যাবিস আক্রান্ত ছিল। নইলে অমন উন্মাদের মত আচরণ করবে কেন ? শেরিফ বললেন ওটা গাড়ি-ঘোড়া ভয় পেত। তাহলে, স্টানটনের গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কেন ? ওটাও আত্মহত্যা ? কিন্তু লেমিং ছাড়া অন্য কোন পশু আত্মহত্যা করে বলে শোনেননি স্টানটন।

হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলেন ডক্টর গ্রীন বে-র গবেষণাগারে কুকুরটার লাশ পাঠাবেন পরীক্ষার জন্যে। তাহলে জানা যাবে বাকের র‍্যাবিস ছিল কি না। গ্রীন বে এখান থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। আর এখনও বাজে মাত্র তিনটা। তিনি গ্রীন বে'র হাসপাতালে বাকের লাশ পরীক্ষার জন্যে রেখে আসার প্রচুর সময় পাচ্ছেন হাতে। সন্ধ্যেটা ভাল কোন রেস্টুরেন্টে ডিনার খেয়ে, তারপর ছবি দেখে সকাল সকাল ফিরে আসা যাবে বাড়িতে।

তাই করলেন স্টানটন। গ্রীন বে-র হাসপাতালে গেলেন বাকের লাশ নিয়ে। ডিনার খেলেন, ব্রিজিত বার্দোর একটি সিনেমা দেখলেন, তারপর সাড়ে দশটা নাগাদ, উইলকক্সে, তাঁর বন্ধুর হেস্টিংস-এর খামার বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িটি বেশ বড়, ওপর তলায় তিনটি বেডরুম, যদিও দুটো রুম শুধু ফার্নিশড করা। একটা বাথ। নিচতলায়ও তিনটে ঘর, বড় একটা কিচেন, লিভিং রুমটাও বেশ বড়সড়, আর বাড়তি একটা কামরা আছে, স্টোররুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ঘরে স্টানটন তাঁর বন্দুক এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম রেখে দিয়েছেন। বেজমেন্টে ছোট গ্যাসোলিন ইঞ্জিন চালিত জেনারেটর আছে, বিরতিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন করে চলেছে। একই ইঞ্জিনের সাহায্যে পাম্প করে ছাদের ট্যাঙ্কিতে পানি তোলার ব্যবস্থা আছে। এ বাড়িতে ফোন নেই, তবে প্রফেসরের তাতে কোন অসুবিধেও নেই। বরং তিনি খুশি ফোন নামের মূর্তিমান যন্ত্রণাটার হাত থেকে রেহাই পেয়ে। এ বাড়ির দক্ষিণ দিকে একসময় খামার ছিল, কোন কারণে ওটা এখন পরিত্যক্ত। বাড়ির চারপাশে উঠোন, মিশেছে ঝোপঝাড় আর জঙ্গলের সাথে, জায়গাটাকে রহস্যময় এবং বুনো করে তুলেছে। উত্তর দিকে শুধু একটা রাস্তা, শহরের সাথে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। তবে ওদিকেও ঘন জঙ্গল।

সবমিলে জায়গাটা ডক্টরের এতদিন ভালই লাগছিল, শুধু আজকের রাতটা ছাড়া।

স্টানটন ফ্রিজ খুলে বিয়ারের ক্যান বের করে একটা রহস্য উপন্যাস নিয়ে বসলেন। কিন্তু পড়ায় মন দিতে পারলেন না। কেন জানি অস্বস্তি লাগছে তাঁর। এখানে আসার পর এই প্রথম নিজেকে খুব একা এবং নিঃসঙ্গ বোধ হচ্ছে। জানালার পর্দা নামিয়ে দেয়ার একটা দূরন্ত ইচ্ছে অনেক কষ্টে দমিয়ে রাখলেন তিনি। কারণ তাঁর মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি তাঁকে বাইরে থেকে লক্ষ্য করছে। কিন্তু জানালায় দাঁড়িয়ে কে তাঁকে লক্ষ করবে ? কোন জানোয়ার ? জানোয়ার হলেই বা কি এসে যায় ? কেউ তাঁকে দেখছে, ভাবনাটা নিজের কাছেই এক সময় হাস্যকর ঠেকল। তিনি জোর করে পড়ায় মন দিলেন। খানিক পর খেয়াল করলেন বইয়ের পাতায় চোখ বোলাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু একটা লাইনও পড়ছেন না। বারবার টমি হফম্যান আর কুকুরটার কথা মনে পড়ছে। শেষে নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠলেন স্টানটন। কাল তো বাকের রিপোর্ট পাওয়াই যাবে। যদি দেখেন কুকুরটার সত্যি সত্যি র‍্যাবিস হয়েছিল, তাহলে ব্যাপারটা চুকে গেল। এ নিয়ে আর ভাববেন না। ছুটি কাটাতে এসেছেন। মজা করে ছুটি কাটিয়ে চলে যাবেন ...... কিন্তু বাকের যদি র‍্যাবিস ধরা না পড়ে....

আরো এক ক্যান বিয়ার গলায় ঢাকলেন প্রফেসর, একসময় ঝিমুনি ভাব এল। বিছানায় গেলেন তিনি। খানিক পর ঘুমিয়েও পড়লেন।

সাত

ভিন গ্রহের ভয়ঙ্কর এখনো সেই ফাঁপা কাঠের গুঁড়ির মধ্যেই ঘাপটি মেরে আছে। বাক তাকে এখানে রেখে যাবার পর থেকে সে আস্তানা ছেড়ে একপাও নড়েনি। শুধু একবারের জন্যে একটা কাকের ওপর ভর করেছিল আশপাশের এলাকা দেখার ইচ্ছে জেগেছিল তার। রাতের বেলা ঘুমন্ত এক কাকের ওপর সওয়ার হয় সে। কিন্তু কাক রাতে ভাল দেখতে পায় না বলে ওই সময় আর বেরোয়নি সে। বেরিয়েছে সকালে। কাকের চোখ দিয়ে আশপাশের অনেকটা এলাকা জরিপ করে এসেছে সে মোটামুটি। দেখেছে কোন্ ধরনের লোকজনের বাস এখানে। রাস্তার একেবারে শেষ মাথায় উড়ে গিয়েছিল কাক। ওখানে একটা স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। বার্টলসভিলের ওপরে চক্কর দিয়েছে বারকয়েক। তাকে সবচে আকর্ষণ করেছে রেডিও-টিভি মেরামতের একটি দোকান। এ দোকান যে লোক চালায় তার নিশ্চয়ই ইলেক্ট্রনিক্স সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে। কাজেই এ লোক তার ভাল হোস্ট হতে পারবে। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য হলেও। কিন্তু টমির স্মৃতি যেটুকু ধারণ করে আছে সে, তাতে রিপেয়ারম্যানের নাম পরিচয় নেই। জানেও না লোকটা কোথায় থাকে। সে লোক দোকানে ঘুমায় কিনা তাও জানা নেই তার। এসব জানতে হলে আরো ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

বার্টলসভিল পরিক্রমা মোটামুটি শেষ হলে সে কাকটাকে পেভমেন্টের ওপর ডাইভ দিতে বাধ্য করে তাকে হত্যা করেছে। কাকের কাজ শেষ। কাজেই ওটাকে আর জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়োজন বোধ করেনি সে। কাকের মৃত্যুর সাথে সাথে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর ফিরে গেছে নিজের নিরাপদ আশ্রয়ে।

ওই আশ্রয়স্থলটি আগেরটার চেয়ে ভাল। জঙ্গলের একেবারে গভীরে বলে নানা পশুপাখি চেনার সুযোগ তার হয়েছে। প্রাণীগুলো প্রায়ই তার আস্তানার সামনে দিয়ে হাঁটা চলা করছে। হরিণ, ভালুক, ভোঁদর আরো কত কি। কত রকম পাখিও দেখেছে সে। এর মধ্যে দুটো পাখি পছন্দ হয়েছে তার হোস্ট হিসেবে– পেঁচা এবং চিকেন হক। এসব প্রাণীর যে কোন কিছুর ওপর যে কোন সময় সে ভর করতে পারে। দশ মাইলের মধ্যে এগুলোর কোনটাকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেই হলো।

ছোট ছোট প্রাণীও পরীক্ষা করে দেখেছে সে। যেমন সাপ। তবে হোস্ট হিসেবে সাপ পছন্দ হয়নি তার। এগুলোর গতি ধীর– আর মরতেও সময় নেয় বেশি। দেখা গেল রাস্তায় উঠেছে মরতে, গাড়ির জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটাতে চাপা পড়ে গেলেও সাপ যে সত্যি সত্যি মারা যাবে তার নিশ্চয়তা কোথায় ? পিঠ ভেঙে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে সাপ।

কাজেই সে চুপচাপ বসে আছে। কাকে হোস্ট বানানো যায় তাই ভাবছে। এমন সময় তার খিদে পেল। ভিনগ্রহের এই প্রাণীটির খিদেও পায়। তারও পুষ্টির প্রয়োজন। সে যে গ্রহ থেকে এসেছে, ওখানকার অধিবাসীদের জন্ম মূলত পানি থেকে। পানি থেকে সরাসরি মাইক্রোঅর্গানিজম শুষে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। প্রটেকশন বা নিরাপত্তার জন্যে তারা শরীরের ওপর কাছিমের খোলের মত খোলস পেয়েছে। অন্যদের হোস্ট বানানো বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তারা পেয়েছে অনেক পরে, নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সমৃদ্ধি ঘটার সঙ্গে। তারপর তারা পানি ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছে। ডাঙায় যে সব প্রাণী ঘুমাচ্ছিল, তাদের ওপর তারা সওয়ার হয়েছে। ডাঙার প্রাণীদের মেরে তারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার শুরু করে কয়েকশো কোটি বছর দূরে, তাদের গ্রহে। মানুষের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান এবং শক্তিশালী হলেও এদের পুষ্টির প্রয়োজন হয় মানুষের মতই। তবে মোটামুটি একবার খাওয়ার পর কয়েকমাস না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে তারা। পানির বাসিন্দা বলে তরল খাদ্যই এদের প্রিয়। আর খিদে পেলে, খাবার না জুটলে এরা দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের এখন খুব খিদে পেয়েছে। কিভাবে খাবার জোগাড় করা যায় তাই ভাবছে। স্যুপ বা দুধ পেলেই তার চলে যাবে। কিন্তু খাবারটা জোগাড় করে দেবে কে ? এক্ষেত্রে মানুষ হোস্টকেই তার পছন্দ হল। আর তার আশপাশে এরকম হোস্ট আছে এক বৃদ্ধ জার্মান দম্পতি– সিগফ্রিড এবং এলসা গ্রস। ওরা কাছের এক ফার্ম হাউজে থাকে। ওদের কাউকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেলেই হলো। খাবার সমস্যা মিটে যাবে। কিন্তু আগে তো খামার বাড়িতে তাকে পৌঁছতে হবে।

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর খামার বাড়িতে যাবার জন্য বেছে নিল এক ঘুমন্ত পেঁচাকে। ওটাকে উড়িয়ে নিয়ে এল গ্রসদের খামার বাড়ির ওপর।

পেঁচাটা ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর অর্থাৎ কাছিমের খোলাটাকে নখে বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছে। সে বাড়িটিকে ঘিরে একবার চক্কর দিল। ফার্ম হাউজটা অন্ধকার, নীরব। সম্ভবত কুকুর-টুকুর নেই। ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের ইচ্ছে এ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে থাকবে। লুকোবার চমৎকার জায়গাও পাওয়া গেল– কাঠের সিঁড়ির নিচে, যেটা মিশেছে ব্যাকডোরের সাথে। পাশেই খড়ের গাদা। এখানে আসার কারণ একটাই– এখান থেকে মানুষকে হোস্ট বানানো সহজ হবে তার জন্যে। তাছাড়া খড়ের গাদার আশপাশে কি ধরনের প্রাণীর বাস তাও দেখা যাবে। প্রয়োজনে গৃহপালিত কোন প্রাণীর ওপর সওয়ার হবে সে।

পেঁচাটা সিঁড়ির নিচে ভিনগ্রহের প্রাণীটাকে লুকিয়ে ফেলল। এখন আর ওকে প্রয়োজন নেই। পেঁচাটাকে ডাইভ দেওয়াল সে বাড়ির শক্ত দেয়াল লক্ষ্য করে। তবে ভুল হয়ে গেল। পেঁচাটা ডাইভ দেয়ার সময় চোখ বুজে ছিল। তাই দেয়ালে না লেগে আছড়ে পড়ল জানালার ওপর। ভেঙে গেল জানালার কাঁচ। ঝনঝন শব্দে জেগে উঠল গ্রস দম্পত্তি। তাড়াতাড়ি নেমে এল বাইরে। একটা পেঁচা মাটিতে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে দেখে অবাক হয়ে গেল ওরা। বুড়ো সিগফ্রিড বন্দুকের এক গুলিতে পেঁচাটাকে যন্ত্রণার হাত থেকে চিরতরে রেহাই দিয়ে দিল। বলল, 'বেচারা বোধ হয় অন্ধ। দেখতে পায়নি। তাই ওড়ার সময় জানালায় ধাক্কা খেয়েছে।'

'এটাকে নিয়ে কি করবে এখন ?' জানতে চাইল বুড়ি। 'এভাবে ফেলে রাখবে ?'

'কাল সকালে কবর দেব', গরগর করল সিগফ্রিড। 'ব্যাটার জন্য কাল আবার আমাকে শহরে যেতে হবে গ্লাস কিনতে।'

'কাল যেতে হবে না, বলল তার স্ত্রী। 'শনিবার গেলেই চলবে। আমি ফাঁকা জায়গায় কাপড় টাঙিয়ে দেব। এখন চলো শোবে।'

বুড়ো-বুড়ি ঢুকে পড়ল তাদের বেডরুমে। খানিকপর আগের মত আবার নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল গোটা বাড়ি। ভিনগ্রহের প্রাণী দেখল বুড়ো-বুড়ি এখনো ঘুমায়নি। সে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা কখন ঘুমিয়ে পড়বে। এই ফাঁকে সে খামার বাড়ির গৃহপালিত প্রাণীগুলোর ওপর নজর বোলাতে লাগল। জানতে চায় হোস্ট হিসেবে কোনটাকে ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যাবে।

এই বাড়িতে শুয়োর আছে একটা, একটা ঘোড়া, তিনটে গরু, কতগুলো ইঁদুর আর একটা বেড়াল। শুয়োর আর ইঁদুরগুলোকে প্রথমেই বাতিল করে দিল সে ওরা কোন কাজে লাগবে না ভেবে। গরু বরং ওদের চেয়ে ভাল। গায়ে শক্তিও আছে বেশ। ধারাল শিং নিয়ে গরুগুলো যখন তখন কিলিং-মেসিনে পরিণত হতে পারে। ঘোড়াও তাই। গরুর

চেয়েও এরা কাজের। দ্রুত দৌড়াতে পারে, সহজে টপকে যেতে পারে ছোটখাট বেড়া। আর ওদের খুড়ের লাথি গরুর শিং ওর গুঁতোর চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সবশেষে রইল বেড়াল। এ প্রাণীটাকেই ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের পছন্দ হয়ে গেল সবচে' বেশি। টমির ধার করা স্মৃতি থেকে সে জানে চার পেয়ে এই প্রাণীটা বেশ বুদ্ধিমান, রাতের আঁধারে এদের চোখ জ্বলে। এরা গুপ্তচর বৃত্তিতে খুবই পটু, তাছাড়া বেশিরভাগ সময় ওরা ঘুমিয়ে কাটায় বলে এদের হোস্ট বানানো ভারী সোজা। স্রেফ পরীক্ষা করার জন্য সে একটা ঘুমন্ত বেড়ালের ওপর সওয়ার হলো। জেগে উঠল বেড়াল। সম্মোহিত অবস্থায় হাঁটা শুরু করল। নাহ, আঁধারে সত্যি চোখ জ্বলে এই প্রাণীটার। সব কিছু দিনের মত দেখতে পাচ্ছে। সে বেড়ালটাকে বাড়ির চারপাশে কয়েকবার চক্কর দেওয়াল। নিঃশব্দে, সামান্য শব্দও না করে বেড়ালটার এই পরিভ্রমণ চমৎকৃত করে তুলল ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করকে। বেড়াল কেমন গাছ বাইতে পারে দেখার জন্য খড়েরের গাদার পেছনে একটা গাছে ওঠাকে ওঠাল সে। সরসর করে গাছের মাথায় উঠে গেল বেড়াল। মগডাল থেকে উঁকি মেরে দেখল আরেকটা খামার বাড়ি চোখে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে আছে শহরের দিকে। এখন দেখা যাক বেড়াল কেমন গুপ্তচরের কাজ করতে পারে। গাছ থেকে বেড়ালটাকে নামাল সে, মাঠ ধরে ছোটাল পাশের খামার বাড়ির দিকে। রাতের আঁধারে ছায়ার মত ছুটে চলল বেড়াল।

ফার্ম হাউজে পৌঁছে দেখল দোতলার দুটো কাঁচের জানালায় আলো জ্বলছে। জানালার পাশে একটা গাছ। বেড়ালটা গাছে উঠল। তারপর উঁকি দিল জানালায়।

ঘরে, খাটের ওপর একটা বাচ্চা শুয়ে আছে, কাশছে বেদম। বাথরোব পরা, স্লিপার পায়ে এক মহিলা করুণ মুখ করে ঝুঁকে আছে বাচ্চাটার ওপর। আর পাজামা পরা মোটা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়। জানালা বন্ধ থাকলেও বেড়াল ওদের কথা পরিষ্কার শুনতে পেল। লোকটা মহিলাকে জিজ্ঞেস করছে মহিলা বাচ্চাটার যত্ন নিতে পারবে নাকি সে ডাক্তারের কাছে ফোন করবে।

দৃশ্যটা ভিনগ্রহের প্রাণীর মনে কোন কৌতূহলের সৃষ্টি করল না। তবে সে সন্তুষ্ট হয়েছে বেড়ালের গুপ্তচর বৃত্তিতে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে সে বিড়ালকেই হোস্ট বানাবে। আপাততঃ এটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাক।

রেহাই মিলল সহজেই। এ খামার বাড়িতে ভয়ানক হিংস্র স্বভাবের একটা কুকুর বাঁধা ছিল শিকল দিয়ে। সে সম্মোহিত বেড়ালটাকে গাছ থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল গোলাবাড়ির কোণার দিকে, ওখানেই বাঁধা কুকুরটা, বেড়ালটাকে দেখেই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জন ছাড়তে লাগল কুকুরটা। গোলাবাড়ির জানালায় এসে দাঁড়াল বেড়াল, ঘন অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিল। তারপর লাফ দিল কুকুরটার হাঁ করা ধারাল চোয়াল লক্ষ্য করে।

আট

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর গ্রসদের গোলাবাড়ির সিঁড়ির নিচে, নিজের শরীরের মধ্যে আবার ফিরে এল। সতর্ক হয়ে দেখল বাড়িতে গ্রস আর তার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ আছে কিনা। কুকুর থাকলে ঘেউ ঘেউ করে উঠে ওদের জাগিয়ে দিতে পারে। নাহ্ কুকুর নেই, শুধু নিচের ঘরে, সম্ভবতঃ লিভিংরুমে খাঁচায় পোরা একটা ক্যানারি পাখি আছে। ওই ঘরে তার হোস্টের যাবার প্রয়োজন হবে না।

দোতলার বেডরুমে সিগফ্রিড এবং এলসা গ্রস ইতোমধ্যে নাক ডাকা শুরু করে দিয়েছে।

সিগফ্রিডের মনের ভেতর ঢুকে গেল ভিনগ্রহের প্রাণী। এক লহমায় জেনে ফেলল অনেক কিছুই।

সিগফ্রিড ক্লাস সিক্স পাস, বাইরের জগৎ সম্পর্কে তার জ্ঞান খুবই কম। তবে দুটো জিনিস জেনে উপকার হলো ওটার। জানল, সিগফ্রিডের স্ত্রী'র ঘুম অত্যন্ত গাঢ়, কানের পাশে বোমা ফাটলেও সে ঘুম থেকে জানবে না। আর আসল ব্যাপার হলো– ভিনগ্রহের প্রাণী এতক্ষণ যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেছে। ওদের বাড়ির ফ্রিজে অনেক খাবার আছে। বিশেষ করে স্যুপ আর গরুর ঝোলের কথা জেনে খিদেটা চাগিয়ে উঠল। ওর পুষ্টির অভাব ঘোচাতে পারবে দুটো জিনিসই। এই দম্পতি ওখানে না থাকলে হয়তো তাকে ফ্রিজ খুলে মাংস রেখে ঝোল খেতে হত। তবে সেটা কতটুকু পুষ্টিকর হত সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের।

তার নির্দেশে বিছানা ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ল সিগফ্রিড গ্রস। পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল বেডরুমের দরজার দিকে। সাবধানে খুলল, তারপর সতর্কতার সাথে ভিজিয়ে দিল। এরপর এগোল কিচেনের দিকে।

ফ্রিজ খুলে স্যুপের জার আর মাংসের বাটি বের করল সিগফ্রিড, দুটো একসাথে ঢালল একটা প্যানে, ভিনগ্রহের প্রাণীটা পেটপুরে যতটুকু খেতে পারে ততটুকু। দুটো তরল পদার্থ এক সাথে মিশিয়ে সে গ্যাসের স্টোভ জ্বালল। অল্প আঁচে গরম করল স্যুপ আর ঝোলের মিশ্রনটা। তারপর প্যান নিয়ে চলে এল বাইরে, গোলাবাড়ির সিঁড়ির সামনে। ঘন ঝোলের প্যান সিঁড়ির নিচে রেখে কাছিমের খোলটাকে বের করে আনল, ছেড়ে দিল তরলটার মধ্যে। তারপর দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ঝোল খেতে খেতে ভিন গ্রহের ভয়ঙ্কর সিগফ্রিড গ্রসের মনের আরো গভীরে ঢুকে তার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য বের করে আনতে লাগল।

সিগফ্রিড গ্রসের বয়স পঁয়ষট্টি। সে একাচোরা স্বভাবের মানুষ। তার কোন বন্ধু নেই। সে কাউকে পছন্দ করে না। অন্যরাও তাকে পছন্দ করে না। এমনকি তার স্ত্রীও নয়। পরস্পরের প্রতি কারো বিন্দুমাত্র টান নেই। তারপরও দুজনে একই ছাদের নিচে

আছে স্রেফ ভিন্ন কারণে। এলসা গ্রসের যাবার কোন জায়গা নেই, নিজের রোজগার করার সামর্থ্যও নেই। আর সিগ্রফ্রিডের তাকে দরকার সংসারে যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ করে দেয়ার জন্যে।

তাদের দুই ছেলেমেয়ে। তবে কেউই তাদের সাথে থাকে না, সিগফ্রিডের অত্যাচারে তারা বাড়ি ছেড়েছে অনেক আগেই। তারা শহরে থাকে। মাঝে মাঝে মাকে চিঠি লিখত। কিন্তু সিগফ্রিড স্ত্রীকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছে চিঠির জবাব দিতে। তারপর থেকে দু'পক্ষের কারো সাথে কোন যোগাযোগ নেই। এলসা জানেও না তার ছেলেমেয়েরা এখন কোথায় আছে, কেমন আছে।

সিগফ্রিড বাতের রোগী। দিন দিন রোগটা বেড়েই চলেছে। কিন্তু সে ডাক্তার দেখাবে না। কারণ ডাক্তারের ওপর তার বিশ্বাস নেই। কারো সাথেই সে মেশে না। তার বাড়িতে ফোন নেই, সে কাউকে চিঠি লেখে না, কোন ব্যক্তিগত চিঠিও আসে না তার নামে। বার্টলসভিলে সিগফ্রিড যায় ঘোড়ায় টানা গাড়িতে– শুধু শনিবার মুদি সদয় কিনতে। গাড়ি কেনেনি সে প্রয়োজন নেই বলে। দোকানে গেলেও কারো সাথে 'হাই, হ্যালো' বলার প্রয়োজন বোধ করে না সিগফ্রিড, স্রেফ মাল কিনে চলে আসে। গত পনের বছরে নিজের খামার বাড়ি থেকে বার্টলসভিলের বাইরে একপাও যায়নি সে। একেবারে নিঃসঙ্গচারী, অসামাজিক মানুষ বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই সিগফ্রিড।

সিগফ্রিডের মনের ভেতর ডুব দিয়ে কোন লাভ হল না ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের। এর কাছ থেকে কাজে লাগে, এমন কিছুই জানা গেল না। তথ্য সংগ্রহের জন্যে বরং বেড়ালের ওপর ভরসা করা চলে। কিন্তু সিগফ্রিডের ওপর যতক্ষণ সে ভর করে আছে, ততক্ষণ অন্য কোন প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করতে পারছে না সে। কাজেই ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তার আগে দরকার ঝোলের বাটি থেকে উঠে পড়া এবং আগের আস্তানায় গর্ত খুঁড়ে লুকানো। কারণ ঝোল মেখে তার গায়ে গন্ধ হয়ে গেছে। কোন প্রাণী গন্ধ শুঁকে অতি উৎসাহী হয়ে সিঁড়ির নিচে উকি মারলেই তাকে দেখতে পাবে। তখন তার বারটা বেজে যাবে।

গ্রস তাকে ঝোলের পাত্র থেকে তুলে নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল। মোটামুটি গভীর একটা গর্ত খুঁড়ল সে, তারপর সাবধানে কাছিমের খোলটাকে ভেতরে রেখে মাটি চাপা দিল। এখন আর কারো চোখে পড়ার সম্ভাবনা রইল না।

সিগফ্রিড গ্রস এবার ঘরে ঢুকল। প্রথমেই প্যানের অবশিষ্ট ঝোলটুকু ঢেলে ফেলে দিল ড্রেনে। তারপর যে জিনিসগুলো সে ব্যবহার করেছে, প্রতিটি জিনিস ভাল করে ধুয়ে ফেলল। প্যান, বাটি, জার ইত্যাদি ঠিকঠাক জায়গায় রেখে দিল। সব কাজ শেষে বসে পড়ল রান্নাঘরের টেবিলে। ভিন গ্রহের ভয়ঙ্কর ওকেও আত্মহত্যায় বাধ্য করবে। তবে এবারের হত্যাকাড যাতে কারো মনে সন্দেহ জাগাতে না পারে সে জন্য সিগফ্রিডকে দিয়ে একটা চিরকুট লেখাবে বলে ঠিক করেছে সে। টমি'র মৃত্যু থেকে এ শিক্ষাটা

পেয়েছে সে। টমি যদি লিখে যেতে পারত সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, তাহলে তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ হত না। কাজেই সিগফ্রিডের মৃত্যু এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগে। সে সিগফ্রিডকে দিয়ে লেখাল।

'বাতের ব্যথার যন্ত্রণা আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। তাই আত্ম হননের পথ বেছে নিলাম।'

সিগফ্রিড গ্রস।

নিজের নাম সই করে কিচেন ক্লজিট খুলল সিগফ্রিড, বের করল শটগান। বন্দুকে গুলি ভরে আবার টেবিলে এসে বসল। মুখের ভেতর মাজল ঢুকিয়ে টেনে দিল ট্রিগার। রক্ত আর মগজ ছিটকে পড়ল চিরকূটের ওপর, তবে লেখাগুলো চেনা গেল।

সিঁড়ির গর্তের নিচে, নিজের শরীরের ভেতর ফিরে আসা ভিনগ্রহের প্রাণী তার উপলব্ধি ক্ষমতা দিয়ে শুনতে পেল গুলির শব্দের সাথে সাথে জেগে উঠেছে এলসা, দোতলা থেকে চিৎকার করে ডাকছে স্বামীর নাম ধরে। দেখল বেডরুমের আলো জ্বলে উঠেছে, তারপর হলঘর, সবশেষে নিচতলার ঘরের আলো।

নয়

ঘুম থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠলেন ডঃ স্টানটন, চিৎ হলেন, চোখের সামনে হাত এনে ঘড়ি দেখলেন।

সাড়ে দশটা বাজে। বাজতেই পারে। কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছেন তিনি। যাক, এবার গ্রীন বে তে ফোন করে জানা যাবে কুকুরটার সুরতহাল রিপোর্ট।

মুখ হাত ধুয়ে বার্টলসভিলের স্থানীয় একটা ড্রাগস্টোরে ঢুকে গ্রীণ বে-র হাসপাতালে ফোন করলেন স্টানটন। জানা গেল, কুকুরটার র‍্যাবিস হয়নি। আর তার শরীরে কোন রোগও ধরা পড়েনি যার কারণে সে মাথা খারাপ হয়ে গাড়ির ওপর লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর। ঘটনাটা শেরিফকে জানানো দরকার। তিনি হয়তো ব্যাপারটাতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন। কফি খেয়ে, ড্রাগস্টোর থেকে ফোন করলেন তিনি উইলকক্সে শেরিফকে। অফিসেই পাওয়া গেল তাঁকে।

'ডঃ স্টানটন বলছি, শেরিফ', বললেন প্রফেসর। 'জরুরী কিছু কথা আছে আপনার সাথে। এখানে আসতে পারবেন নাকি আমি যাব আপনার অফিসে?'

'আমি এক্ষুণি বার্টলসভিলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছিলাম, ডক্টর।' জবাব দিলেন শেরিফ, 'কোত্থেকে বলছেন আপনি।'

'ড্রাগস্টোর থেকে। পাশের পাবে ঢুকছি আমি। আসুন, ড্রিঙ্ক খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

শেরিফ জানালেন আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছেন তিনি।

এখানে প্রায়ই লাঞ্চ বা ডিনার করতে আসেন ডক্টর। হ্যানস উইস নামের এক মুদি দোকানদারের কাছ থেকে নিয়মিত গ্রোসারি কেনেন। পাবে মাঝে মাঝে পোকারও খেলেন। ফলে স্থানীয় লোকজনের সাথে দোস্তী হয়ে গেছে তাঁর। ড্রাগস্টোরের মালিকের সাথে গতরাতেও পোকার খেলেছেন তিনি। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, 'শেরিফকে ফোন করলেন শুনলাম ডক। কোন সমস্যা হয়নি তো ?'

'আরে না! ওখানে কিছু খবর দেয়ার জন্যে ফোন করা।'

'ভাল কথা ডক। আপনি তো বাসকোম্ব রোডে থাকেন, তাই না ?'

মাথা ঝাঁকালেন স্টানটন। 'হ্যাঁ। রাস্তার শেষ বাড়িটাতে' 'কেন ?'

'আপনাদের ওদিকে কালরাতে একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। শুনেছেন?'

ডক্টরের ঘাড়ের পেছনে কি যেন একটা কিলবিল করে ওঠল। 'না, শুনি নি। ওই মাত্র শহরে ঢুকেছি। কে মারা গেল ?'

'এক বুড়ো। সিগফ্রিড গ্রস। শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে থাকত লোকটা। আপনার বাড়ি থেকে মাইল তিনেক দূরে। বুড়োর মৃত্যুতে কারো তেমন মন খারাপ হয়নি। কারণ কারো সাথেই সদ্ভাব ছিল না লোকটার।'

ওষুধের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে শুধু এটুকুই জানা গেল, বুড়ো শটগান মুখে পুরে আত্মহত্যা করেছে। আর মরার আগে একটা চিরকূট লিখে গেছে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে পাবে ফিরে এলেন ডক্টর স্টানটন। বিয়ারের অর্ডার দিলেন। খানিক পর শেরিফ এসে ঢুকলেন পাবে। স্টানটনকে বিয়ার খেতে দেখে বললেন, 'টেনশনে আছি। শুধু বিয়ারে চলবে না। ডাবল বুরবনের অর্ডার দিন।'

বারটেণ্ডারকে ডাবল বুরবনের অর্ডার দিয়ে শেরিফের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন প্রফেসর।

'সিগফ্রিড গ্রসের কথা বোধহয় শুনেছেন', বললেন শেরিফ। 'কাল অনেক রাতে ওখান থেকে বাসায় ফিরেছি। ঘুমাতেই পারিনি। গড, ভয়ানক ক্লান্ত আমি। এখন আবার গ্রসের বাড়ি ছুটতে হবে।'

'আমি যদি আপনার সাথে যাই অসুবিধা আছে ?' জানতে চাইলেন স্টানটন।

'না, অসুবিধা নেই। ফোন করেছিলেন কেন ? গ্রস সম্পর্কে কথা বলতে?'

'না, ফোন করার আগেও আমি ব্যাপারটা জানতাম না। হফম্যানের কুকুর নিয়ে কথা বলতে চেয়েছি। ওটার র‍্যাবিস হয়নি।'

শেরিফ তাঁর ঝোঁপের ভুরু তুলে প্রশ্ন করলেন। 'আপনি চেক করেছেন নাকি ? কুকুরটা কাউকে কামড়েছে ?'

'না। কাউকে কামড়ায়নি। তবে কুকুরটা কার-পাই ছিল জানার পর ওটার প্রতি আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি। জানতে চাই ওটা অন্ধের মত কেন আমার গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। র‍্যাবিস থাকলে না হয় এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেত।'

'আরে, একটা সামান্য কুকুর নিয়ে এত ভাবছেন কেন আপনি ? এ ধরনের কুকুর প্রায়ই গাড়ি চাপা পড়ছে। হয়তো খরগোশ ধরতে গিয়ে ওটা আপনার গাড়ির নিচে পড়েছে এ নিয়ে নিশ্চয়ই রাতের ঘুম হারাম করছেন না আপনি ?'

'না, তা নয়। তবে- আচ্ছা, শেরিফ, গ্রসের আত্মহত্যার ঘটনায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েছে আপনার?'

'তেমন অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। তবে দৃশ্যটা দেখে গা গুলিয়ে উঠেছে। গড, রক্ত আর মগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা-তা অবস্থা।'

'কোন মামলা বা ইনকোয়েস্ট হবে না ?'

'কিসের ভিত্তিতে ? গ্রস নিজের হাতে লিখে গেছে সে আত্মহত্যা করেছে।'

ড্রিংক খেতে খেতে টুকটাক আরো কথা হলো। শেরিফ পেঁচা এবং বেড়ালের কথাও জানালেন। পেঁচা এবং বেড়ালের মৃত্যুর কথা শুনে ডক্টর কেমন আরস্ট হয়ে উঠলেন, লক্ষ্য করলেন না শেরিফ।

দশ

সিগফ্রিড গ্রস আত্মহত্যা করার পর যে ঘটনাগুলো ঘটল, তা খুবই অবাক করে তুলল ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করকে। তার ধারণাতেও ছিল না একটা মানুষ যে চিরকূট পর্যন্ত লিখে গেছে স্বইচ্ছায় আত্ম হননের পথ বেছে নিয়েছে, তাকে নিয়ে এত হৈ চৈ হবে।

সিগফ্রিড গ্রস মুখে বন্দুক পুরে ট্রিগার টেপার পরের দৃশ্যগুলো ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। সিগফ্রিডের স্ত্রী গুলির শব্দে জেগে যায়, নিচে নেমে স্বামীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তার সে কি চিৎকার ! তখুনি দৌড়াতে দৌড়াতে চলে যায় সে প্রতিবেশী লুরসাটদের (যাদের বাড়িতে অসুস্থ বাচ্চা আছে) খবর দিতে। লুরসাট পরিবার সাথে সাথে শেরিফকে ফোন করে। ঘণ্টাখানেক পরে শেরিফ এসেছে। সিগফ্রিডের স্ত্রীকে নানা জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। এলসা গ্রস কাঁদতে কাঁদতে তাকে বলেছে স্বামী চিরকূটে আত্মহত্যার কথা লিখলেও তার মনে পড়ে না বাতরোগটা সিগফ্রিডকে অত বেশি কি কাবু করেছিল যে নিজেকে এভাবে ধ্বংস করে দিতে হবে ?

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর মানুষগুলোর আচরণ যত দেখেছে ততই অবাক হয়েছে। যে লোক আত্মহত্যা করেছে, আত্মহত্যার কারণও ব্যাখ্যা করে গেছে তার মৃত্যুকে ঘিরে এত প্রশ্ন কেন সবার ?

পরদিন দুপুরে শেরিফ আবার এলেন সিগফ্রিডের বাড়িতে। এবার তাঁর সাথে আরো একজন আছেন। লোকটির সাথে বিধবা গ্রসের পরিচয় করিয়ে দিলেন শেরিফ। লোকটির নাম স্টানটন, পেশায় বিজ্ঞানী, বার্টলসভিলে এসেছেন ছুটি কাটাতে। টমি হফম্যানের রহস্যময় আত্মহত্যার ঘটনা তাঁকে কৌতূহলী করে তুলেছে। তিনি এ মৃত্যুর একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর সিগফ্রিডের আকস্মিক আত্মহত্যার ঘটনা তাঁর কৌতূহল আরো বেশি বাড়িয়ে দেয়। কারণ এত অল্প সময়ে দু'দুটো আত্মহত্যার ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। স্টানটন এ ব্যাপারে বিধবা মিসেস গ্রসের সাথে দু'একটা কথা বলতে চান। অবশ্য তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে।

মিসেস গ্রস কথা বলতে আপত্তি করলেন না। শুধু তাই নয় তিনি ওদের জন্যে কফিও বানিয়ে আনলেন।

ছোটখাটো স্টানটনের কৌতূহল অপরিসীম। কমপক্ষে একশ প্রশ্ন করলেন তিনি এলসাকে। এলসা সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। লুরসাটদের বাড়িতে বেড়ালালের মৃত্যু বা ফ্রিজ থেকে স্যুপ আর মাংসের ঝোল অদৃশ্য হবার ব্যাপারগুলোও স্টানটনকে কৌতূহলী করে তুলল।

স্টানটন এবং মিসেস গ্রসের কথোপকথন সবই শুনতে পাচ্ছে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। লোকটার ব্যাপারে সে আগ্রহ বোধ করছে। কি ধরনের বিজ্ঞানী এই লোক ? একে হোস্ট বানালে কেমন হয় ? এ নিশ্চয়ই বার্টলসভিলের টেলিভিশন মেকানিকের চেয়ে চৌকস হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল এ লোকের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে। কোথায় থাকে জানা দরকার। তাকে হোস্ট বানালে কতটুকু উপকারে সে আসবে সেটাও জান্য দরকার। তবে স্টানটন নামের লোকটিকে বিশ্লেষণ করার সুযোগ তার আর হলো না। কারণ সে প্রশ্নপর্ব শেষ করে উঠে পড়েছে, চলে যাচ্ছে শেরিফের সাথে নিজের গাড়ির দিকে, ক্রমশ সরে যাচ্ছে রেঞ্জের বাইরে।

যাক, ক্ষতি নেই। সে এরকম হোস্ট আরো পাবে। শেরিফ এবং স্টানটন মিসেস গ্রসের সাথে অনেক কথাই বলেছেন। ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর জানতে পেরেছে মিসেস গ্রস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খামার বাড়ি বিক্রি করে তার ছেলে বা মেয়ের কাছে চলে যাবে। তার মেয়ে মার্থা শেষ চিঠিটি মাকে লিখেছিল সিনসিনাটি থেকে, ছেলে ম্যাক্স থাকত মিলওয়াকিতে। শেরিফ মহিলাকে কথা দিয়েছেন তার ছেলে-মেয়েদের ঠিকানা খুঁজে বের করবেন। কাজটা তাঁর পক্ষে সহজ। কারণ ওই দুটি রাজ্যের পুলিশ শেরিফের বন্ধু মানুষ।

মিসেস গ্রস খামার বাড়ি বিক্রি করতে চেয়েছে তার প্রতিবেশী লুরসাটদের কাছে। তা করুক। তাতে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের কোন অসুবিধে নেই। একবার ভেবেছিল মিসেস গ্রসকে তার হোস্ট বানাবে। কিন্তু পরক্ষণে নাকচ করে দিয়েছে চিন্তাটা। কারণ মিসেস গ্রসকে হোস্ট করা মানে তাকে হত্যা করা। মিসেস গ্রসের মৃত্যুও অ্যাক্সিডেন্টের ধরনে ঘটানো যায়। কিন্তু তাতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই হবে বেশি। কারণ খামার বাড়িতে পরপর দুটি মৃত্যু লোকজনের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলবে।

তাড়াহুড়োর কিছু নেই। সে সবসময় অপেক্ষাকৃত ভাল হোস্ট খুঁজছে। শেরিফ এলসা গ্রসের চেয়ে হোস্ট হিসেবে অনেক ভাল। কিন্তু সে এখানে থাকে না, থাকে উইলকক্সে, অনেক দূরে, তার রেঞ্জের বাইরে। আপাততঃ এ শহরে তার রেঞ্জের মধ্যে আছে রেডিও টেলিভিশন রিপেয়ারম্যানটা। তবে ওর কাছে যেতে হবে অন্য হোস্টের ওপর নির্ভর করে, এমন একজন হোস্ট যে গুপ্তচরের কাজ করতে পারে চমৎকার। আর এ কাজে বিড়ালের তুলনা নেই।

কাজেই সে খামার বাড়ির ঘুমন্ত এক বিড়ালকে তার টার্গেট করল আবার।

এগার

দুপুরের ঠিক আগে আগে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো বার্টলসভিল শহরে। রেডিও এবং টেলিভিশন রিপেয়ারম্যান উইলি চ্যাডলার তার দোকানের জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল। ভাগ্য ভাল খাবার নিয়ে এসেছে। লাঞ্চ করতে আর বৃষ্টিতে ভিজে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে হবে না।

উইলি চ্যাডলারের ব্যবসার অবস্থা ভাল না। আকণ্ঠ ডুবে আছে দেনার বোঝায়। তিন বছর আগে ভুল একটা সিদ্ধান্তের খেসারত দিতে হচ্ছে এখন তাকে। ভেবেছিল বার্টলসভিলে রেডিও টিভি সারানোর দোকান দিলে খদ্দেরের অভাব হবে না কোন। এ শহরের সবার বাড়িতেই রেডিও আছে, কিছু লোকের টিভি রেডিও দুটোই আছে। তবে সমস্যা হলো এ শহরের লোকের রেডিও নষ্ট হয় না বললেই চলে, আর যাদের টিভি আছে তারা সেটের সামনে বসে খুব কমই।

উইলি চ্যাডলারের বয়স বত্রিশ, লম্বা, রোগাটে গড়নের এই যুবক সব সময় চোখে চশমা পরে থাকে। সবসময় হাসি মুখ করে থাকার জন্যে শহরের লোক তাকে পছন্দ করে। কালে-ভদ্রে রেডিও বা টিভি নষ্ট হলে উইলিকে দিয়েই সেটা মেরামত করায়। তবে ঘটনাগুলো যেহেতু সচরাচর ঘটে না তাই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অসুস্থ মা এবং নিজের পেট চালাতে হিমশিম খেতে হয় উইলিকে। হোলসেলারের কাছ থেকে টিউব আর নানা পার্টস বাকিতে নিতে নিতে এখন আর কেউ তাকে বাকি দিতে চায় না। অন্য কোথাও গিয়ে সে চাকরি করবে, সে রকম কাজও তো নেই। তাছাড়া অসুস্থ মা উইলি'র সাহায্য ছাড়া এক পা-ও চলতে পারে না। তাকে রেখে দূর দেশ যেতেও মন চায় না উইলির। সব মিলে খুব সমস্যায় আছে বেচারা।

জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল আর নিজের পোড়া কপাল নিয়ে ভাবছিল উইলি, ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল। বেঞ্চির ওপর বসে টেনে নিল র‍্যাপারে

মোড়া গরম কফির থার্মোফ্লাস্ক আর এক জোড়া স্যান্ডউইচ। একটা পিনাট বাটার, অন্যটা জেলি মাখানো। পয়সা খরচের ভয়ে সে মাংসের পুর দেয়া স্যান্ডউইচ খায় না বহুদিন হলো। তিন মাস আগে, ওয়াল্টার শ্রোয়েডারের টিভি ঠিক দেয়ার পর লোকটা লোকটা ওকে স্মোকড হ্যাম খাইয়েছিল। সে স্বাদ জিভে লেগে আছে এখনো।

পিনাট বাটার শেষ করে জেলি স্যাণ্ডউইচে কামড় বসাল উইলি, একই সাথে কাপে ঢেলে নিল গরম কফি। ঠিক তখন জানালায় কিছু একটা আঁচড় কাটার শব্দ শুনে ওদিকে তাকাল সে। একটা বেড়াল। সাইড জানালার পাশে বসে একটা থাবা দিয়ে খচর-মচর আঁচড় কাটছে কাঁচে। বেড়ালটা আকারে বিশাল। কুচকুচে কালো। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে, যেন সাঁতার কেটে এসেছে। জানালার কাছে গেল উইলি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বেড়ালটার দিকে। এ বেড়ালটাকে আগে কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না। 'কিরে কি চাস ?' জিজ্ঞেস করল উইলি। বেড়াল তার পছন্দের প্রাণী।

বেড়ালটাকে মনে হলো অভুক্ত। বৃষ্টিতে ভিজে লোম সেঁটে গেছে গায়ে। উইলির প্রশ্নের জবাবে মুখ হাঁ করল ওটা, সম্ভবত ম্যাও বলল, বন্ধ জানালা দিয়ে শোনা গেল না আওয়াজ। আবার থাবা আঁচড়াল সে জানালায়।

'ভেতরে আসবি ?' বলে জানালা খুলে দিল উইলি। এক লাফে ভেতরে চলে এল কালো বেড়াল। দরজা বন্ধ করে উইলি আবার তাকাল বেড়ালটার দিকে। খিদে পেয়েছে ? আপন মনে প্রশ্ন করল সে। 'নে এটা খা।' আধ খাওয়া, জেলি মাখানো স্যাণ্ডউইচটা ছুঁড়ে দিল সে বেড়ালকে। এক কামড়ে স্যান্ডউইচ গিলে ফেলল বেড়াল।

'তেস্টাও পেয়েছে বুঝি ?' বলে সিঙ্ক থেকে এক বাটি পানি এনে দিল ওকে উইলি। বেড়ালটা চুকচুক করে পানি খেল। সিঙ্কে দুটো তোয়ালে ঝুলছে। একটাতে কালিকুলি মাখা। ওটা দিয়ে বেড়ালটার গা মুছতে লাগল। আরামে চোখ বুজে এল বেড়ালের। কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছে উইলি, এমন সময় বেজে উঠল ফোন। জবাব দিল উইলি, 'উইলি চ্যাণ্ডলার বলছি, রেডিও এণ্ড টিভি রিপেয়ারম্যান।'

'ক্যাপ হেডেন বলছি, উইলি,' ক্যাপ হেডেন জেনারেল স্টোর চালায় পাশাপাশি পোস্ট মাস্টারের দায়িত্বও পালন করছে। 'শিকাগো থেকে একটা প্যাকেজ এলে ফোন করতে বলেছিলে। এসেছে ওটা।'

'দারুণ, ক্যাপ। আসছি আমি এক্ষুণি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। কিছু টাকাও নিয়ে এসো। ওটা ছাড়াতে আমার সাত ডলার লেগেছে।'

'এইরে, সেরেছে। শোনো ভাই, ডলফ মার্শের টিভি'র জন্যে একটা টিউবের দরকার ছিল। সেটাই তোমার ঠিকানায় এসেছে। টিভি'র কাজ প্রায় শেষ করে এনেছি। শুধু টিউবটা

লাগানো বাকি। ডলফ আমাকে নগদ পেমেন্ট করবে বলেছে। সমস্যা হলো আমার কাছে এ মুহূর্তে তিন ডলারের বেশি নেই। তুমি যদি বাকি টাকাটা ধার হিসেবে রাখো তা হলে বড় উপকার হয়, ভাই। কথা দিচ্ছি, ডলফ পেমেন্ট করা মাত্র তোমার টাকা দিয়ে দেব।'

'কথাটা মনে থাকে যেন। নগদ চাই আমি।'

'মনে থাকবে। ধন্যবাদ, ক্যাপ। আসছি আমি।'

দেয়ালের হুক থেকে কোট আর হ্যাটটা নিতে নিতে উইলি বেড়ালকে বলল, 'শোন্, আমি একটু বেরুচ্ছি। চলে আসব এক্ষুণি। তুই ততক্ষণ থাকতে পারিস। বৃষ্টি কমলে চলে যাস। বলতে লজ্জা নেই তোকে রাখার মত সামর্থ আমার নেই। যখন রাখার সামর্থ হবে তোর মত বেড়াল আমি পুষব। এখন গেলাম রে'।

উইলির বকবকানিতে কোন ভাবান্তর ঘটল না বেড়ালের চেহারায়। উইলি দরজা বন্ধ করে চলে যাবার পর সে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। ঘরে খানদুয়েক টেলিভিশন, চেসিস, নানা বাজে পার্টস ছাড়া কিছু নেই। রদ্দি মাল দেখে যেন হতাশই হল বেড়াল। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই মাল নিয়ে চলে এল উইলি। এসে দেখে বেড়ালটা একটা খোলাপাতার দিকে মনোযোগ নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওটা ইলেক্ট্রনিক সার্কিট বিষয়ক বইয়ের ছেঁড়া পাতা।

'কিরে, ইলেক্ট্রনিক্সের ওপর খুব আগ্রহ দেখছি তোর।' বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে হাসল উইলি, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডলফ মার্শের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে।

কাজ করতে করতে বেড়ালটার সাথে আপন মনে কথা বলতে লাগল উইলি। সবই তার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে গল্প।

বেড়ালটা ভাল শ্রোতা। মনোযোগ দিয়ে উইলির দুঃখের পাঁচালি শুনে গেল। এদিকে উইলির কাজ শেষ। সে সেট রেখে উঠে দাঁড়াল।

বৃষ্টি থেমে গেছে। বেড়ালটা একবার 'মিউ' করে ডেকে ছুট দিল দরজার দিকে। বেড়ালটাকে ভালই লেগেছে উইলির। ওটাকে বিদায় দিতে খারাপ লাগছে এখন। সে দরজা খুলতে খুলতে বলল, 'যখন মন চায় চলে আসবি। দরজা বন্ধ থাকলেও জানালা খোলা থাকবে। খিদে পেলেই চলে আসবি। একসাথে লাঞ্চ করব, কেমন ?'

বেড়াল কিছু না বলে বেরিয়ে গেল, এক ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তার ওপারে।

হয়তো কারো পোষা বেড়াল, ভাবল উইলি। বাড়িতেই গেছে। তবে ক্ষমতায় কুলোলে সে-ও একদিন অমন একটা নাদুস-নুদুস বেড়াল পুষবে।

কিন্তু উইলি কোনদিনই জানবে না অল্পের জন্য অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে সে। বেড়ালরূপী যমের তাকে হোস্ট হিসেবে পছন্দ হয়নি বলে ওটা তাকে ছেড়ে চলে গেছে।

বার

বার্টলসভিলে পরপর দুটো আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে রীতিমত রহস্যের গন্ধ পেয়েছেন ডঃ স্টানটন। সারাটা সকাল তাঁর গেছে এ ঘটনা দুটোর ওপর নোট তৈরি করতে। কিন্তু তিনি চান গল্পের আকারে স্টেটমেন্ট লিখতে। তিনি ডিকটেশন দেবেন, অন্য কেউ লিখে দেবে। সমস্যা হলো এ শহরে তাঁর পরিচিত এমন কোন টাইপিস্ট নেই যে নির্ভুল ইংরেজিতে তাঁর ডিকটেশন লিখে নিতে পারে।

হঠাৎ এড হোলিসের কথা মনে পড়ে গেল প্রফেসরের। বার্টলসভিলের একমাত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা। 'ক্ল্যারিয়ন'-এর সম্পাদক। স্টানটনের পুরানো বন্ধু। সাথে সাথে এড হোলিসের অফিসে চলে গেলেন স্টানটন। শর্টহ্যাণ্ড জানা একজন দক্ষ টাইপিস্টের কথা তাঁকে বলতে এড মিস আমাণ্ডা ট্যালির কথা বললেন। জানালেন মিস আমাণ্ডা এখানকার হাই-স্কুলে ইংরেজি পড়ায়, টাইপ তার পার্ট টাইম জব। সে শর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপিং-এ খুবই দক্ষ। আর ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী বলে তার ভাষাও চমৎকার।

'ঠিক এরকম একজনকে দরকার আমার।' বললেন প্রফেসর। 'কোথায় পাব তাকে?'

এড বললেন, ' আচ্ছা, দেখছি।'

টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে একটা নাম্বার বের করলেন তিনি। তারপর ওই নাম্বারে ফোন করলেন। 'মিস ট্যালি ? আমি এড হোলিস। শুনুন, আমার এক বন্ধুর কয়েকদিনের জন্যে আপনাকে দরকার। টাইপ আর শর্টহ্যাণ্ডের কাজ। পারবেন ? .... বেশ। এক সেকেণ্ড ধরুন।'

মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে এড ফিরলেন বন্ধুর দিকে। 'মিস ট্যালি বলছেন, যখন খুশি তুমি তাঁকে পেতে পার। ইচ্ছে করলে আজই কথা বলতে পার। একটার দিকে যেতে পারবে ? ঠিকানা আমি বলে দেব।'

'তাহলে তো ভালই।'

এড হোলিস আবার ফোনে কথা বলতে লাগলেন, 'ঠিক আছে, মিস ট্যালি'। আমার বন্ধু একটার দিকে আপনার সাথে দেখা করবে।..... ওকে, বাই।'

ফোন নামিয়ে রাখলেন এড। প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'ভদ্রমহিলা তাঁর রেট তোমাকে মনে করিয়ে দিতে বলেছেন। দিনে দশ ডলার। অথবা ঘণ্টা প্রতি দেড় ডলার।'

'অসুবিধে নেই। এখন ঠিকানাটা বলো। আমি একটার মধ্যে পৌঁছে যাব তোমার মিস ট্যালির কাছে।'

কাটায় কাটায় একটায় মিস আমাণ্ডা ট্যালির বাসায় এলেন স্টানটন। আমাণ্ডা অপেক্ষা করছিল তার জন্যে। দরজা খুলেই বলল, 'ডঃ স্টনটন ?'

মাথা ঝাঁকালেন স্টানটন।

'ভেতরে আসুন, প্লীজ,' আহ্বান জানাল আমাণ্ডা। মিস আমাণ্ডা ট্যালির বয়স ত্রিশের কোঠায়। স্টানটনের চেয়ে অনেক লম্বা সে, হালকা-পাতলা গড়ন, চোখে স্টিল-রিমের চশমা, পরণে পরিচ্ছন্ন ধূসর রঙের পোশাক। চুলের রঙ বাদামী, এক বেনীতে বাঁধা। ঘাড়ের পেছনে ঝুলছে।

এখন মাথায় একটা হ্যাট আর হাতে একটা ছাতা ধরিয়ে দিলেই স্টুয়াটট পামারের মহিলা গোয়েন্দা চরিত্র হয়ে উঠত মিস ট্যালি।

'বসুন, ডক্টর,' বলল আমাণ্ডা, আমার নোটবুক নিয়ে আসি–'

'ইয়ে মিস ট্যালি। এখানে ডিকটেট করতে পারলে ভালই হত। তবে মনে হয় আমার বাসায় বসে কাজটা আরো ভালভাবে করতে পারব। এখান থেকে আট মাইল দূরে আমার বাসা, শহরের শেষ মাথায়, বাসকোম্ব রোডে। আপনি ওখানে বসে ডিকটেশন নিয়ে এখানে এসে টাইপ করবেন। সমস্যা হবে কোন ? আমি অবশ্য একা থাকি– শেষ দিকে আমতা আমতা করতে লাগলেন তিনি।

মুচকি হাসল মিস ট্যালি। 'এ পৃথিবীতে আমরা সবাই একা, ডক্টর, ওতে কোন সমস্যা হবে না। চলুন, যাওয়া যাক।'

আমাণ্ডা তার নোটবই আর পেন্সিল নিয়ে ডক্টর স্টানটনের সাথে তাঁর স্টেশন ওয়াগনে উঠে বসল।

হোস্ট হিসেবে বেড়ালের তুলনা নেই, ভাবছে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। ওরা নিঃশব্দে চলে, দ্রুত গতিসম্পন্ন, শ্রবণশক্তিও প্রখর, যেকোন সময় যে কোন জায়গায় যাবার সামর্থ্য রাখে। তাই মার্জার শ্রেণীটাকে খুব পছন্দ হয়েছে তার।

উইলি চ্যাণ্ডলারের দোকানে কালো বেড়ালটাকে সেই পাঠিয়েছিল চর হিসেবে। শেরিফ আর সেই ছোটখাট লোকটা, স্টানটন– ওরা বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে তার মনে। একটা চড়ুইকে পাঠিয়েছিল সে স্টানটনের গাড়ির পিছু পিছু। কিন্তু চড়ুইটা গাড়িটাকে এক পর্যায়ে হারিয়ে ফেলে। তারপর সে একটা কালো বেড়ালকে হোস্ট করে। বেড়ালটাকে দিয়ে সারা শহর চক্কর দিয়েছে সে। কিন্তু অত্যধিক পরিশ্রম সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে বেড়ালটা। তারপর সে একটা ধূসর রঙের খুদে বেড়ালকে হোস্ট বানিয়েছে। বেড়াল পেতে তার কষ্ট নেই। কারণ এদিকে খামার বাড়ির ছড়াছড়ি। আর ওসব খামার বাড়ি থেকে একটা দুটো বেড়াল নিয়ে আসা কোন ব্যাপার নয়।

ধূসর বেড়ালটাকে সে কাজে লাগিয়েছে শহরের বাইরের খামার বাড়িগুলোতে অনুসন্ধানের জন্যে। তার ধারণা, স্টানটন নামের সেই লোকটি কোনো খামার বাড়িতে থাকে। অনেক খোঁজাখুজির পর ধূসর বেড়াল যখন হাল ছেড়ে দিয়ে দুটো ফার্ম হাউজের

মাঝখানের একটা মাঠ দিয়ে আসছে সকাল এগারটার পরে, হঠাৎ পূবদিক থেকে একটা গাড়ি আসার শব্দ শুনে সে তাকিয়ে দেখে, একটা পুরানো স্টেশন ওয়াগন শহরের দিকে যাচ্ছে। আর ড্রাইভিং সিটে বসে আছে স্টানটন স্বয়ং।

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর ততক্ষণে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে স্টানটন নামের লোকটি শহরের শেষ মাথার খামার বাড়িতে বাস করে। ব্যাপারটা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হবার জন্যে ধূসর বেড়ালকে সে পাঠিয়েছে বাড়িটার হাল-হকিকত জানতে।

বেড়াল বেশ কয়েকবার চক্কর দিল গোটা বাড়ি। জেনারেটর চলছে দেখে বোঝা গেল স্টানটন আবার ফিরে আসবে এ বাড়িতে। সম্ভবত একাই থাকে সে এখানে নাকি কাউকে রেখে গেছে সে তার অবর্তমানে।

বাড়িতে ঢোকার রাস্তা খুঁজল বেড়াল। নেই। নিচতলায় জানালা অনেক, তবে দু'এক ইঞ্চি মাত্র ফাঁক করা। ঢোকা যাবে না। শুধু ওপরের তলার একটা জানালা খোলা।

বেড়াল বাড়িটার গন্ধ শুঁকল, কান পাতল। কোন সাড়াশব্দ নেই। তার মানে এখানে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি থাকে না।

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর এবার বেড়ালটাকে বিশ্রাম দিল। উঠোনের এক প্রান্তে, ঝোপে ঘুমিয়ে পড়ল বেড়াল। কোন শব্দ পেলেই জেগে উঠবে সাথে সাথে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। ঘণ্টাখানেক পর গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। স্টানটন এসেছে তার স্টেশন ওয়াগন নিয়ে। তবে একা নয়, সাথে এক মহিলাও আছে।

মহিলাকে চিনতে পারল ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। টমি হফম্যানের স্মৃতিতে এ মহিলার কথা ছিল। এর নাম আমাডা ট্যালি, টমির হাইস্কুলের ইংরেজির টিচার। মহিলা স্টানটনের বান্ধবী নাকি ? হাতে আবার শর্টহ্যাড নোটবুকও দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ে গেল মিস ট্যালি অবসরে টাইপিং বা বুক কিপিং-এর কাজ করে বাড়তি দু'পয়সা কামায়। তার মানে ওকে এখানে নিয়ে আসার কোন উদ্দেশ্য আছে স্টানটনের। বেশ তো, স্টানটন যদি মহিলাকে চিঠি লেখার ডিকটেশন দেয় তাহলে চিঠির বিষয় শুনে স্টানটন সম্পর্কে সে আরো বিস্তারিত জানতে পারবে।

ওরা ঘরে ঢোকামাত্রা বেড়ালটা বাড়ির চারপাশ চক্কর দিতে শুরু করল। প্রতিটি জানালায় গিয়ে কান পাতল ওদের কথা শোনার আশায়। কিন্তু শোনা যাচ্ছে না।

ভেতরে ঢোকারও উপায় নেই। জানালা বন্ধ। দোতলার জানালা খোলা থাকলেও অত উঁচুতে লাফ দিয়ে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দৌড়ে পেছনের দরজায় গেল। ওটা রান্না ঘরের দরজা। কান পাতল। কিন্তু দরজার পাল্লা এত ভারী যে ভেতরে লোকজনের কথা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আরেকবার বাড়িটা চক্কর দিল বেড়ালটা। রীতিমত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে সে স্টানটন মিস ট্যালিতে কি ডিকটেশন দেয় জানার জন্যে। হঠাৎ গাছটা চোখে পড়ল

তার। আগে দেখেনি। এলম বৃক্ষ। গাছটার মগডাল গিয়ে ঠেকেছে দোতলার খোলা জানালার কাছে। বেড়াল চট করে উঠে পড়ল গাছে। ডাল বেয়ে সাবধানে এগোল জানালার দিকে। তারপর লাফ দিল।

এটা বেডরুম। তবে স্টানটন ব্যবহার করেন বলে মনে হলো না। সে জানালার দিকে তাকাল। জানালার কাছে নুয়ে পড়া ডালটা চারফুট ওপরে উঠে গেছে সে লাফ দিয়ে নামবার সময় ঝাঁকি খেয়ে। এখন আর ও রাস্তা দিয়ে বেরুনোর উপায় নেই। বেরুতে হলে নিচে যেতে হবে। স্টানটন নিশ্চয়ই নিচতলার জানালা চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ রাখে না।

বেড়াল একছুটে হলঘর পেরিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। তারপর নিঃশব্দ পায়ে হলওয়ে ধরে এগোল। এটা সদর দরজা হয়ে মিশেছে রান্নাঘরে। প্যাসেজে মোড় ঘোরার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে চুরি করে শোনার উপযুক্ত জায়গা এটা।

ফ্রিজের দরজা খোলার শব্দ পেল সে, তারপর পরিষ্কার শুনতে পেল ওদের গলা।

তের

'তাহলে বিয়ার চলবে না বলছেন, মিস ট্যালি ?' জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর। 'ডিক্টেটিং একটা নিরস কাজ। আর ডিকটেশন নেয়া তো আরো নিরস।'

মৃদু হাসল মিস ট্যালি। 'আপনি যখন এত করে বলছেন, দিন তাহলে। তবে বিয়ার খাওয়ার কথা কাউকে বলতে পারলেন না কিন্তু। এত ছোট শহরে শিক্ষকরা বিয়ার খায় না বা ধূমপান করে না।'

'কথা দিলাম কাউকে বলব না;' ফ্রিজ থেকে আরেকটা বিয়ারের ক্যান বের করতে করতে বললেন স্টানটন। 'ধূমপান করতেও বলতাম। কিন্তু পাইপ ছাড়া কিছু নেই যে।'

ইয়ে– ডিকটেটিং করার সময় ধুমপান করলে আপনার অসুবিধে হবে ?

'মোটেই অসুবিধে হবে না, বরং পাইপের সুঘ্রাণ আমার ভালই লাগে।'

দু'গ্লাস বিয়ার নিয়ে মিস ট্যালির সামনে বসলেন ডক্টর, একটা গ্লাস ঠেলে দিলেন মহিলার দিকে।

'কাগজ-কলম আপাততঃ রেখে দিন, মিস ট্যালি। এক্ষুণি ডিকটেটিং শুরু করতে ইচ্ছে করছে না। ডিকটেটিং-এর চেয়ে আমার কথা শুনতেই বোধহয় আপনার ভাল লাগবে। মাঝে মাঝে ভাবি আমার ছাত্ররাও বোধহয় আমার ডিকটেশনের চেয়ে দ্রুত লিখতে পারে।'

'আপনার ছাত্ররা ? আপনি শিক্ষকতাও করেন নাকি, ডক্টর ?'

'জ্বী, মিস ট্যালি, এম আই টি-তে ফিজিক্স পড়াই। ইলেক্ট্রনিক্সে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়েছি। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সেও তাই।'

মিস ট্যালি কাগজ-কলম নামিয়ে রাখল টেবিলে, অবাক দৃষ্টিতে তাকাল ডক্টরের দিকে। 'স্টানটন ডঃ র‍্যালফ এস. স্টানটন ? বড় বড় স্যাটেলাইট প্রজেক্ট নিয়ে আপনি কাজ করেছেন, তাই না ?'

হাসলেন ডক্টর। 'তেমন কিছু না। তবে আপনি আমার নামটা জানেন জেনে গর্ববোধ করছি। বিজ্ঞানের প্রতিও আগ্রহ আছে নাকি ?'

'অবশ্যই। বিশেষ করে গ্রহ-তারা ইত্যাদি বিষয়ে আমার আগ্রহ প্রবল। সায়েন্স ফিকশনের একনিষ্ঠ পাঠক বলতে পারেন আমাকে।'

'আমি আবার রহস্য সাহিত্যে বেশি মজা পাই। রিলাক্সের প্রয়োজন হলে সায়েন্স থেকে যত দূরে সরে যেতে পারি ততই ভাল লাগে।'

'তা বুঝতে পারছি,' বলল আমাণ্ডা ট্যালি। 'আপনি কি সায়েন্টিফিক কোন বিষয় নিয়ে আমাকে ডিকটেশন দিতে চান ?'

'না, ঠিক তা নয়। আসলে যে ব্যাপারে কথা বলতে চাইছি ওটার ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল। এখানে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে, মিস ট্যালি। আমি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু তদন্তও চালিয়েছি। ভুলে যাবার আগে ওগুলো স্টেটমেন্টের মত করে লিখতে চাইছি।'

তারপর টমি হফম্যান এবং সিগফ্রিড গ্রসের আত্মহত্যার বিষয়ে নিজের সন্দেহের কথা খুলে বললেন ডঃ স্টানটন। প্রসঙ্গত এল কুকুর, কাক, বেড়াল, পেঁচা ইত্যাদি সবার কথা। ডক্টরের ধারণা এরাও আত্মহত্যা করেছে।

'কিন্তু কেন, মিস ট্যালি', পাইপে আগুন ধরাতে ধরাতে বললেন ডক্টর। এই ছয়টি আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে কি কোন কানেকশন বা সম্পর্ক রয়েছে ? মিসেস গ্রসের ফ্রিজ থেকেই বা স্যুপ আর মাংসের ঝোল অদৃশ্য হয়ে গেল কেন ? এসব ছোটখাট ঘটনার মধ্যে কি আপনি রহস্যের গন্ধ পাচ্ছেন না ?'

স্টানটনের কথা শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গিয়েছিল ট্যালির, চেহারা বিবর্ণ। স্টানটন ধারণা করলেন ভয়ে নয়, উত্তেজনায়।

আমাণ্ডা শান্ত গলায় বলল, 'এবার আপনি ডিকটেশন শুরু করতে পারেন, ডক্টর।'

পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে ডিকটেশন শুরু করলেন স্টানটন। তবে ধারাবাহিকভাবে নয়; মাঝে মাঝে দুএক মিনিটের জন্য চুপ করে থাকলেন, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করলেন বাছাই করে, কারণ ডক্টর চাইছেন পরিষ্কার, বিশদ একটি গল্প।

মোটামুটি ঘণ্টা দেড়েক ডিকটেশন চলল। প্রথম তিনটে আত্মহত্যার ঘটনা এবং বাকের র‍্যাবিস বিষয়ক নেতিবাচক রিপোর্ট পর্যন্ত এসে থামলেন ডক্টর। বললেন, 'গ্রসের ব্যাপারে পরে কথা বলব। আপনিও নিশ্চয়ই লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। একটু রেস্ট নেয়া দরকার।'

'আমার রেস্টের প্রয়োজন নেই,' বলল মিস ট্যালি।

'নতুন আরেকটা অংশে ঢুকতে যাচ্ছি। টমির ব্যাপারটা সবই জানি আমি। তবে মিঃ গ্রসের ব্যাপারে কিছুই জানি না। কাজেই আপনি শুরু করতে পারেন, ডক্টর।'

'দশ মিনিট সময় দিন আমাকে, মিস ট্যালি, আরেক গ্লাস বিয়ার চলবে তো ?'

মিস ট্যালি ক্ষীণ আপত্তি জানালেও আমল দিলেন না ডক্টর। তার জন্যে বিয়ার নিয়ে এলেন।

গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে ট্যালি জানতে চাইল, 'ক কপি দরকার আপনার ?'

'তিন কপি,' বললেন ডক্টর। 'একটা আমার জন্য আর দুটো পাঠাব আমার বন্ধুদেরকে তাদের মতামত জানতে। এদের একজন খুব বড় ডাক্তার। তাকে জিজ্ঞেস করব র‍্যাবিসের মত আর কোন দুর্লভ রোগ আছে কিনা যে রোগ প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই পাগল হয়ে যায়। আরেকজন অংকবিদ। সে সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করে। তার কাছে জানতে চাইব যে সব ঘটনা ঘটছে এখানে তার মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক আছে নাকি স্রেফ কাকতালীয় বলে মনে করে সে এগুলোকে।'

'আমি যদি নিজের জন্যে একটা কপি তৈরি করি, আপনার কোন আপত্তি আছে, ডক্টর ?'

'কোন আপত্তি নেই, মিস ট্যালি।'

হাসলে আমাণ্ডা ট্যালি। 'বেশ। আমি অবশ্য নিজের জন্যে একটা কপি তৈরি করতাম। তবে আপনার অনুমতি পেয়ে ভাল হলো।'

স্টানটনও হাসলেন। খোলামেলা স্বভাবের মিস ট্যালিকে তাঁর ভাল লেগেছে। কোন জটিলতা নেই তাঁর ভেতরে। এ ধরনের সহজ সরল মানুষ পছন্দ করেন ডক্টর। ইতোমধ্যে ভাবতে শুরু করেছেন নিজের সেক্রেটারী হবার প্রস্তাব মিস ট্যালিকে দেবেন কিনা। তাঁর ডিপার্টমেন্টের বাজেট আগামী বছর বৃদ্ধি করা হবে। তিনি এই প্রথম একজন ফুলটাইম সেক্রেটারী এবং রেকর্ড ক্লার্ক পাবেন। মিস ট্যালি তার প্রস্তাবে রাজি হলে ভালই হবে। তিনি একজন দক্ষ সেক্রেটারী পাবেন আর মিস ট্যালি এখানকার চেয়ে অনেক বেশি বেতন পাবে এম আই টি-তে। তবে প্রস্তাবটা পরে দিলেও চলবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই।

বিয়ার শেষ করে আমাণ্ডা ট্যালি বলল, 'আজ যে পর্যন্ত ডিকটেশন দিলেন তা টাইপ করতে আমার দু'দিন লাগবে। আজ মঙ্গলবার। বিষ্যুদবার দুপুরের মধ্যে আপনার জিনিস পেয়ে যাবেন, অবশ্য সন্ধ্যা বেলাতেও যদি কাজটা করি।'

'আপনি সন্ধ্যাবেলাও কাজ করেন নাকি ?'

'সাধারণত করি না। তবে আপনারটা করব। কারণ এত মজার কাজ জীবনে পাইনি আমি। আর এ জন্যে কোন পেমেন্ট নেব না। আপনি যদি টাকা নেয়ার জন্যে জোরাজুরি করেন তা হলে বলব আজকের বিকেলটা খামোকাই নষ্ট হলো আপনার।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর। তিনি বুঝতে পেরেছেন মেয়েটার মনে যা, মুখেও তাই। কাজেই তার সাথে তর্ক করা বৃথা। তিনি বড়জোর একটা কাজই করতে পারবেন– বোস্টন ফেরার পর মিস ট্যালির জন্য একটা উপহার কিনে পাঠিয়ে দেবেন। ওটা নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করতে পারবে না আমাণ্ডা ট্যালি।

'বেশ, মিস ট্যালি। আপনার কথাই রইল। তা হলে আজ থেকে আপনাকে আমার পার্টনার হিসেবে কাজ করতে হবে। আমি কি আপনাকে এখন কিছু কথা বলতে পারি ?'

'অবশ্যই পারেন। বলুন না।'

'আপনাকে এখন থেকে চোখ, কান খোলা রেখে চলতে হবে। আপনি শহরে থাকেন। কাজটা সহজ হবে আপনার জন্য। আমি শহরে যাই হপ্তায় একদিন। ফলে কোন ঘটনা ঘটলে তা জানতে পারি দেরিতে। কাজেই এখন থেকে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা যদি ঘটে, যা আমার মানে আমাদের তদন্তের সাথে মিলে যায়, আপনি সেসব সম্পর্কে ভালভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে রাখবেন।'

'তাতে কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু আপনার সাথে আমার যোগাযোগ হবে কি করে ? আপনার বাসায় বোধহয় ফোন নেই, নাকি আছে ?'

'না, নেই। এ জন্যে এখন বরং আফসোস হচ্ছে। তবে প্রায়ই আমি এ শহরের পোস্ট অফিসে যাই চিঠিপত্র এসেছে কিনা দেখতে। আপনি পোস্ট মাস্টারের কাছে কোন মেসেজ রেখে গেলে আপনাকে ফোন করব। থাকগে, তাহলে কথা ওটাই রইল– বিষ্যুদবার আপনার সাথে দেখা হচ্ছে। চলুন, ওঠা যাক।'

হ্যাণ্ডব্যাগে নোটবই আর পেন্সিল ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল আমাণ্ডা ট্যালি। সদর দরজা দিয়ে বেরুল ওরা, উঠল স্টেশন ওয়াগনে। ডক্টর স্টার্ট দিলেন ইঞ্জিন, গিয়ার ছাড়লেন; ক্লাচ রিলিজ করতে যাচ্ছেন এমন সময় মিস ট্যালি বলল, 'এই রে, আপনার বেড়ালটার সাথে তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না। বলব ভাবছিলাম, ভুলে গেছি। অবশ্য অসুবিধা নেই।'

স্টানটন ক্লাচ পেডালে পা রেখে ঘুরে তাকালেন ট্যালির দিকে। 'বেড়াল ? আমি বেড়াল পুষি না, মিস ট্যালি। আপনি আমার বাড়িতে বেড়াল দেখেছেন ?'

'আ– হ্যাঁ। দেখলাম বলেই তো মনে হলো। ওই সময়–'

স্টানটন লিভার নিউট্রালে এনে ইগনিশন সুইচ অফ করলেন। 'বোধহয় রাস্তার কোন বেড়াল ঢুকে পড়েছে। একটু বসুন। আমি চেক করে আসছি। বেড়াল ঢুকলে ওটাকে বের করে দেয়াই ভাল। কার না কার বেড়াল।'

গাড়ি থেকে নেমে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন ডক্টর দরজা বন্ধ করে। দ্রুত নিচতলা ঘুরে দেখলেন। প্রায় সবগুলো জানালাই বন্ধ। দু'একটা দু'এক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। কিন্তু ওই ফাঁক দিয়ে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। ওপরে গেলেন তিনি।

বেড়ালের টিকিটিও চোখে পড়ল না। বেডরুমে ঢুকলেন। এ রুমের একটা জানালা খোলা। গাছের ডাল ঝুলে আছে জানালা থেকে কয়েক ফুট ওপরে। ওখান থেকে লাফ দিয়ে নামা যায় বেডরুম, কিন্তু বেরুনো সম্ভব নয়। কারণ নিচে নরম ঘাস নেই, আছে শক্ত পাথুরে মেঝে। ওখানে লাফ দিয়ে নামতে গেলে হয় বেড়াল মারা যাবে নয়তো মারাত্মক আহত হবে।

হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় এল তাঁর। এ বাড়িতে যদি সত্যি কোন বেড়াল ঢুকে থাকে, আর ওটার যদি মরার খায়েশ হয়, যেমন গ্রসের বেড়ালটা মারা গেল, বা অন্যান্য প্রাণীগুলো–

স্টানটন বেডরুমের জানালা বন্ধ করে নেমে এলেন নিচে, দরজা খুলে বেরুলেন। বেড়াল থাকলে থাকুক, উনি এসে আবার খুঁজবেন। তখন এ নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে।

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিলেন স্টানটন। বললেন, 'কোন বেড়াল চোখে পড়েনি আমার, মিস ট্যালি। আপনি সত্যি দেখেছিলেন তো ? কোথায়, কখন ?'

'তখন তো দেখেছিলাম মনে হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে দেখার ভুল হতে পারে। আপনি যখন ডিকটেশন দিয়ে এক মিনিটের জন্য থেমে কি যেন ভাবতে শুরু করলেন তখন বেড়ালটাকে দেখি আমি। হলওয়ের প্যাসেজের কোণায় দাঁড়িয়ে ছিল ওটা, রান্নাঘর লাগোয়া সিঁড়ির ধারে। আপনার মনোযোগ নষ্ট হবে ভেবে ওটাকে ডাকিনি আমি। আপনি আবার ডিকটেশন শুরু করলেন, আমি তাকিয়ে দেখি চলে গেছে ওটা।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল মিস ট্যালি। তারপর বলল, 'এখন মনে হচ্ছে ভুলই দেখেছি। অবশ্য ওই সময় ভুল কিছু দেখা অস্বাভাবিক ছিল না।'

'আমারও তাই ধারণা,' তরল গলায় বললেন ডক্টর।

'যাহোক, আমার বাড়িতে বেড়ালের খোঁজ পেলে আপনাকে জানাব আমি।'

কিছুক্ষণ কোন কথা হলো না দু'জনে। আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছেন স্টানটন, নিরবতা ভেঙে মিস ট্যালি বলল, 'ডক্টর, আপনার কি মনে হয় এমন কোন রোগ সত্যি আছে যা প্রাণী থেকে মানুষের দেহে ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা যোগায় ?'

'এমন কোন রোগের কথা শুনিনি কখনো। এটা খুব বিরল কোন রোগ হবে।'

'খুবই বিরল। এমন কোন রোগের অস্তিত্ব থাকলে নিশ্চয়ই শুনতে পেতাম।'

'ঠিকই বলেছেন। তবে, মিস ট্যালি, ওই রোগের কথা বাদ দিয়ে অন্য কোন সম্ভাবনার কথা মনে হয় না আপনার ? অদ্ভুত কোন কাকতালীয় ঘটনা– অন্য কোন ব্যাখ্যা ?'

'হ্যাঁ, ব্যাখ্যা আমি একটা দিতে পারি। আপনি গাডারডিন সোয়াইনের কথা শুনেছেন, ডক্টর ?'

চৌদ্দ

'গাডারডিন সোয়াইন ....' আনমনা গলায় বললেন ডক্টর। 'কথাটা কোথায় যেন শুনেছি। কিন্তু মনে করতে পারছি না।'

'বাইবেলে আছে,' বলল ট্যালি। 'বুক গভ লিউকে। একবার যীশুখৃষ্ট ভূতে পাওয়া এক লোককে দর্শন দিতে এলেন। কাছেই ছিল একদল রাজহাঁস। দাঁড়ান, বাইবেল থেকে উদ্ধৃতিটা তুলে ধরছি আমি 'তারপর শয়তান বা ভূতগুলো লোকটিকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং প্রবেশ করিল রাজহাঁসদের মধ্যে এবং রাজহাঁসের দল দ্রুত হ্রদের গভীরে নামিয়া পড়িল এবং দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।'

ডক্টর আঁতকে উঠলেন। 'মিস ট্যালি, আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে আপনি ভূতে ধরা বা জ্বীনে ধরা কোন কিছুতে বিশ্বাস করেন।'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি না। তবে কারো ওপর ভর করা–'

'কে বা কি ভর করবে ? আমি বাস্তববাদী মানুষ, মিস ট্যালি। আমি টেলিপ্যাথি বা টেলিকাইনিসিসের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতে চাই না। এমনকি সম্মোহন বা পোস্ট হিপনোটিক সাজেশনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও মেনে নিতে রাজি। কিন্তু প্যারাসাইকোলজি যদি ব্যাখ্যাও দিতে চায় যে কেউ কারো ওপর ভর করতে পারে এবং তাকে ভেতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে, আমি তা বিশ্বাস করব না কিছুতেই।'

কিন্তু এ কথা তো বিশ্বাস করেন, এ- ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী ছাড়াও ছড়িয়ে আছে কোটি কোটি গ্রহ। এ সব গ্রহে যে অন্য কোন প্রাণীর বাস নেই তা কি করে– কি করে জানব, ও সব গ্রহের কোন প্রাণীর অন্যের ওপর ভর করে তাকে দিয়ে যা খুশি করানোর ক্ষমতা রাখে? আপনি কি করে নিশ্চিত হন এসব ঘটনার পেছনে ভিন গ্রহবাসীর হাত নেই?

'হুম্‌ম' বললেন স্টানটন। 'আমি নিশ্চিত হয়ে কিছু বলছি না। আর জানিও না সত্যি এরকম কিছু এখানে আছে কিনা। কিন্তু শুধু একজন ভিনগ্রহবাসী কেন, ভিনগ্রহবাসীরা নয় কেন?

'কারণ আমার ধারণা একজনই এসব ঘটাচ্ছে। ভেবে দেখুন, মেঠো ইঁদুরটা মারা যাবার পর টমি হফম্যান মরে গেলে। তারপর মরল টমিকে খুঁজতে যাওয়া কুকুরটা, তারপর পেঁচাটা, তারপর বেড়ালটা। আপনি নিশ্চিয়ই বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাইছি। দুটো মৃত্যুর ঘটনা কখনোই একসাথে ঘটছেনা। যে এ ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে সে একজনকে মেরে তারপর আরেকজনকে তার হোস্ট বানাচ্ছে। অর্থাৎ হোস্টের মৃত্যু ঘটার পর সে মুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

শোল্ডার ব্লেডে কি যেন সুড়সুড় করে উঠল ডক্টরের। তারপর কণ্ঠে জোর এনে বললেন, 'এ সবই আসলে আপনার কল্পনা, আমারও মনে হয় রহস্য সাহিত্য ছেড়ে এখন থেকে সায়েন্স ফিকশন পড়তে হবে।'

'তাই পড়ুন। তবে যা ঘটছে, একটু খতিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন তা নিছক কল্পনা হয়তো নয়। আপনার বাড়িতে যে বেড়ালটাকে আমি দেখেছি, ওটা যদি সত্যি ওখানে থেকে থাকে, আমার ধারনা ওটা সেই ভিনগ্রহবাসীর হোস্ট। বেড়ালটাকে পাঠানো হয়েছে আমাদের ওপর নজর রাখার জন্য।'

হেসে উঠলেন স্টানটন। 'তাহলে ওটাকে হত্যা করার পর ভিনগ্রহবাসী নিশ্চয়ই আমার ওপর ভর করতে? যদি এমন কিছু ঘটে, আপনাকে আমি জানাব, মিস ট্যালি।'

ঠাট্টা করে কথাটা বললেও মিস ট্যালিকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়িতে ঢোকার সময় ব্যাপারটা আর ঠাট্টা মনে হলো না ডক্টর স্টানটনের কাছে। মিস ট্যালি যা বলেছে তার কোন যুক্তি নেই। কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় ?

দরজা সাবধানে বন্ধ করলেন ডক্টর। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। কিছুই চোখে পড়ল না তাঁর, কিছু শুনতেও পেলেন না।

পাইপ ধরিয়ে লিভিংরুমে চলে এলেন তিনি, বসলেন গদি মোড়া চেয়ারে। একটা পেপার ব্যাক টেনে নিলেন। কিন্তু বইটা খুলতে ইচ্ছে করল না।

বাড়িটা সার্চ করে দেখবেন নাকি একবার? কিন্তু বেড়াল খোঁজার কাজ বড় ক্লান্তিকর। আর এখানে বুদ্ধিমান কোন বেড়াল লুকিয়ে থাকবে বলেও মনে হয় না। কারণ এখানে লুকোনোর জায়গাও নেই। আর কোথায় খুঁজবেন তিনি? হয়তো এটা এখন কিচেনে বসে আছে। তাঁর আওয়াজ পেয়ে হল ঘরে ঢুকে পড়বে। আর বেড়াল নিঃশব্দে চলাফেরায় ওস্তাদ। তিনি টেরও পাবেন না কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে ওটা।

অবশ্য ওটা যদি সত্যি বেড়াল হয়ে থাকে। ওটা কি সত্যি বেড়াল? সাধারণ বেড়াল হলেতো লুকোচুরি খেলার কথা নয়। এতক্ষণ লুকিয়েও বা থাকবে কেন?

বেড়ালটাকে আবার খোঁজা শুরু করলেন ডক্টর কিন্তু বৃথাই খোঁজ চলল। ওটার টিকিটিও দেখা গেল না কোথাও। খুঁজতে খুঁজতে খিদে লেগে গেল স্টানটনের। তিনি দরজা ভাল করে বন্ধ করে খেতে গেলেন পাবে। ওখানে ডিনার সেরে, পোকার খেয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হয়ে গেল।

বাড়ি ফেরার পর আবার বেড়ালের চিন্তায় পেয়ে বসল তাঁকে। চাঁদের আলোয় ফক ফক করছে সারা বাড়ি। ইদুঁর দৌড়ে গেলেও চোখে পড়বে স্টানটনের। তিনি কিচেনে ঢুকে আলো জ্বাললেন। যাবার আগে ময়দা ছড়িয়ে গিয়েছিলেন মেঝেতে। যদি সত্যি বাড়িতে বেড়াল থাকে, ময়দা খাওয়ার লোভে ওটা আসতে পারে ওখানে।

ময়দার ওপর বেড়ালের পায়ের ছাপ। উচুঁ স্বরে ডাকলেন ডক্টর। 'ঠিক আছে, বেড়াল, তোমার চেহারাটা এবার দয়া করে দেখাও বাপু। কোন কিছু খেতে চাইলে বলো। আমি তোমাকে মারব না। তবে তোমার চেহারা না দেখা পর্যন্ত তোমাকে আমি এখান থেকে যেতেও দেব না।'

ফ্রিজ খুলে বিয়ারের ক্যান বের করলেন স্টানটন, বসলেন টেবিলে। এই প্রথম তাঁর ভয় ভয় লাগছে। ভয়টা কি নিয়ে বুঝতে পারছেন না, তবে জানেন কিচেনের আলো নিভিয়ে অন্ধকারে দোতলার বেডরুমে যাওয়া সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

বিয়ার শেষ করে কাপ বোর্ডের ড্রয়ার খুলে একটা ফ্লাশ লাইট বের করলেন স্টানটন, তারপর কিচেনের বাতি নিভিয়ে দিলেন।

ফ্লাশ লাইট জ্বেলে সিঁড়ি বাইতে শুরু করলেন ডক্টর। কাজটা হাস্যকর হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্লাশ লাইট নেভাতে সাহস হলো না তাঁর।

হলঘরে বা সিঁড়িতে কেউ নেই। বেডরুম তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কাউকে দেখতে পেলেন না। এমনকি খাটের নিচেও লুকিয়ে নেই বেড়ালটা। তাহলে কই গেল ? বাড়ির ভেতরেই কোথাও আছে নিশ্চয়। ঘুমের মধ্যে ওটা যাতে তাঁর রুমে ঢুকে পড়তে না পারে সে জন্যে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিলেন ডক্টর। বিছানায় শুয়ে মনে হলো ওপরে ওঠার সময় বন্দুক নিয়ে এলে বোধহয় ভাল হতো।

পনের

ডক্টর স্টানটন যখন বলছেন 'ঠিক আছে, বেড়াল'; কথাটা শুনে রীতিমত আতঙ্ক বোধ করছিল ভিনগ্রহের ভয়ংকর। ভয় পাবার কারণ স্টানটন কিছু একটা সন্দেহ করে বসেছেন যা তাঁর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। তবে স্টানটন তার যথার্থ হোস্ট মনে হয়েছে– একজন টপ ইলেকট্রনিক্স, পয়সাঅলা, সর্বত্র অবাধ বিচরণ, বিয়ে থা করেননি এবং দায়িত্ববান স্টানটনের সাথে মিস ট্যালির ডিকটেশন পর্ব কোন কিছুই তার কান এড়িয়ে যায় নি। স্টানটনকে তার হোস্ট হিসেবে খুবই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে। মনে হয়েছে এই লোকের ওপর ভর করলে অল্প কদিনের মধ্যে সে নিজের গ্রহে ফিরে যেতে পারবে।

তবে সে একটা ভুল করে বসেছে। তার উচিত ছিল সাধারণ বেড়ালের মত আচরণ করা। সে যদি ওদের সামনে ঘুরঘুর করত তা হলে ওরা বরং তাকে আদরই করত। হয়ত দুধ খেতে দিত। তারপর বাড়ির বাইরেও যেতে দিত। তাহলে অনেক আগেই সে মুক্ত হয়ে যেতে পারত। ফিরতে পারত গ্রসদের খামার বাড়িতে, নিজের নিরাপদ খোলের মধ্যে। তারপর সুযোগ বুঝে, কাউকে হোস্ট বানিয়ে স্টানটনের বাড়িতে আসত সে, ঘুমন্ত স্টানটনের ওপর নিয়ন্ত্রন আরোপ করা সহজ হত তখন।

তবে ভুল যখন হয়ে গেছে, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে। পালাবার রাস্তা নেই। স্টানটনটা যা চালাক! সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে রেখেছে। আর ময়দার ওপর তার পায়ের ছাপ দেখার পর স্টানটন তো এখন জানেই সে এখানে আছে।

প্রশ্ন হলো স্টানটন তার সম্পর্কে কতটুকু কি ধারনা করতে পেরেছে? কিছু একটা সন্দেহ সে করে বসেছে তাতো বোঝাই যাচ্ছে। স্টানটনের ময়দার ফাঁদে পা দেয়াটাও ভুল হয়েছে। তবে নিজের পায়ের ছাপ মোছার উপায় ছিল না তার ক্ষুদ্র শরীর নিয়ে।

তার আতংক হচ্ছে স্টানটনের সাম্প্রতিক আচার-আচরণ দেখে। বুদ্ধিমান স্টানটন কি দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে? বুঝে ফেলছে তার বাড়িতে যে বেড়ালটা আটকা পড়েছে আদৌ সেটা বেড়াল নয়? হয়তো বা। নইলে সে ওভাবে বেড়ালটাকে সম্বোধন করবে কেন? বোঝাই যাচ্ছে স্টানটন ঘটে অঢেল বুদ্ধি রাখে। কিন্তু কতটা বুদ্ধি রাখে জানতে হলে লোকটার ওপর তাকে ভর করতে হবে। আর সেটা করতে হলে এই বেড়ালের শরীর থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে। সে কি আবার আত্মহত্যার রাস্তা ধরবে? কিন্তু এই বেড়ালটাকে দিয়েও আত্মহত্যা করালে স্টানটনের কাছে সমস্ত রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। সে ঠিক বুঝে নেবে ভিনগ্রহের কোন প্রাণীই শুরু থেকে একের পর একজনকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছে।

এখন তার এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার আপাতত উপায় একটাই– কাল সকালে লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে নিজে নিজের চেহারা দেখানো এবং সাধারণ বেড়ালের মত আচরণ করা। কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এ ছাড়া বিকল্পও নেই। তবে বিপদ ওটা নয় যে মি. স্টানটন তাকে দেখা মাত্র গুলি করে মেরে ফেলবে। তা হলে তো সে বেঁচেই যায়। আর স্টানটন যদি তার হোস্টদের সম্পর্কে জেনে থাকে, খুনখারাবীর দিকে সে যাবে সব শেষে। কারণ সে বুঝতে পারবে হোস্টকে হত্যা করা মানে যে ওটার ওপর ভর করে আছে তাকে মুক্ত করে দেয়া। সমস্যা হলো, স্টানটন ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলে তাকে ধরে হয়তো খাঁচায় পুরে রাখবে। এরচে বাজে ব্যাপার আর কি হতে পারে? বেড়ালটার স্বাভাবিক মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে মুক্ত হতেও পারবে না। আর স্টানটন বিজ্ঞানী। তাকে নিয়ে হয়তো অনেক অসহ্য পরীক্ষা নিরীক্ষা সে চালাবে। তারচেও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো সে হয়তো পুষ্টির অভাবে বেড়ালের শরীরের মধ্যেই একসময় মরে যাবে। গ্রসদের বাড়িতে পুষ্টিকর যে সলিউশন সে খেয়েছে তাতে এক মাস টিকে থাকা যাবে, একবছর নয়। আর বন্দী অবস্থায় সে যদি যথার্থ পুষ্টি না পায় তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

সারারাত সে এসব নিয়ে ভাবল। একবার ভাবল জানালা ভেঙে লাফিয়ে পড়ে নিচে। কিন্তু সেটা সেই আত্মহত্যাই হবে, লাভ হবে না কিছু।

সে এখন এটুকুই আশা করতে পারে, স্টানটন যা সন্দেহ করেছে তা স্রেফ সন্দেহই মনে হবে তার কাছে এবং কাল সকালে স্টানটন তাকে বেরুতে দেবে। তাকে এখন প্রমাণ করতে হবে সাধারণ একটা বেড়াল ছাড়া অন্য কিছু নয় সে।

আগের রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে রাত একটা বেজে গিয়েছিল, সকালে ঘুম ভেঙে ডঃ স্টানটন দেখেন ঘড়ির কাঁটা দশটা ছাড়িয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যে বিশ্রী সব স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলেন বিছানায়। হঠাৎ বেড়ালটার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর।

বেড়াল বিষয়ক ভীতি এ মুহূর্তে তেমন কাজ করছে না তাঁর মধ্যে, দিনের আলোয় অনেকটাই দূর হয়ে গেছে ভয়। মনে হচ্ছে গত দশদিনের অদ্ভুত মৃত্যুগুলোর একটার সাথে আরেকটাকে সম্পর্কযুক্ত করে ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছেন তিনি।

..... হয়তোবা। তারপরও কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা থেকে যাচ্ছে। তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে থাকা বেড়ালটার গতিবিধি এত রহস্যময় কেন? ওটা কেন শুধু লুকিয়ে থাকছে? তবে কি ওই বিড়ালটা মানুষজনকে ভয় পায়? বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ওটা, রাস্তার ছেলেরা ঢিল মেরে মানুষ সম্বন্ধে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে ওটার মধ্যে?

সে যাহোক, স্টানটন সিদ্ধান্ত নিলেন আজ বেড়ালটাকে খুঁজে বের করবেনই।

তবে আজ আর ওটাকে খুঁজতে হলোনা। নিচে নামতেই স্টানটন দেখতে পেলেন সামনের দরজায় নিতান্ত নিরীহ চেহারা নিয়ে বসে আছে বেড়ালটা।

বেড়ালটাকে দেখে তাঁর মোটেই বিপজ্জনক মনে হলো না। ছোট, ধূসর রঙের বেড়াল। দেখে মনে হচ্ছেনা ক্ষুধার্ত বা স্টানটনকে দেখে ভয় পেয়েছে। বরং চাউনিতে যেন বন্ধুত্বের আভাস। মিউ করে ডেকে উঠল বেড়ালটা, দরজায় থাবা দিয়ে কবার আঁচড়াল। বেরুতে চায়। ওটার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন স্টানটন। 'এখন নয়, বেড়াল। পরে। আগে তোমার সাথে কিছু কথা বলা দরকার। এসো, নাস্তা খেয়ে নিই।'

রান্নাঘরে ঢুকলেন ডক্টর, পিছু পিছু বেড়ালও। তবে এত কাছে নয় যে স্টানটন ওটার গায়ে লাথি মারতে পারবেন। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মেঝের ওপর বসল ওটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ডক্টরের দিকে। যেন বলতে চাইছে 'আমাকে বেরুতে দাও, প্লীজ।'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন ডক্টর, কঠিন গলায় বললেন, না বেড়াল। এখন কোথাও যেতে দেয়া যাবে না তোমাকে। আগে আমাকে ভাবতে দাও।'

ফ্রিজ খুলে দুধ বের করলেন তিনি, একটা বাটিতে ঢেলে এগিয়ে দিলেন বেড়ালটার দিকে। বেড়ালটা ফিরেও তাকাল না ওদিকে। স্টানটন নিজের জন্যে নাস্তা তৈরি করছেন, সে আগের জায়গায় ঠায় বসে রইল। ডিমভাজা আর কফি নিয়ে টেবিলে বসলেন ডক্টর, নড়ে উঠল বেড়াল, ঝাঁপিয়ে পড়ল দুধের বাটিতে, চুকচুক করে খেতে লাগল।

'সুন্দর বিল্লি,' ডিম ভাজায় কামড় দিয়ে বললেন ডক্টর।

'আমি এখন একটু বেরুব। তুমি বাড়িতেই থেকো কেমন?'

বেড়াল কোন জবাব দিল না, শুধু একবার মুখ তুলে তাকাল স্টানটনের দিকে।

স্টানটন বেরুলেন বেড়ালটার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে। যদি এটা কারো হারানো বেড়াল হয়, তাঁকে তিনি ফেরত দিয়ে দেবেন। আর সেই লোক যদি তাঁকে বেড়ালটা বিক্রি করে দিতে চায়, সানন্দে কিনে নেবেন তিনি। কারণ বেড়ালটাকে ভারী পছন্দ হয়েছে তাঁর। সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছেন গোটা বাড়িতে নেট লাগালেন। এখানে মাছির বড় উৎপাত। বেড়ালটাকে জ্বালিয়ে মারবে।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে স্টানটন বেড়ালটাকে বললেন, 'সিরিয়াসলি বলছি এখানে কটা দিন থাকতে কেমন লাগবে তোমার? আর ভাল কথা, কি নাম তোমার?'

বেড়াল দুধ খাচ্ছিল, খেতেই লাগল।

'বুঝলাম। বলবে না। ঠিক আছে, তোমাকে আজ থেকে বিল্লি বলে ডাকব, কি রাজি ?'

দুধের বাটি প্রায় শেষ, বেড়াল দরজার ধারে নিয়ে বসে বলল, 'ম্যাও'।

'বুঝলাম রাজি', বললেন স্টানটন। তবে তোমার আচরণ দেখে বুঝতে পারছি তুমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ। ঠিক আছে, আমি দেখছি কার বাড়ির পোষা মিনি তুমি।

হারানো বেড়ালের খোঁজে শহরে এলেন ডঃ স্টানটন। ক্লারিয়ন পত্রিকার সম্পাদককে বললেন তাঁর বাড়ির ধূসর বেড়ালের কথা। জানতে চাইলেন কোথায় খোঁজ নিলে জানা যাবে কারো ধূসর রঙের বেড়াল হারানো গেছে কিনা। ক্রামারদের বাড়িতে খোঁজ নিতে বললেন এড হোলিস। ওদের বাড়িতে অনেক বেড়াল আছে। গ্রসদের প্রতিবেশী ওরা।

ক্রামারদের বাড়ি যাবার আগে মিস টেলিকে ফোন করে বললেন স্টানটন। মিস টেলি বলল বিষ্যুদবারের মধ্যে সে তার কাজ শেষ করতে পারবে। এরপর জানতে চাইল স্টানটন বেড়ালের খোঁজ পেয়েছেন কিনা। স্টানটন বেড়াল বিষয়ক সমস্ত ঘটনা তাকে খুলে বললেন। তারপর রওনা হয়ে গেলেন ক্রামারদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

মিসেস ক্রামারের সাথে দেখা হলো স্টানটনের। কথা শুনে বোঝা গেল স্টানটনকে চেনেন তিনি, এর আগেও দেখেছেন। 'স্টানটন কি ভেতরে আসবেন না?'

না, মিসেস ক্রামার, 'বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন ডক্টর। ছুটকো একটা কাজের জন্যে আপনাকে বিরক্ত করছি। শুনলাম আপনার একটা ধূসর বেড়াল আছে। আমার বাড়িতেও ধূসর রঙের একটা বেড়াল হঠাৎ ঢুকে পড়েছে। ভাবলাম–'

'জ্বী, আমার ধূসর রঙের একটা বেড়াল ছিল। দু'দিন ধরে ওটাকে পাচ্ছিনা।'

তাহলে ও বেড়ালটাই আপনার হবে। আমি ওটাকে পুষব ভাবছি। অবশ্য আপনি যদি বিক্রি করতে রাজি হন–'

হেসে উঠলেন মহিলা। 'বিক্রি করার প্রশ্নই ওঠে না। তবে আপনি পুষতে চাইলে রেখে দিতে পারেন। আমার বাড়িতে বেড়ালের অভাব নেই।'

'ধন্যবাদ। মিসেস ক্রামার। আপনার ধূসর বেড়ালটার নাম কি?'

'জেরী'।

'আমি ওর নাম দিয়েছি বিল্লি। কেমন হয়েছে বলুন তো।'

জবাবে হাসিতে ফেটে পড়লেন মিসেস ক্রামার।

বেড়ালটা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে ডক্টর স্টানটন আসছেন, সে তাড়াতাড়ি দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। স্টানটন দরজা খুলতেই বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, চট করে ওটাকে ধরে ফেললেন স্টানটন। 'উহু, তোমার কোথাও যাওয়া চলবে না, বিল্লি। আমার সাথে কয়েকদিন তোমাকে থাকতে হবে। তারপর সিদ্ধান্ত নেবে বিল্লি হয়ে আমার কাছে থাকবে নাকি জেরী হয়ে ফিরে যাবে ক্রামারদের কাছে।'

ষোল

মশা-মাছি প্রতিরোধের জন্যে বাড়িতে নেট টাঙানো দরকার। তাই ডক্টর স্টানটন পরদিন শহরে গেলেন ছুতোর মিস্ত্রি হ্যাঙ্ক পার্ডির সাথে কথা বলতে। পার্ডি বলল এখন সে খুব ব্যস্ত, আগামী হপ্তার আগে সময় দিতে পারবে না। 'ঠিক আছে' বলে ওখান থেকে সোজা মিস আমান্ডা ট্যালির বাসায় গেলেন স্টানটন।

আজ বিষ্যুদবার। ট্যালি অপেক্ষা করছিল ডক্টরের জন্যে। তাঁর গাড়ির আওয়াজ শুনেই দরজা খুলে দিল।

'আসুন, ডক্টর। সব রেডিই আছে। বসুন, আমি নোটবই আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ, মিস ট্যালি। তবে আমার বন্ধুদের যে চিঠি লেখার কথা বলেছিলাম আজ আর আপনাকে দিয়ে তা লেখাব না। চিঠি এবং স্টেটমেন্ট পাঠাবার আগে আরো দু'একটা দিন একটু ভেবে নিই। এর মধ্যে কোন ঘটনা ঘটলে ওর মধ্যে যোগ করতে পারব।'

'ঠিক আছে। আপনার যেমন ইচ্ছা', একটা বড়, বাদামী খাম এগিয়ে দিল আমান্ডা স্টানটনকে। 'পড়ে শোনাব এখন ?'

মাথা নাড়লেন স্টানটন। 'বাসায় বসে পড়ব। আপনার সময় থাকলে বরং দু'চারটে কথা বলি।'

আমান্ডা ট্যালির সময় আছে। ডক্টর বেড়ালটার কথা বললেন ওকে। 'ওটাকে নিয়ে যে ভয় কাজ করছিল মনে তা অনেকটাই কেটে গেছে', হাসলেন তিনি। 'আসলে আপনার ভূতে ধরা বা ওই ধরনের কথা শুনে আমার মনেও ভয় ধরে গিয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে বেড়ালটাকে ভয় পাবার কিছু নেই। নিতান্তই সাধারণ একটা বেড়াল ওটা, মিস ট্যালি।'

'আর বাকও সাধারণ একটা কুকুর ছিল, অন্ততঃ আপনার গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত। তবে আপনি যা-ই বলুন, ডক্টর, আমি কিন্তু পুরোপুরি দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছিনা। ব্যাপারটা যদিও হাস্যকর শোনাচ্ছে– কিন্তু আপনাকে নিয়ে আমি চিন্তায় আছি।'

'আমার কিছু হবে না, মিস ট্যালি। আসলে আমরা দু'জনেই ব্যাপারটাকে অতিরঞ্জিত করে ফেলেছি।'

'হয়তো ডক্টর .... আপনি চিঠি আর রিপোর্টগুলো আপনার বন্ধুদের পাঠাবেন তো ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্টানটন। 'আচ্ছা, পাঠাব। তবে ক'টা দিন সময় দিন।'

'আচ্ছা, সময় নিন। আমি এ হপ্তাটা বাড়িতেই আছি। কাজেই যে কোন সময় এলেই আমাকে পাবেন।'

সে রাতে, খাওয়া-দাওয়া শেষে, লিভিংরুমের সোফায় এসে বসেছেন স্টানটন, বেড়ালটা তাঁর পাশে বসল। তিনি ওর নরম, রেশমি লোমে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আরামে গরগর করল বেড়াল।

'তারপর, খবর কি তোমার বিল্লি ?' বললেন তিনি। 'ভাল লাগছে এখানে থাকতে? পছন্দ হচ্ছে আমাকে? বন্দী বন্দী লাগছে নাতো? ঠিক আছে তোমাকে আমি কাল-পরশুর মধ্যে একবার বাইরে যেতে দেব। এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি।'

উঠে দাঁড়ালেন স্টানটন, একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলেন বেড়ালটার। আবার শুরু করলেন, 'বিল্লি, তুমি লুকিয়েছিলে কেন? দোতলার জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেছ কেন ? জান না, বেড়ালরা অমন কাজ করে না, এখনকার মত স্বাভাবিক আচরণ কেন করনি তুমি আগে?'

হাত দুটো টানটান করল বেড়াল, তারপর আবার কুণ্ডলি পাকিয়ে বন্ধ করল চোখ।

'বিল্লি' কঠিন গলায় তাকালেন স্টানটন। চোখ খুলে গেল ওটার, তাকাল ডক্টরের দিকে।

'বিল্লি, আমি কথা বলার সময় ঘুমানো চলবে না, তুমি তো গ্রসদের প্রতিবেশীদের বাড়িতে থাকতে। জান, সিগফ্রিড গ্রস যেদিন আত্মহত্যা করেছে, সে রাতে তাদের একটা বেড়ালও একই কাজ করেছে? সোজা একটা হিংস্র কুকুরের মুখে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু কেন আত্মহত্যা করবে ?'

বেড়ালটা আবার চোখ বুজল, তবে স্টানটনের মনে হলো ঘুমায়নি ওটা।

'একই রাতে একটা পেঁচাও আত্মহত্যা করেছে। সে কথা জানো? তার আগে টমি হফম্যান মারা গেল, মারা গেল ওদের কুকুরটাও, আমারই গাড়ির নিচে চাপা পড়ে। কুকুরটা লুকিয়ে ছিল রাস্তার পাশে, আমার গাড়ি লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে। ইচ্ছে করে।'

'দুটো মানুষ। চারটে প্রাণী–এরা সবাই আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু কেন? নাকি ওদের আত্মহত্যায় বাধ্য করা হয়েছে কারো স্বার্থ হাসিল হবার পর? কেউ কি ওদের ব্যবহার করেছে?'

বাইরে হাজার হাজার ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, জানালা দিয়ে তাকালেন স্টানটন। নিকষ অন্ধকার। তার মনে পড়ছে লেমিংদের কথা। এরা দল বেঁধে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। ওরা কি সবাই পাগল? নাকি লেমিংরা এমন কিছু জানে যার কথা আমরা জানি না। তিনি আবার ঘুরলেন বেড়ালের দিকে।

'বিল্লি, ওই প্রাণীগুলো কেন আত্মহত্যা করেছে, বলো তো? তুমি যদি ওদের একজন হও তাহলে তুমি কেন কাজটা করছ না? নাকি এখানে বন্ধ অবস্থায় থেকে আত্মহত্যার সুযোগ পাচ্ছ না ? ঠিক আছে, ব্যাপারটা আমি এখুনি পরীক্ষা করে দেখছি।'

লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে নিচতলার স্টোররুমে ঢুকলেন ডক্টর, এখানে তিনি মাছ ধরার সরঞ্জামের সাথে কিছু আর্মসও রেখেছেন। গরমের সময় উইসকনসিনে শিকার তেমন কিছু মেলে না জেনেও স্টানটন একটা পিস্তল আর রাইফেল নিয়ে এসেছেন টার্গেট প্রাকটিশের জন্যে। সেই সাথে ব্রাড নিউ শর্টগানও রয়েছে। নতুন অস্ত্রটা যদি কোন কাজ লাগানো যায়, এই ভেবে আনা।

পিস্তলটা নিলেন তিনি, একটা '৩৮ ক্যালিবারের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন স্পেশালের সাথে একটা কার্ডবোর্ড রাইফেল টার্গেটও বের করলেন। তারপর বন্দুক নিয়ে চৌকোনা কার্ডবোর্ডটা লিভিংরুম এবং হলঘরের মাঝামাঝি মেঝের ওপর দাঁড় করিয়ে ফিরে গেলেন নিজের আসনে। বন্দুক কক করার শব্দে মাথা তুলল বেড়াল।

'শোনো, বিল্লি', বললেন তিনি, 'এসো, ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখ। তুমি যদি বাইরে যেতে চাও আত্মহত্যা করার জন্যে তাহলে কাজটা সহজ করে দিচ্ছি তোমার জন্যে। ওই দরজার কাছে যাও, টার্গেটের ওপর বসো, আমি তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলি।'

বেড়ালটা ঘুমঘুম চোখে একবার পিটপিট করে তাকাল স্টানটনের দিকে, তারপর মাথা নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল– নাকি ঘুমের ভান করল ?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর। তিনিও ধরে নিয়েছিলেন বেড়ালটা টার্গেটে গিয়ে বসবে না। তিনি পিস্তল আর টার্গেট আগের জায়গায় রেখে কিচেনে ঢুকলেন। ঘুমাবার আগে এক গ্লাস বিয়ার খাওয়া দরকার।

পরদিন শুক্রবার। শহরে গেলেন স্টানটন আড্ডা দিতে। বেরুবার আগে বেড়ালটার আচরণে কোন অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য না করে খুশিই হয়েছেন তিনি। ওকে নাস্তা দিয়েছেন তিনি। বেড়ালটা চেটেপুটে সব খেয়েছে। যেন এ বাড়ির পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে সে। নাকি এটা স্টানটনকে পটানোর জন্য করছে ? জানে, স্টানটন তাকে সোমবার বাইরে যেতে দেবেন। তবে ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেন নি স্টানটন। শহরে এসে তার সম্পাদক বন্ধুর সাথে আড্ডা দিলেন। তারপর লেকে গেলেন মাছ ধরতে। তিনটে মাছ ধরা পড়ল বড়শিতে। দুটো তিনি রান্না করে খেলেন, বাকিটা বেড়ালকে দিলেন। বেড়াল গোগ্রাসে গলাধকরণ করল ওটা। স্টানটন বললেন, 'যদি আমার সাথে থাকো তাহলে তিনদিন অন্তর মাছ খেতে দেব তোমাকে।'

বেড়াল কিছু বলল না। চোখ বুজে পরম আয়েশে কাঁটা চিবোচ্ছে।

সোমবার সকাল থেকে ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হলো। আজ বেড়ালটাকে বাইরে যেতে দেবার দিন। স্টানটন পরীক্ষা করে দেখতে চান বেড়ালটা তার আগের আস্তানায় ফিরে যায় নাকি তাঁর কাছেই ফিরে আসে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় দরজা খুলে দিলেন স্টানটন। বেড়ালটা লাফঝাপ দিল না, হালকা পায়ে বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

বাইনোকিউলার রেডিই ছিল, স্টানটন দ্রুত উঠে এলেন দোতলায়। বেড়ালটা কোন দিকে যায় দেখবেন। বেড়ালটা হেলেদুলে হাঁটছে রাস্তা দিয়ে, কোন তাড়া নেই। আস্তে হেঁটে ওটা পৌঁছল রাস্তার শেষ মাথায়, দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল স্টানটনের বাড়ির দিকে। চট করে জানালার পাশ দিয়ে সরে গেলেন স্টানটন। ওটা কি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে যাবে কি যাবে না ? নাকি দেখছে কেউ ওকে লক্ষ্য করছে কিনা।

রাস্তার শেষ মাথায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল বেড়াল। তারপর আবার হাঁটা শুরু করল। এবার আগের চেয়ে দ্রুত। তবে যে রাস্তাটা ক্রামারদের বাড়ির দিকে গেছে সেদিকে নয়, জঙ্গালের দিকে। খানিক পরে অদৃশ্য হয়ে গেল জঙ্গালের মধ্যে।

বাইনোকিউলার চোখ থেকে নামিয়ে চাঁদি চুলকালেন ডক্টর স্টানটন। ওটার আচরণ তো এ পর্যন্ত স্বাভাবিকই মনে হলো। তবে-

স্টানটন সিদ্ধান্ত নিলেন বেড়ালটার খোঁজে জঙ্গালে যাবেন। বৃষ্টি থেমেছে আরো আধা ঘণ্টা আগে। ভেজা মাটিতে বেড়ালের পায়ের ছাপ ফুটে থাকবে। তিনি দেখতে চান বেড়ালটা কোথায় গেল। এই ফাঁকে একটু বেরিয়ে আসাও হবে।

মাথায় হ্যাট চাপিয়ে, বগলে রেইনকোট নিয়ে (হঠাৎ যদি বৃষ্টি শুরু হয় আবার) বেরিয়ে পড়লেন স্টানটন। মাটিতে বেড়ালটার পায়ের ছাপ ফুটে আছে স্পষ্ট। তবে জঙ্গালের মধ্যে ছাপ খুঁজে পেতে কষ্ট হলো। কারণ এদিকের বেশির ভাগ রাস্তায় ঘাস জন্মেছে। তবে বাঁচোয়া এটাই যে, বেড়ালটা দিক বদল না করে সোজা রাস্তায় এগিয়েছে।

প্রায় দেড় মাইল হাঁটার পর ট্রেইল শেষ হয়ে গেল। সামনে হাত চারেক প্রশস্ত ছোট প্রস্রবন। বেড়াল কি লাফ মেরে এটার ওপর দিয়ে চলে গেছে ? তিনি লাফ দিয়ে অপর পাড়ে চলে এলেন। প্রস্রবনটার দুই তীরের মাটিই ভেজা। কিন্তু এ পাড়ে বেড়ালের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না। বোঝা যায় বেড়ালটা এ পাড়ে আসেনি। তাহলে কোথায় গেল ? তিনি ঢাল লক্ষ্য করে এগোতে লাগলেন। বিশ গজ যাবার পর যে দৃশ্যটা দেখলেন, ঘাড়ের পেছনের সমস্ত চুল দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে।

পানিতে ভাসছে ধূসর রঙের বেড়ালটা।

এবার আর মনে সন্দেহ রইল না ডক্টর স্টানটনের আগে যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা আসলে ঘটানো হয়েছে। আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে সবাইকে। বুঝে গেছেন ডক্টর বেড়ালের ওপর যে জিনিসটা এতদিন ভর করেছিল তাঁর বাড়িতে, এতদিন শুধু সুযোগ খুঁজছিল বেরিয়ে আসার। স্বাভাবিক আচরণ করেছে সে স্টানটনের সাথে যাতে ডক্টরের মনে কোন সন্দেহ জাগতে না পারে। সে এতদূর এসে আত্মহত্যা করেছে যাতে তার লাশ খুঁজে না পাওয়া যায়, যাতে ভেসে যায় স্রোতের সাথে। কিন্তু আত্মহত্যাই এটার শেষ উদ্দেশ্য নয়। গভীর কোন উদ্দেশ্য আছে এর। কি সেটা ?

ওটা যে-ই হোক বা যা-ই হোক তার ভিক্টিমদের যে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তা বোঝাই যাচ্ছে। একের পর এক খুন করে চলেছে। কিন্তু কেন ? ভয়ঙ্কর কোন উদ্দেশ্য আছে অদৃশ্য আততায়ীর ?

গা শিরশির করে উঠল ডক্টর স্টানটনের। তিনি একটা ডাল দিয়ে বেড়ালটার লাশ তুলে নিলেন পানি থেকে। একটা কাপড়ে মুড়ে গাড়ির পেছনে রাখলেন। লাশটাকে কি তিনি গ্রীনবে-তে পাঠাবেন অটোপসি'র জন্যে ? কিন্তু কি পরীক্ষা করতে বলবেন তিনি ডাক্তারদের ? তিনি ভাল করেই জানেন ওটার র‍্যাবিস নেই। এক ঘণ্টা আগেও বেড়ালটাকে একদম সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখেছেন স্টানটন।

বাড়ি ফিরে পাইপ ধরিয়ে সোফায় বসলেন স্টানটন। ভাবছেন। অনেকক্ষণ পর সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁর প্রথম কাজ হবে স্টেটমেন্টের কপি তাঁর বন্ধুদের পাঠিয়ে দেয়া। তবে বেড়ালের ঘটনাটাও এর সাথে যোগ করতে হবে। তিনি আমাণ্ডা ট্যালির সাথে দেখা করতে চললেন শহরে।

মিস ট্যালি বাসায় নেই। দরজায় চিরকূট রেখে গেছে।

'তিনটার সময় ফিরব।' এদিকে লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। স্টানটন ডাউন টাউনের রেস্টুরেন্টে ঢুকে লাঞ্চ করলেন, গল্প করার লোক ছিল অনেক। কিন্তু গল্প করতে মন চাইল না। বিয়ার খেয়ে সময় পার করতে লাগলেন। তিনটার খানিক আগে উঠে পড়লেন তিনি।

মিস ট্যালিকে এবার বাসায় পাওয়া গেল।

'আরে, ডক্টর', উদ্বেগ ফুটে উঠল ট্যালির কণ্ঠে স্টানটনের চেহারা দেখে। 'আসুন, ভেতরে আসুন। কি হয়েছে ?'

গম্ভীর চেহারা নিয়ে পুরো ঘটনা মিস ট্যালিকে খুলে বললেন ডক্টর। তাকে কিছু ডিকটেশনও দিলেন। ঘণ্টাখানেক লাগল কাজটা শেষ করতে।

আমাণ্ডা মুখ তুলে চাইল। 'ডক্টর! এ স্টেটমেন্ট দুটো আপনার বন্ধুদের পাঠানোর পাশাপাশি শেরিফকেও ঘটনাটা জানানো উচিত নয় কি ? আর শেরিফ ঘটনাটা সিরিয়াসভাবে না নিতে চাইলে এফ বি আইকে-ও বলতে পারেন।

মাথা ঝাঁকালেন স্টানটন। 'তাই করব ভাবছি। নিন, এবার চিঠি দুটো লিখে ফেলুন।'

আবার ডিকটেশন শুরু হলো। শেষ হতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। স্টানটন জানতে চাইলেন। 'টাইপ করতে কতক্ষণ লাগবে আপনার?'

'ঘণ্টা চারেক। তবে এখুনি শুরু করে দেব। আপনি এই ফাঁকে শেরিফের সাথে দেখা করে আসুন না–'

'না, আমি তাঁকে ফুল স্টেটমেন্ট পড়ে শোনাতে চাই। আর আপনাকে না খেয়ে কাজ করতে হবে না। আমার সাথে চলুন। ডিনার করে আসবেন। আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়ে যাব। রাতের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারলেই হলো। কাল সকালে আমি শেরিফের সাথে কথা বলব। আর চিঠি দুটো স্পেশাল এয়ারমেইল ডেলিভারিতে পাঠিয়ে দেব।'

'কিন্তু আপনি আজ রাতে আবার ওই বাড়িতে যাবেন? আমার কেমন ভয় লাগছে।'

হাসলেন স্টানটন। 'ভয় পেতে হবে না। আজ রাতে আমার কিছু হবে না, মিস ট্যালি।'

ঠিকই বলেছেন ডক্টর। কারণ ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর তখন অন্য কাজে ব্যস্ত।

সতের

বিরক্তিকর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর অবশেষে গ্রসদের খামার বাড়িতে তার নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেছে। এবার নিজের ওপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট সে। বেড়াল হোস্টকে সে এতদূরে নিয়ে এসে ডুবিয়ে দিয়েছে যে কেউ হয়তো কোনদিন তার খোঁজ পাবে না। স্টানটন যদি শোনে বেড়াল তার আগের আস্তানায় ফিরে যায়নি, সামান্য অবাক হতে পারে। তবে সে কোনদিনই জানতে পারবে না আজ রাতে, যখন স্টানটন ঘুমিয়ে থাকবে তার ওপর ভর করতে চলেছে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর।

তার পরিকল্পনাটি সরল। বেড়াল হয়ে ঘুরঘুর করা ছাড়া তার আর কোন কাজ ছিল না স্টানটনের বাড়িতে। তবে সে ভয় পেয়েছিল যখন স্টানটন তাকে গুলি করবে বলেছে। ফাঁদটা অবশ্য ঠিকই টের পেয়েছে সে। তাই ধরা দেয়নি ফাঁদে। সে টার্গেটে গিয়ে বসলে স্টানটনের মনে সন্দেহ জাগত। স্টানটন তাকে গুলি না করে যদি খাঁচায় বন্দী করে রেখে দিত তাহলে সর্বনাশের পোয়াবারো হতো। না খাইয়েই হয়তো তাকে মেরে ফেলত স্টানটন।

যাক, সব ভালোয় ভালোয় গেছে। আজ রাতের পর সে পুরোপুরি বিপদমুক্ত হতে পারবে। সে এমন একজনকে তার হোস্ট বানাবে যে ছিল তার শত্রু কিন্তু হোস্ট হিসেবে অসাধারণ। এখন সবার আগে দরকার স্টানটনের বাড়িতে পৌঁছানো। তার তো আর

নিজের চলাফেরা করার ক্ষমতা নেই। কাজেই একজনকে হোস্ট বানাতে হবে। সে-ই স্টানটনের বাড়িতে তাকে পৌঁছে দেবে।

হোস্টের খোঁজ করতে হলো না ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করকে। জিম ব্রামার নিজেই হাজির হয়ে গেল হোস্ট হিসেবে। ছেলেটা টমি হফম্যানের বয়সী, আগামী বছর কলেজে ঢুকবে। ইচ্ছে আছে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ার। আপাততঃ ছুটিতে বাড়ি এসেছে। তার বাবা মিঃ ব্রামার ছেলেকে বলেছেন তাদের প্রতিবেশী মিসেস গ্রসের বাড়িতে ফুট ফরমাশ খাটতে। মিসেস গ্রসের ব্রামারদের কাছে তার বাড়ি বিক্রি করে দেয়ার একটা সম্ভাবনা আছে।

জিম মিসেস গ্রসের বাড়িতে এসেছে তাকে কি করতে হবে জানতে। মিসেস গ্রস ওকে ক্ষেত থেকে কিছু শস্য আর শসা নিয়ে আসতে বললেন। লাঞ্চে রান্না করবেন।

ক্ষেত থেকে জিনিসগুলো এনে জিম মিসেস গ্রসের হাতে দিল। বেরিয়ে যাচ্ছে, মিসেস গ্রস ডাক দিলেন। 'দাঁড়াও, জিম। লাঞ্চের সময় তো হয়েই গেল। একটু জিরিয়ে নাও। তারপর আমার সাথে খাবে।'

আপত্তি করল না জিম। গোলাঘরে বিশ্রাম নেয়ার কথা বলে সে একটা খড়ের গাদার ওপর শুয়ে পড়ল। মাঠে অনেক কাজ করেছে সে। একটু পরেই নাক ডাকতে লাগল। আর ওই সুযোগটাই কাজে লাগাল ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। ভর করল সে জিম ব্রামারের ওপর।

সেই রাতের ঘটনা। জিম ব্রামারদের নিজেদের বাড়ি। ডিনার শেষে নিজের ঘরে বসে খানিকক্ষণ 'পপুলার মেকানিক্স'-এর পাতা উল্টাল জিম, রেডিও শুনল। রাত দশটার দিকে ওর বাবা-মা যখন ঘুমাতে যাচ্ছে, চট করে রেডিও বন্ধ করে ফেলল জিম। বাবা-মাকে জানতে দিতে চায় না সে জেগে আছে তখনো।

আরো এক ঘণ্টা পর, বাবা-মা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে জামা-কাপড় পরল জিম, পায়ে জুতো গলিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল ঘর ছেড়ে।

ঝলমলে চাঁদনী রাত। জিম দ্রুত হাঁটা দিল মিসেস গ্রসের বাড়ির দিকে। সরাসরি চলে এল কিচেনে, সিঁড়ির তলা থেকে বের করল কাছিমের খোলটাকে। শার্টের ভেতর পুরে সাবধানে বুজিয়ে দিল গর্ত। তারপর হনহন করে এগোল স্টানটনের বাড়ির দিকে।

স্টানটনের বাড়ি অন্ধকার। সম্ভবত ঘুমুচ্ছে সে। তবে সাবধানের মার নেই ভেবে জুতো খুলে ফেলল জিম। পা টিপে টিপে চলে এল রান্নাঘরে। রান্নাঘরের সিঁড়ির নিচে কাছিমের খোলটাকে লুকোবার চমৎকার জায়গা আছে। জিম খুবই সাবধানে সিঁড়ির নিচে গর্ত খুঁড়ে কাছিম আকারের জিনিসটাকে কবর দিল। তারপর সতর্কতার সাথে বুজিয়ে দিল কবর। বোঝার উপায় থাকল না এখানে খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। তারপর বাড়ি ফিরে চলল জিম।

জিমকে ইচ্ছে করলে আজ রাতেই মেরে ফেলতে পারত ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। কিন্তু লোকের মনে আর সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে চায় না সে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিমকে কাল সকালে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মেরে ফেলবে। ঘটনাটা এমনভাবে ঘটাবে, কারো মনে সন্দেহ জাগার অবকাশ থাকবে না। সে জানে কাল সকালে জিম পাঁচ বুশেল শস্যসহ ট্রাক নিয়ে গ্রীনবে-তে যাবে। ট্রাক চালাবে জিম নিজে। ওর বাবার সাথে সেই কথাই হয়েছে। জিমের স্মৃতি ঘেঁটে সে দেখেছে গ্রীনবে-তে যাবার রাস্তায় একটা কংক্রিটের ব্রিজ পড়বে। ব্রিজে ওঠার পর জিমকে দিয়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি ছোটাবে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। ধাক্কা খাওয়াবে পিলারের সাথে। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি শুদ্ধ ছাতু হয়ে যাবে জিম। লোকে ভাববে ব্রেক ফেল করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছে জিম। ব্যস, তারপর শুরু হবে আসল খেলা।

আঠার

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ডক্টর স্টানটনের। সকালে উঠে নাস্তা তৈরি করলেন। তারপর ভাবতে বসলেন আজ তাঁর কি কি কাজ আছে। শহরে যাবার কথা তাঁর। মিস ট্যালি হয়তো কালরাতেই চিঠি আর স্টেটমেণ্ট টাইপ করে রেখেছে। সকাল ন'টায় তাঁকে ফোন করবেন বলেছেন। এখন বাজে সাড়ে আটটা। তিনি স্টেশন ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

শহরে পৌঁছে প্রথমেই শেরিফকে ফোন করলেন স্টানটন। শেরিফ বললেন, 'ডক্টর, আবার পরে করুন। এইমাত্র স্টেট পুলিশ রেডিও কার থেকে একটা খবর পেয়েছি; বার্টলসভিল আর গ্রীনবে-র মাঝামাঝি জায়গায় অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটেছে। ওখানে যেতে হবে এখুনি, সরি।' লাইন কেটে গেল।

রিসিভার রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন স্টানটন। ভাবছেন আবার কে অ্যাক্সিডেন্ট করল। তাঁর পরিচিত কেউ নয়তো ? হলে শেরিফ হয়তো বলতেন।

একটু পরে আবার শেরিফের অফিসে ফোন করলেন ডক্টর। এবার ফোন ধরল তাঁর ডেপুটি। ডক্টর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন একটু আগে শেরিফের কাছে তিনি ফোন করেছিলেন। শেরিফ একটা অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলে ফোন রেখে দিয়েছেন তাড়া ছিল বলে ডেপুটি কি বলতে পারবেন কে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ?

ডেপুটি সজ্জন মানুষ। বলল জেমস ব্রামার নামে হাইস্কুলের এক ছাত্র মারা গেছে। বার্টলসভিলে তার বাড়ি। সে ট্রাক চালিয়ে গ্রীনবে-তে যাচ্ছিল, গাড়ি চালাতে চালাতে সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল। সোজা ব্রিজের পিলারের সাথে ধাক্কা খেয়েছে ট্রাক। সাথে সাথে মারা গেছে ব্রামার।

জেমস ব্রামারকে চিনতে পেরেছেন স্টানটন। ছেলেটার কথা আগেও শুনেছেন তিনি মিসেস গ্রসের মুখে। তার বাড়িতে কাজ করছিল ব্রামার। আর এই ব্রামারদের বাড়ির ধূসর বেড়ালই গতকাল পর্যন্ত স্টানটনের সাথে ছিল।

এখন ব্রামার বেচারা মারা গেছে। সন্দেহ নেই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল তিন, প্রাণীদের আত্মহত্যার সাথে ব্রামারের মৃত্যুর সম্পর্ক রয়েছে বলে দৃঢ় বিশ্বাস ডক্টরের।

এবার আর ভয় লাগছে না স্টানটনের। বরং আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছেন, কর্তব্যকর্ম স্থির করে ফেলেছেন তিনি এইমাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর নষ্ট করার মানে হয় না।

এই জিনিসটা, ওটা যাই হোক, একজন কাউন্টি শেরিফের একে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিতে হবে এফ বি আই এবং পদস্থ বিজ্ঞানীদের। তবে শেরিফের সাথে যে তিনি কথা বলবেন না তা নয়, বলবেন। এফ বি আই সেই সাথে আর্মিকেও এ ব্যাপারে জানানো দরকার।

সৌভাগ্যক্রমে দু'টি বিভাগেই হোমরা-চোমড়া ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় আছে ডঃ স্টানটনের। মিস ট্যালির কাছ থেকে স্টেটমেন্টের কপি আসার পরপরই তিনি এদের সাথে কথা বলা শুরু করবেন। তবে সবার আগে যা করা দরকার তা হলো বিপজ্জনক ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসা। স্টানটন ঠিক করলেন তিনি আবার নিজের আস্তানায় ফিরে যাবেন, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড়বেন ওখান থেকে। মিস ট্যালির কাছ থেকে স্টেটমেন্ট নিয়ে তারপর সোজা চলে যাবেন গ্রীনবে-তে, ওখানকার কোন হোটেলে উঠবেন এবং ফোনে সবার সাথে যোগাযোগ শুরু করবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস আছে তাঁর এফ বি আই এবং আর্মির লোকজনদের ব্যাপারটা বোঝাতে সমর্থ হবেন। তারা বার্টলসভিলে আসবে তদন্ত করতে।

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর তার 'পারসেপ্টর সেন্স' প্রয়োগ করে দেখল ডঃ স্টানটন বাড়িতে নেই। স্টানটন তো প্রায়ই সকালে শহরে যায়। তবে সে মাছ ধরতে যায়নি বা হাঁটতে বেরোয় নি। কারণ গাড়িটা নেই।

ডঃ স্টানটনের জিনিসপত্র চেক করল সে। ব্যক্তিগত সমস্ত জিনিসই যথাস্থানে আছে। শুধু কাপড়-চোপড় বাদে। সিঙ্কে ধোয়া ডিশ দেখে বোঝাই যায় নাস্তা খেয়েই সে বেরিয়েছে। এত সকালে তার শহরে যাবার কথা নয়। কোন কারণে তড়িঘড়ি করে বেরিয়েছে। তবে চিন্তার কিছু নেই; ফিরে আসবে সে। তারপর রাতে যখন ঘুমিয়ে পড়বে–

বেড়াল হয়ে সে যে কটা দিন এ বাড়িতে ছিল, তার পারসেপটর সেন্স তেমনভাবে কাজ করেনি। তার পক্ষে বন্ধ ঘর বা ক্লজিটের ভেতরে উঁকি মারা সম্ভব হয়নি। পারেনি বন্ধ বই বা ভাঁজ করা চিঠি পড়তে। এখন, অবসরে, সে তার হারানো শক্তি আবার ফিরে পেতে শুরু করেছে।

হঠাৎ মাটিতে কম্পন অনুভব করল সে, গাড়ি আসছে। স্টানটনের স্টেশন ওয়াগন। একাই আসছে সে। ঘড়িতে তখন দশটা বাজে।

স্টানটন সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর তার 'পারসেপশন সেন্স' নিক্ষেপ করল গাড়ির ওপর এবং এই প্রথম বুঝতে পারল কিছু একটা ভজঘট হয়ে গেছে। গাড়িতে পুরানো তারপুলিন দিয়ে সযত্নে মুড়ে রাখা হয়েছে ধূসর বেড়ালটার লাশ। ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করের দ্বিতীয় শেষ হোস্ট। একে স্টানটন কোথায় পেল, এটাকে গাড়িতেই বা রেখেছে কেন ? স্টানটন কি তাহলে জঙ্গলে সেই প্রস্রবনের কাছে গিয়েছিল ? সে এই সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করেনি। সে শুধু পেছনে, বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা। কেউ পিছু নেয়নি বলে সন্তুষ্টবোধ করছিল সে। কিন্তু ওই ঝিরঝিরে বৃষ্টি– সন্দেহ নেই, মাটিতে তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করেছে স্টানটন। ইস, আবার সে ধরা খেল।

অসুবিধে নেই, স্টানটন বাড়ি ফিরেছে। এখন হোক আর পরে হোক, নিশ্চয়ই সে ঘুমাবে। তারপর সে কি সন্দেহ করেছে তাতে কিছু আসবে যাবে না।

কিন্তু স্টানটন এটা কি করছে ? সে স্টোররুম থেকে স্যুটকেস বের করে দোতলায় যাচ্ছে কেন ? স্যুটকেস জামা-কাপড়সহ নিত্য-ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসপত্র ঢোকাচ্ছে। তার মানে এখান থেকেও চিরতরে চলে যাবার পরিকল্পনা করেছে।

উহুঁ, এ কিছুতেই হতে দেয়া যায় না। তাকে যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে।

ডঃ স্টানটন স্যুটকেস দুটো এনে স্টেশন ওয়াগনের পেছনে রাখলেন। তারপর আবার বাড়িতে ঢুকলেন। দ্রুত একবার চক্কর দিলেন সারা বাড়ি, দরজা-জানালা বন্ধ করলেন। রান্নাঘরে ঢুকে ইতস্তত করলেন সুইচ অফ করবেন কিনা। তাহলে বেসমেন্টের গ্যাসোলিন ইঞ্জিন এবং জেনারেটর বন্ধ হয়ে যাবে। যাক, বন্ধ করার দরকার নেই। ফ্রিজে এখনো খাবার আছে। নষ্ট হয়ে যাবে। তিনি আবার আসবেন। তবে একা অবশ্যই নয়।

ফিশিং একুইপমেন্ট, পিস্তল বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে স্টেশন ওয়াগনে উঠে বসলেন স্টানটন। স্টার্ট দিলেন ইঞ্জিন। ঠিক তখন ওটাকে চোখে পড়ল তাঁর।

একটা হরিণ। বিশালদেহী। গাড়ি থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে, জঙ্গলের কিনারে, যেখান থেকে তার বাড়ির সীমানা শেষ এবং রাস্তার শুরু, ঠিক সেখানটায়। কটমট করে তাকিয়ে আছে হরিণটা স্টানটনের দিকে। তারপর নিচু করল মাথা, খুড় দিয়ে ধুলো ওড়াল, হামলার জন্য প্রস্তুত।

ওটা কি করতে যাচ্ছে বুঝে ফেললেন ডক্টর। দ্রুত গিয়ার দিলেন তিনি। তাঁর ইচ্ছে হরিণটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার। কিন্তু সে সুযোগ তাঁকে দিল না হরিণ। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, ওটাও শিং বাগিয়ে দৌড় দিল। গাড়ি পিছিয়ে আনার সুযোগও পেলেন না স্টানটন। দুশো পাউন্ড শরীর নিয়ে চলন্ত মিসাইলের মত হরিণটা গোত্তা খেল রেডিওটরের কেন্দ্রে, দুই হেডলাইটের মাঝখানে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে খুলি ফেটে চুরচুর হয়ে গেল হরিণের, ঘাড় ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল লাশ হয়ে। ভয়ানক ঝাঁকি খেলেন স্টানটন, ড্যাশবোর্ডের সাথে ভীষণভাবে ঠুকে গেল মাথা, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল হরেক রঙের তারা।

থেমে গেছে ইঞ্জিন। স্টানটন ইগনিশন তাক করলেন, আবার স্টার্ট দেয়ার চেস্টা থেকে বিরত থাকলেন। জানেন এ গাড়ি গ্যারেজে না নিয়ে গেলে আর চলবে না।

তাঁর কাছে অস্ত্র আছে, ২২ বোরের রাইফেল, পিস্তল আর শটগান। এ নিয়ে পায়ে হেঁটে শহরের যাবার ঝুঁকি নেয়া সম্ভব নয়। এক পাল জানোয়ার যদি তাঁর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া হয়, কি করতে পারবেন তিনি ? মাঠ বা আল ধরে যাবার উপায় নেই। ওখানে ষাঁড় আর গরুর দল ঘাস খাচ্ছে। আর জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যাবার প্রশ্ন নেই। ওখানে প্রচুর হরিণ আছে। একটা দু'টো ভালুক বা ওয়াইল্ড ক্যাট থাকাও বিচিত্র নয়। এগুলোর চেয়েও ভয়াবহ বিপদ আসতে পারে তাঁর শত্রু যদি ভাত-ঘুম দেয়া কোন লোকের ওপর ভর করে বসে ? যদি মিসেস গ্রস বা মিসেস ব্রামার শটগান বা রাইফেল নিয়ে হাজির হয়ে যায়, তাঁকে গুলি করতে শুরু করে তখন ? উল্টো তিনিও কি গুলি করবেন ? মহিলাদের গায়ে হাত তুলতে পারবেন না, ভাল করেই জানেন স্টানটন, আর রাস্তায় হেঁটে গেলে জানোয়ার বা মানুষ যে-ই আসুক, কতজনকে হত্যা করবেন তিনি ? কেউ না কেউ তাঁকে ঠিকই পেড়ে ফেলবে। তাঁর অজানা শত্রু একের পর এক হামলাকারীকে পাঠাবে। সবাইকে সামাল দেয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না তাঁর পক্ষে।

তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে– ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। তাঁর শত্রু– ওটা যাই হোক– আর ভান করার প্রয়োজন বোধ করছে না। ওটা ডঃ স্টানটনকে এখানে আটকে রাখতে চাইছে, হয়তো পেরেও যাবে। পেছনের সিটে হাত বাড়িয়ে শটগান আর পিস্তল তুলে নিলেন ডক্টর। লোড করে রাখলেন।

অদ্ভুতই বলতে হবে, তাঁর একটুও ভয় করছে না, আগের চেয়ে অনেক শান্ত লাগছে তাঁকে। এ যুদ্ধে জিততে হলে উত্তেজিত হওয়া বা মাথা গরম করা চলবে না। মনের শক্তিকে এ যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। ফায়ার আর্মস দিয়ে লড়াই জেতা যায়, যুদ্ধ নয়।

প্রথম প্রশ্ন হলো – সারভাইভাল। তিনি এখানে বেশি নিরাপদ থাকবেন নাকি বাড়িতে ? হয়তো বাড়িতে। শত্রু চায় না তাঁর কাছে কোন সাহায্য আসুক। আচ্ছা, তিনি যদি চুপচাপ বসে থাকেন এবং পালাবার চেষ্টা না করেন তা হলেও কি তাঁর শত্রু তাঁকে খুন করবে ? মনে হয় না। শত্রু চাইলে অনেক আগেই তিনি মরে ভূত হয়ে যেতেন। গাড়িতে ওঠার আগেই হরিণটা তাঁকে গুঁতিয়ে দফারফা করে দিতে পারত। তিনি তো ওটাকে আগে লক্ষ্যই করেননি।

ডক্টর স্টানটন সিদ্ধান্ত নিলেন বাড়িতে ঢুকবেন তিনি। পিস্তল পকেটে রেখে, শটগান রেডি করে সাবধানে গাড়ি থেকে নামলেন তিনি। চারপাশে সতর্ক নজর বোলালেন। জ্যান্ত কিছু দেখা যাচ্ছে না।

তবে–

মুখ তুলে আকাশের দিকে চাইলেন স্টানটন। একশ' ফুট উঁচুতে বাতাসে ধীর গতিতে বৃত্ত রচনা করে উড়ছে একটা ওয়াইল্ড ডাক। বুনো হাঁস ওভাবে ওড়ে না। তার মানে কি পরবর্তী হামলা আসছে আকাশ থেকে ? এটা তো আরো বিপজ্জনক। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় শূন্য থেকে মিসাইলের মত কোন শক্তিশালী, ওজনদার পাখি যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ের ওপর তাহলে আর দেখতে হবে না।

স্টানটন বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছেন, ডাইভ দিল ওয়াইল্ড ডাক। ঝট করে বন্দুক তুললেন ডক্টর, দ্রুত সরে গেলেন এক পাশে। না, পাখিটা তার ওপর হামলা করার জন্য ডাইভ দেয়নি। তাঁর কাছ থেকে হাত দশেক দূরে, মাটিতে আছড়ে পড়ল ধুলোর মেঘ উড়িয়ে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বাড়িতে ঢুকলেন ডক্টর, বন্ধ করে দিলেন দরজা। না, শত্রু তাকে হত্যা করতে চায় না, এখানে বন্দী করে রাখতে চায়। ওয়াইল্ড ডাকটা তাঁকে ইচ্ছে করে মিস করেছে। শত্রু বুঝিয়ে দিল বাইরে গেলে কি দশা হতে পারে তার।

শটগানের ওপরের ব্যারেল রিলোড করে অস্ত্রটা সদর দরজার পাশের জানালার সাথে হেলান দিয়ে রাখলেন স্টানটন। পকেট খালি করে অতিরিক্ত শেল আর কার্তুজগুলো সোফায়, হাতের নাগালে রেখে দিলেন। তারপর সোফার হাতলে বসে তাকিয়ে রইলেন জানালা দিয়ে।

জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না বাইরে। তাহলে কি সবই তার কল্পনা ? তিনি কি পায়ে হেঁটে রওয়ানা হবেন শহরের উদ্দেশ্যে ? নাহ্, তা উচিত হবে না। হরিণ আর ওয়াইল্ড ডাকের চেহারা ভেসে উঠল চোখে।

আচ্ছা, তার শত্রুর প্রকৃতি কি ? ওটা কি মানুষ, দানব নাকি ভিনগ্রহবাসী ? হয়তো শেষেরটাই ঠিক।

মিস ট্যালি বলেছিল না পৃথিবী ছাড়াও ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি গ্রহে বুদ্ধিমান প্রাণী বাস করতে পারে।

কিন্তু ভিনগ্রহবাসীর তাঁর ওপর এত আক্রোশ কেন ? এর কারণ কি এই– তিনি তার শত্রুর যে সব তথ্য জেনে গেছেন বা সন্দেহ করেছেন সেটা ভিনগ্রহবাসীর অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে পারে ? হ্যাঁ, তাই হবে।

তাঁর ধূসর বেড়ালটার কথা মনে পড়ল। বেড়ালটা বন্দী অবস্থায় তার প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ করেছে। মিস ট্যালির সাথে তার আলাপচারিতা, স্টেটমেন্টের বিষয় কোনকিছুই হয়তো তার অজানা নেই। শত্রু তাঁকে বিপজ্জনক বলে ধরে নিয়েছে। তবে তাঁকে মারার সুযোগ পেয়েও সে মারেনি, বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কোথাও যেতেও দিচ্ছে না। এখানেই আটকে রাখতে চায় সে। কিন্তু কেন ?

তাহলে কি সে স্টানটনকে হোস্ট বানাতে চায় ? হতে পারে। কিন্তু আগে কেন হোস্ট বানায়নি, এখন চাইছে কেন ?

বাইরের পরিবেশ একেবারে শান্ত। স্টানটন রান্না ঘরে ঢুকে স্টোভে পানি বসালেন। কফি বানাবেন। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে– তাকে হোস্ট বানাবার জন্য শত্রুর কি বিশেষ কোন প্রস্তুতি দরকার ?

হঠাৎ প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেলেন তিনি। ব্যাপারটা নিয়ে যত মাথা খেলালেন ততই পরিষ্কার হয়ে এল বিষয়টা, টমি হফম্যানকে হোস্ট বানানো হয়েছে ঘুমের মধ্যে। একই কাণ্ড ঘটেছে সিগফ্রিড গ্রসের ক্ষেত্রেও। জিম ব্রামারও নিশ্চয়ই ঘুমের মধ্যে অজানা শত্রুর শিকার হয়েছে। আর জানোয়ার হোস্টগুলো বিশেষ করে কুকুর এবং বেড়ালরা –এরাতো দিনে-রাতে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়ে।

কিন্তু শত্রু যদি তাকে হোস্ট বানাতে চায় তাহলে কাল রাতে ভর করল না কেন ? হতে পারে, কাল রাতে স্টানটনের ভাল ঘুম হয়নি, একটু ঘুমিয়েছেন; আবার জেগে উঠেছেন। আবার এমনও হতে পারে জেমস ব্রামারকে হোস্ট বানাবার কাজে তাঁর শত্রু ব্যস্ত ছিল বলে এদিকে নজর দিতে পরেনি। তবে এ থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে আসে। আর তা হলো– শত্রু দু'জন নয়, একজন এবং সে একবারে একজনকেই হোস্ট করার ক্ষমতা রাখে। তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়া যেত–

ডক্টর হঠাৎ শটগান নিয়ে দরজা খুললেন, সতর্ক ভঙ্গিতে কয়েক পা বাড়ালেন সামনে, তাকালেন ওপরের দিকে।

পাখি, বড় বড় পাখি, ছ'সাতটা হবে, আকাশে পাক খাচ্ছে। তা হলে কি ডক্টরের ধারণা ভুল ?

পরক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে। ওগুলো অদৃশ্য শত্রুর হোস্ট নয়, কতগুলো শকুন, মৃত হরিণের লোভে এসেছে। একেবারে সাধারণ পাখি। শকুন দেখে এত আনন্দ কখনো হয়নি স্টানটনের, এখন যেমন আনন্দ হচ্ছে।

হঠাৎ জঙ্গালের ভেতর থেকে আরেকটা পাখি উড়ে আসতে দেখলেন তিনি, মনে হলো বুনো হাঁস। পাখিটা অনেক উঁচুতে উঠে গেল, তারপর ডাইভ দিল ডক্টরকে লক্ষ্য করে। তিনি গুলি করতে পারতেন, কিন্তু বেশি ঝুঁকি হয়ে যায় উপলব্ধি করে চট করে পিছিয়ে এলেন, বন্ধ করে দিলেন দরজা। এক সেকেন্ড পর বিকট শব্দে পাখিটা আছড়ে পড়ল বারান্দায়। চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল স্টানটনের। বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয় বুঝতে পেরেছেন তিনি। তবে তার শত্রুর একটি সীমাবদ্ধতার কথাও জেনে ফেলেছেন। শত্রু শুধু ঘুমন্ত প্রাণীদেরকেই কব্জা করতে পারে, জেগে থাকা কাউকে নয়। আর ওটাকে ঘুমন্ত প্রাণী খুঁজে বের করতে হয়। এতেও নিশ্চয়ই সময় নষ্ট হয়।

ভয়ঙ্কর এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তা নয়। আশার কথা, মিস ট্যালি জানে তিনি তার সাথে দেখা করবেন। যথাসময়ে তাঁর দেখা না পেলে সে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে ফোন করবে শেরিফকে। শেরিফ হয়তো খবর পেয়ে আসবেন। তাঁকে যদি অদৃশ্য শত্রুটা মেরেও ফেলে, তাঁর লোকবল আছে অনেক। সশস্ত্র লোকগুলোর বিরুদ্ধে ক'টা প্রতিরোধ পাঠাবে শত্রু ? শেষ পর্যন্ত ওদেরই জয় হবে।

হ্যাঁ, সাহায্য আসবে। তবে ডক্টর স্টানটনের কাজ এখন একটাই— কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়া চলবে না।

উনিশ

এ যেন অনন্ত সময়, সীমাহীন, স্থির, কাটতে চায় না কিছুতেই। তবু প্রাকৃতিক নিয়মে দিন গড়িয়ে রাত এল, এল ঘুমাবার সময়। ডক্টর স্টানটন সারা বাড়ি ঘুরছেন, ওপরে যাচ্ছেন, নিচে যাচ্ছেন, আলো জ্বালছেন, নিভাচ্ছেন, অস্থির লাগছে তাঁকে।

হঠাৎ সবগুলো আলো নিভে গেল একসাথে। জেনারেটর ? হ্যাঁ, জেনারেটরের কারণেই বাতি নিভে গেছে। কিন্তু গ্যাসোলিন মটরে যে পরিমাণ ফুয়েল আছে তা দিয়ে আরো কয়েকদিন হেসে খেলে চলার কথা। হয় জেনারেটর নতুবা মোটর, দুটোর যে কোন একটা নষ্ট হয়ে গেছে।

শত্রু আবার আরেক হোস্টকে ব্যবহার করেছে। সম্ভবত ইঁদুর-সেলারে ইঁদুরের অভাব নেই। ইঞ্জিন বা মোটরের তার কেটে ফেলেছে ইঁদুরকে দিয়ে। জেনারেটর চালিয়ে লাভ হবে না। শত্রু আবার ওটা নষ্ট করে দেবে।

অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

নিকষ আঁধারে ঘুম পেতে লাগল স্টানটনের। আর ঘুমালেই সব শেষ।

একই পরে আকাশে চাঁদ উঠল। মোট আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু আলোটা ঝকঝকে, আকাশ ঝলমল করছে অগুনতি তারায়। বাইরেটা দিনের আলোর মত ফকফকা, সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় ঘরের আঁধারও অনেকখানি দূর হয়ে গেছে। লিভিং রুমটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চোখের সামনে। হাঁটার সময় অন্তত হোঁচট খেতে হবে না স্টানটনকে। তাঁর একটা ফ্ল্যাশ লাইট আছে, কিন্তু অতিরিক্ত ব্যাটারি থাকলেও সারারাত জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। অল্প অল্প জ্বালাতে হবে।

কতক্ষণ জেগে থাকতে পারবেন তিনি ? কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি, ক্লান্তও লাগছে, তারপরও আরো চব্বিশ ঘণ্টা না ঘুমিয়ে থাকতে পারবেন স্টানটন।

খিদে পেয়েছে। কিন্তু ডক্টর ঠিক করেছেন কিছু খাবেন না। খাবার পেটে গেলে ঘুম পেয়ে বসবে তাঁকে। ক্ষুধার্ত মানুষ খিদে নিয়ে জেগে থাকতে পারে, কারণ খিদের চোটে ঘুম পালাতে বাধ্য।

পায়চারি শুরু করলেন স্টানটন। পাল্টা হামলা করার কথা ভাবছেন। কিন্তু কিভাবে ?

যে শত্রুর চেহারাই তিনি এখন পর্যন্ত দেখেননি তাকে আঘাত করবেন কিভাবে ? ওটা কি অদৃশ্য নাকি দৃশ্যমান ? শরীর আছে ? তাঁর মনে হচ্ছে এ বাড়ির কোথাও লুকিয়ে আছে শত্রু। কাল সকাল বেলা শত্রু নিধন অভিযানে নেমে পড়বেন তিনি, জীবিত কোন কিছু দেখা মাত্র গুলি করবেন।

লম্বা, দীর্ঘতম রাতটার এক সময় অবসান ঘটল। ফুটে উঠল ভোরের আলো। স্টানটন নেমে পড়লেন শত্রুর খোঁজে। প্রতিটি ঘর, বেসমেন্ট কিছুই বাদ দিলেন না। তিনি জানেন না তিনি আসলে কি খুঁজছেন, ওটা ছোট না বড় কিছুই জানা নেই তাঁর। বেসমেন্টে গিয়ে দেখলেন জেনারেটরের তার কাটা। শত্রু ইঁদুর টিদুর দিয়ে কাজটা করিয়েছে। ঠিক করে লাভ হবে কোন ? তিনি ওপরে যাওয়া মাত্র কাউকে দিয়ে আবার তার কেটে দেয়া হবে।

হঠাৎ ছাদের দিকে তাকাতে তাঁর বুক ধক্ করে উঠল। একটা মথ উড়ছে ওখানে। শত্রু মথের ছদ্মবেশে তার ওপর নজরদারী করছে নাতো ?

স্বাভাবিক ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন স্টানটন, স্টোর রুমে ঢুকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। দ্রুত নেমে পড়লেন কাজে। কোট হ্যাঙার বাঁকিয়ে, স্লিপিংব্যাগ ছিঁড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রজাপতি ধরার জাল বানিয়ে ফেললেন। খুবই বাজে এবং হাস্যকর দেখতে হল জিনিসটা। তবে কাজ চলে যাবে মনে হয়।

মথটা এখনো ছাদের নিচে উড়ে বেড়াচ্ছে। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর ফাঁদে আটকানো গেল ওটাকে। তারপর সাবধানে পতঙ্গটাকে একটা খালি দেশলাই বক্সের মধ্যে ঢোকালেন স্টানটন। মথটা খুব সহজে মরবে না, এর মধ্যে এখান থেকে তিনি পালাতে পারবেন। অবশ্য মথটা যদি সত্যি–

শটগান নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লেন ডক্টর। চারপাশে নজর বুলালেন। ভীতিকর কিছু চোখে পড়ল না। আকাশেও কোন পাখি উড়তে দেখা যাচ্ছে না।

গভীর দম নিলেন স্টানটন, হাঁটা শুরু করলেন। মাত্র দশ কদম এগিয়েছেন, হঠাৎ মাথার ওপর পতপত শব্দ হতে মুখ তুলে চাইলেন। বুক হিম হয়ে গেল বিশাল আকারের একটা চিকেন হককে তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে উড়তে দেখে। ওটা স্টানটনকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল, হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, ভয় দেখিয়ে ঘরে ফেরাতে।

ভয়ংকর মিসাইলের মত ছুটে আসছে চিকেন হক, স্টানটনের কাছ থেকে যখন আট/দশ হাত দূরে ডক্টরের হাতের শটগান গর্জে উঠল বিকট শব্দে। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল পাখিটা শক্তিশালী বুলেটের আঘাতে। রক্ত আর পালক এসে লাগল স্টানটনের মুখে। তাঁর কাছ থেকে দু'হাত দূরে এসে ছিটকে পড়ল ওটা।

দৌড়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন ডক্টর। মুখ ধুলেন, রক্ত আর পালক মুছে ফেললেন, পোশাক ঠিকঠাক করে কিচেনে ঢুকলেন। দেশলাইয়ের বাক্স খুলে মথটাকে বের করলেন স্টানটন, ছেড়ে দিলেন। ভুল ভেবেছেন তিনি। ওটা স্রেফ সাধারণ একটা মথ, তার শত্রুর হোস্ট নয়। তাঁর পরিকল্পনাটা ভালই ছিল, কিন্তু শত্রু তাঁকে কোন সুযোগ দিতে রাজি নয়।

বিশ

কিছুই ঘটল না।

মিনিটগুলো যেন ঘণ্টা। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ডঃ স্টানটন অল্পক্ষণ মাত্র ঘুমাতে পেরেছেন। বেশিরভাগ সময় পায়চারি করে কাটিয়ে দিচ্ছেন এই জানালা থেকে ওই জানালায়, শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন বাইরে। পা দুটো ব্যথায় বিষ হয়ে গেছে, আরাম করে বসার সাহস পর্যন্ত পাচ্ছেন না। যদি ঘুমিয়ে পড়েন। প্রায়ই কফি পান করছেন, তবে এখন ঠাণ্ডা খাচ্ছেন, ঠাণ্ডা কফিতে ঘুম কম আসে।

সকাল হয়েছে। তবে বড় ধীর গতিতে বয়ে যাচ্ছে সময়। স্টানটন আশায় আছেন শেরিফ অথবা স্টেট পুলিশ এসে পড়বে, না হলে মিস ট্যালি তো আসবেই। সে হয়তো বুঝতে পারবে স্টানটন বিপদে পড়েছেন। নাহলে আমান্ডা ট্যালির সাথে তিনি দেখা করতেন।

আর বেশিক্ষণ হয়তো জেগে থাকা সম্ভব হবে না। আগে সোফার হাতলে একটু বসতেন, এখন তাও সাহস হচ্ছে না। বার বার বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে চোখ, জোর করে মেলে রাখতে হচ্ছে। পাইপ টানতে টানতে তেঁতো হয়ে গেছে মুখ। এ মুহূর্তে ঘুম তাড়ানোর মহৌষধ বেনজেড্রিন ট্যাবলেট তার বড় দরকার ছিল। কিন্তু সাথে আনেননি তিনি। ছুটি কাটাতে এসে কি কেউ ঘুম তাড়াবার ওষুধ খায় ? সকাল গড়িয়ে দুপুর আসছে, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর, তবে কাঁচের গায়ে মাথা ঠেকাতেও সাহস পাচ্ছেন না। হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনতে পেলেন।

চট করে শটগানটা নিয়ে সদর দরজা খুললেন স্টানটন। তবে দাঁড়িয়ে রইলেন ভেতরে, শেরিফ বা যে-ই হোক, বাইরে থেকে হামলা এলে তাকে কাভার দিতে প্রস্তুত।

উঠোনে চলে এল গাড়ি। ছোট গাড়ি, ভক্সওয়াগন, ভেতরে যাত্রী মাত্র একজন– মিস আমান্ডা ট্যালি।

দ্রুত হাত নাড়তে শুরু করলেন স্টানটন, চলে যেতে বলছেন মিস ট্যালিকে। কিন্তু ট্যালি ডক্টরকে দেখতে পেল না, সে তাকিয়ে আছে স্টেশন ওয়াগন আর মরা হরিণের দিকে। গাড়ি দেখে শকুনের দল অলস ভঙ্গিতে উঠে গেল লাশ ফেলে। ইঞ্জিন বন্ধ করার আগে ট্যালি মুখ তুলে চাইল দরজার দিকে, দেখতে পেল ডক্টরকে।

'মিস ট্যালি!' গলা ছেড়ে চেঁচালেন তিনি। 'শীগগির শহরে চলে যান। পুলিশকে খবর দিন আর–'

চেঁচিয়ে লাভ হলো না কোন। খুরের শব্দ শুনতে পেয়েছেন স্টানটন– একটা ষাঁড় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসছে, মাত্র একশ হাত দূরে। স্টানটনের কাছ থেকে ভক্সওয়াগনের দূরত্ব ১২ ফুট, হঠাৎ জিতে যাবার একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলেন তিনি। যদিও কাজটা বিপজ্জনক। ষাঁড়টাকে গুলি করে ঠ্যাং খোড়া করে দিলে ওটা মরবে না, আর শত্রু অন্য হোস্ট নেয়ার সুযোগও পাবে না।

মিস ট্যালিকে গাড়িতে থাকতে বলে এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, তাগ করলেন শটগান; দূরত্বটা মাপছেন, সামনের পা জোড়ায় যদি গুলি করা যায়–

স্টানটনের লক্ষ্য মন্দ নয়, তবে উত্তেজনার চোটে একটু তাড়াতাড়ি গুলি করে ফেললেন। ষাঁড়ের গায়ে গুলি লাগল, তবে থামল না ওটা। প্রচণ্ড রাগে উন্মাদ হয়ে

উঠল আহত জানোয়ার, দিক বদল করে এবার সোজা ছুটে আসতে লাগল স্টানটনকে লক্ষ্য করে। মাত্র দশ হাত দূরে থাকতে দ্বিতীয় ব্যারেল বিস্ফোরিত হলো, একেবারে মোক্ষম জায়গায় লেগেছে গুলি, হৃৎপিড ফুটো করে দিয়েছে ষাঁড়ের, দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওটা। আর নড়ল না।

ভক্সওয়াগণের দরজা মেলে ধরলেন ডঃ স্টানটন 'তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর ঢুকুন, মিস ট্যালি। ওটা আবার যে কোন সময় হামলা চালিয়ে বসতে পারে। সময় নষ্ট করবেন না।'

মিস ট্যালিকে নিয়ে দ্রুত দরজার দিকে এগোলেন। শটগানে গুলি নেই, আর অতিরিক্ত কার্তুজগুলো রয়ে গেছে ভেতরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। বড় একটা পাখি, শকুন নয়, উড়ে আসছে। তবে ওটা হামলা চালাতে চাইলেও দেরি হয়ে গেছে। চট করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন তিনি, বন্ধ করে দিলেন দরজা।

দ্রুত শটগানে গুলি ভরতে ভরতে গতকাল আর আজকের ঘটনা সংক্ষেপে খুলে বললেন ডক্টর মিস ট্যালিকে। 'ইস ডক্টর,' বলল ট্যালি। 'হ্যা, শেরিফকে যে কেন নিয়ে এলাম না আমার সাথে! কাল বিকেলে ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে। আপনার কথা উনি বিশ্বাস করেন নি। তবে বলেছেন আসবেন। আজ সকালে আবার ওনার সাথে কথা বলেছি। বললেন কাল সকালের আগে আসতে পারবেন না। ওনার কথা শুনে মনে হলো উনি ভেবেছেন পুরোটাই আমাদের কল্পনা। তাই গা ছাড়া ভাব দেখেছি তাঁর মধ্যে।'

'কাল সকালে---' চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল স্টানটনের। এদিক ওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন। 'উহুঁ, অতক্ষণ জেগে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আর আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি ... নাহ্, মিস ট্যালি আপনার আসলে উচিত হয় নি এখানে আসা। এখন আপনিও খামোকা বিপদে জড়িয়ে পড়লেন।'

'আমার গাড়িতে চড়ে শহরে যাবার কোন চান্স নেই ? ধরুন, আমি গাড়ি চালালাম আর আপনি বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত থাকলেন।'

'সে চান্স একশভাগে এক ভাগ, মিস ট্যালি, জঙ্গলে শুধু ষাঁড় নয় প্রচুর গরুও আসে। আর শিংঅলা প্রকাণ্ড হরিণগুলোর কথা নাহয় বাদই দিলাম। আর বিরাট আকারের কোন পাখি শূন্য থেকে আপনার হালকা গাড়ির ওপর আছড়ে পড়লে ওটার দফারফা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনার প্রতিবেশীরা খোঁজ-খবর নেবে না আপনার ফিরতে যদি দেরি হয় ?'

'মনে হয় না। কারণ প্রায়ই গ্রীণবে'তে আমি সিনেমা বা নাটক দেখতে যাই, তখন এক কাজিনের বাসায় থাকি। কাজেই আজ রাতে বাসায় না ফিরলে আমার

প্রতিবেশীরা ভাববে আমি গ্রীণ বেতে গেছি। ইস, আমি না এসে যদি পুলিশে খবর দিতাম বুদ্ধিটা মাথাতেই আসেনি।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাত তুলে ওকে থামালেন স্টানটন। 'নিজের ওপর দোষ চাপাতে হবে না। ভুলটা আমারই। দুটো ভুলের খেসারত দিতে হচ্ছে এখন। ধূসর বেড়ালটা মারা যাবার পর আমার এখানে রাত কাটানোই উচিত হয়নি। আর গতকাল সকালে জিম ব্রামারের মৃত্যুর ঘটনা শোনার পর জিনিসপত্র নিতে বাড়ি ফেরা মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। আর ধরাটা তখনই খেলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

'চলুন, কফি খাওয়া যাক,' বললেন স্টানটন। 'এতক্ষণ শুধু ঠাণ্ডা কফি গিলেছি এখন এক কাপ গরম কফি খাওয়ার ঝুঁকি নেয়া যাক। আপনি কথা বলুন। দু'জনে মিলে একটা কিছু বুদ্ধি নিশ্চয়ই বের করা যাবে।'

কফির জন্যে পানি চড়িয়েছে মিস ট্যালি, স্টানটন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। বেশিরভাগ কথা তিনিই বললেন, ঘুম তাড়াতে হলে কথা বলতেই হবে। অনবরত কথা বলে গেলেন তিনি। এক পর্যায়ে আমাণ্ডা ট্যালি জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন তো ?'

'এই যে আমার সাথে এ ভাবে কথা বলে আমাকে জাগিয়ে রাখবেন। আমি ঘুম তাড়াবার জন্যে হাঙ্গার স্ট্রাইক করেছি। কিন্তু আপনার খিদে লাগলে খেয়ে নিতে কসুর করবেন না। ফ্রিজ গত সন্ধ্যা থেকে চলছে না। তবে টিন বোঝাই খাবার আছে প্রচুর।'

কফি বানানো শেষ, দুটো কাপে কফি ঢেলে টেবিলে রাখল মিস ট্যালি। 'ধন্যবাদ। তবে আমার খিদে পায় নি। ভাবছি আরো দু'তিন পট কফি বানিয়ে রাখব কি না।'

'ইচ্ছে হলে রাখুন। কিন্তু কেন ?'

'কারণ আপনার মানে আমাদের শত্রু ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিয়েছে, যে কোন সময় গ্যাস সাপ্লাইও বন্ধ করে দিতে পারে। আর কফি না খেয়ে আপনি জেগে থাকতে পারবেন না। সে ঠাণ্ডা-গরম যাই হোক।'

'মনে হয় এ কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ বুটেন ট্যাঙ্কের বালব্ খুলতে রেঞ্জ লাগবে। আর মানুষ ছাড়া কারো পক্ষে ওটা মোচড় দিয়ে খোলা সম্ভব নয়। সে এখানে মানুষ হোস্ট পাবে কোথায়? তবু সাবধানের মার নেই। নিন কফি বানান।'

স্টোভে আরো পানি ঢেলে আমাণ্ডা ডক্টরের মুখোমুখি বসল।

'পানি সাপ্লাইয়ের কি অবস্থা ? ওটা বন্ধ করে দেয়ার কোন চান্স আছে ? তা হলে কয়েক কলসি পানি ভরে রেখে দিই।'

'তার দরকার আছে বলে মনে হয় না,' বললেন স্টানটন, 'আমাদের শত্রু পানি তোলার পাম্প নষ্ট করে ফেললেও ক্ষতি নেই। কারণ ভারী ট্যাঙ্কির সে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর ওটা ভরা আছে। দুশো গ্যালনের কম হবে না। আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।'

কফি খেয়ে বাথরুমে ঢুকলেন স্টানটন ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে। এতে ঝিমুনির ভাব অনেকটাই কেটে গেল। এই ফাঁকে মিস ট্যালি নিচ তলার জানালা দিয়ে বাইরের অবস্থা দেখে এল। হরিণটাকে ঘিরে আছে শকুনের দল। ষাঁড়ের কাছে যায় নি, সম্ভবতঃ হরিণের মাংস তাদের কাছে বেশি সুস্বাদ মনে হয়েছে।

গোসল সেরে দু'জনে আবার নানা বিষয় নিয়ে আলাপচারিতা শুরু করে দিলেন। ডক্টর বললেন, 'খুব শীঘ্রি কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এটা আসলে ধৈর্য পরীক্ষার খেলা। আমরা কেউ বেরুবার চেষ্টা করলেই সে হামলা চালাবে। তবে ঘরের ভেতর থেকে কোন হামলা আসতে পারে বলে মনে হয় না। তা হলে অনেক আগেই ঘটতে পারত। প্রকান্ডদেহী যে কোন জানোয়ার দরজা বা জানালা ভেঙে ঢুকতে পারত।'

'অবাক লাগছে ভেবে,' বলল আমান্ডা, 'আপনার বিরুদ্ধে কোন মানুষ হোস্ট পাঠায়নি কেন সে?'

'কারণ আমাকে খুন করা তার উদ্দেশ্য নয়। তবে পাঠালেই ভালো হতো। ধাবমান ষাঁড়কে হত্যা ছাড়া ঠ্যাং খোঁড়া করা বিপজ্জনক কাজ, মানুষকে নয়।'

'ডক্টর, আমি যখন এলাম– আপনি কি করে বুঝলেন আমি আপনার শত্রু নই? আপনি সহজেই আমাকে গুলি করতে পারতেন।'

হেসে উঠলেন স্টানটন। 'ওই চিন্তা মাথাতেই আসেনি আমার। যদি তাই হতো, তাহলে ধরে নিতাম, শত্রু একবারে একাধিক মানুষ বা প্রাণীকে হোস্ট করার ক্ষমতা রাখে।' উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাই তাড়াতে তাড়াতে বললেন, 'গোসল করে ভালই হয়েছে। আমি একটু ওপরে গেলাম। এই ফাঁকে আপনি খেয়ে নিন।'

ওরা পালাক্রমে ওপর আর নিচের জানালা দিয়ে বাইরের পরিস্থিতি পরীক্ষা করে দেখছে। তবে ডক্টর মিস ট্যালিকে বিশ্রাম নিতে বলে একাই রাউন্ড দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কারণ এটা ঘুম তাড়ানোর ওষুধ হিসেবে কাজ করবে।

সময় বয়ে চলল ধীর গতিতে। দু'জনে কত পরিকল্পনা করল এখান থেকে কেটে পড়ার। কিন্তু কোনটাই কারো মনঃপুত হলো না। অবাস্তব এবং বিপজ্জনক ঠেকল সবগুলো প্ল্যান। ইতিমধ্যে ডক্টর আরেকবার ঠান্ডা পানিতে গোসল সেরেছেন। তবে

এবার গোসল করেও খুব একটা লাভ হলো না। বাথটাবের মধ্যে শুয়ে তিনি তো প্রায় ঘুমিয়েই পড়ছিলেন। তখন একটা বুদ্ধি বের করলেন ডক্টর। মিস ট্যালিকে পানি ভরা গ্লাস দিয়ে বললেন, ট্যালি যখনই দেখবে ঘুমে ডক্টরের চক্ষু মুদে আসছে, সাথে সাথে সে পানির ছিটা দেবে।

পরবর্তী এক ঘণ্টায় দু'দু'বার পানির ছিটা দিতে হলো স্টানটনের মুখে। দু'বারই কথা বলার সময় মাঝপথে ঘুমিয়ে পড়ছিলেন তিনি। সন্ধ্যা ছ'টার দিকে দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে রাত হয়ে যাবে। সন্দেহ হলো অতক্ষণ জেগে থাকতে পারবেন কিনা।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন স্টানটন, বললেন, 'মিস ট্যালি, এতে কাজ হবে না। আমাকে পেরেক মারা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলেও আমি ঘুমিয়ে পড়ব। বিপদ যেহেতু দুজনেরই কাজেই আপনাকে বলে দিচ্ছি কি করতে হবে।'

'এক –এখনো যেটুকু শক্তি আছে শরীরে পায়ে হেঁটে শহরে পৌছুতে পারব আমি– নিদেন কাছের কোন ফার্ম হাউজে যেখানে টেলিফোন আছে। আমি শটগান নিয়ে যাব, পিস্তলটা আপনার কাছে থাকবে। হয়তো কাজটা করতে পারব আমি। হয়তো বিপদটাকে আমরা বেশি বড় করে দেখছি, শত্রুর সীমানা নির্ধারণের ক্ষমতাও হয়তো বড় করে দেখছি। যাই হোক, শহরে পৌছুতে পারলে আমি আপনাকে রক্ষার ব্যবস্থা করব। স্টেট পুলিশ আসবে শটগান আর টমিগানে সুসজ্জিত হয়ে। আর যদি যেতে না পারি–'

'না,' দৃঢ় গলায় বলল মিস ট্যালি। 'আপনি গেলে আমিও যাব আপনার সাথে। তবে গাড়িতে । আর আমি গাড়ি ড্রাইভ করব। আর পায়ে হেঁটে যে যেতে চান তাতে কি লাভ হবে ?'

'আমি জেগে থাকতে পারব। তাছাড়া আকাশের দিকে নজর রেখে চলাও সম্ভব হবে। আগেই তো বলেছি ওপর থেকে কোন শক্তিশালী পাখি ডাইভ দিয়ে পড়লে আপনার হালকা গাড়ি তা সামাল দিতে পারবে না। আমাদের যে কেউ ওই হামলায় মারা যেতে পারি।'

আর দ্বিতীয় বিকল্প হলো– আমি যদি এ ঘরে বসে ঘুমিয়ে পড়ি আপনি আমাকে বেঁধে রাখবেন। আমি বাঁধা অবস্থায় থাকলে শত্রু আমার ওপর ভর করলেও কোন ফায়দা করতে পারবে না। যেমন আমাকে দিয়ে আপনার ওপর হামলা করাতে পারবে না। আর আমাকে খুন করতে না পারলে তখন আরেক হোস্টের ওপর নির্ভর করতে সে বাধ্য হবে। এতে সুবিধে হবে আপনি গাড়ি করে শহরে গিয়ে সাহায্য নিয়ে আসতে পারবেন।

'কিন্তু–কি ধরনের সাহায্য, আপনি যদি–'

'কি ঘটবে না দেখা পর্যন্ত বলা মুশকিল। তবে আপনি শহরে পৌঁছুতে পারলে আর চিন্তা নেই। আপনি আপনার স্টেটমেন্ট নিয়ে হাইয়েস্ট অথরিটির সাথে দেখা করবেন। এফ.বি.আইতে ফোন করবেন। রজার প্রাইস বা বিল কেলারম্যান, যাকেই পান গল্পটা খুলে বলবেন। ওরা দু'জনেই আমার বন্ধু। আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবে ওরা। নাম দুটো মনে থাকবে নাকি লিখে দেব ?'

'রজার প্রাইস বা বিল কেলারম্যান মনে থাকবে। কিন্তু আমার শহরে যেতে পারব তো ? আমি কি করে জানব আপনি ঘুম থেকে উঠে রশি মুক্ত হতে চাইবেন না ?'

'ওই কাজ করলে আপনি অবশ্যই জানতে পারবেন। আর যদি না করি তা হলে আপনি শটগান নিয়ে বারান্দায় নেমে পড়বেন। খেয়াল রাখবেন কেউ আপনাকে আক্রমণ করতে আসে কি না। যদি না আসে তা হলে শহরে যাবার চান্সটা নেবেন। আচ্ছা, দাঁড়ান– আরেকটা কাজও করতে পারেন। আপনাকে শহরে যাবার ঝুঁকিই নিতে হবে না। কাল সকালে তো শেরিফ আসবেনই। আমাকে ততক্ষণ স্রেফ বেঁধে রাখুন। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। পরিষ্কারভাবে কিছুই চিন্তা করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, আপনাকে বেঁধে রাখাটাই ভাল।'

'তাহলে রশি নিয়ে আসুন।'

রান্না ঘরে ঢুকল মিস ট্যালি রশি আনতে। ডঃ স্টানটন লিভিংরুমে ফিরে এলেন। পকেট থেকে পিস্তল বের করে টেবিলে রাখলেন, শটগান থাকল সদর দরজার পাশে, দেয়ালে হেলানো।

'এসব জিনিস যেন আমার হাতের নাগালে না আসে,' আমাডা কিচেন থেকে রশি নিয়ে ফেরার পর তিনি বললেন, 'ছুরিটাও'। আগে পিছ মোড়া করে আমার হাত বাঁধুন, তারপর পা। আর শুনুন, যদি আমি পাগলের মত আচরণ করতে থাকি, কোন সুযোগ আমাকে দেবেন না। পিস্তলের শট দিয়ে মাথায় বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলবেন। তবে মেরে ফেলবেন না। আমাকে মেরে ফেললে আমার শত্রু নতুন হোস্টের ওপর ভর করবে। এমন কি হোস্ট হিসেবে সে আপনাকেও বেছে নিতে পারে। যদি শেরিফ কাল সকালে পৌঁছার আগেই আপনি ঘুমিয়ে পড়েন।'

দ্রুত হাতে স্টানটনকে রশি দিয়ে বাঁধছে মিস ট্যালি, জিজ্ঞেস করল, 'শহরে যাবার চেষ্টা করার চেয়ে এটা কি বেশি বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে না ?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে আপনি এতে বিপদমুক্ত থাকবেন। আর আমার জন্যও এটা আর বিপদজ্জনক হয়ে উঠবে না।'

'ঠিক আছে আপনি যা বলেন। বাঁধনটা বেশি টাইট হয়ে গেল ?'

'না, ঠিক আছে। ইচ্ছে করলেও এ বাঁধন আমি খুলতে পারব না। আমি শুয়ে পড়লাম। যতক্ষণ পারি জেগে থাকার চেষ্টা করব।'

কিন্তু পারলেন না স্টানটন। তিনি শুয়েছেন, আমাডা তাঁর পায়ে রশি বেঁধেছে, প্রায় সাথে সাথে গভীর ঘুমের রাজ্যে তলিয়ে গেলেন ডক্টর স্টানটন।

মিস ট্যালি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল তাঁর পাশে। তারপর শটগানটা নিয়ে দরজা খুলল, তাকাল ওপর পানে। বিশাল এবং কালো আকারের কিছু একটা ভয়ঙ্কর গতিতে ছুটে এল তার দিকে, আঁতকে উঠল সে, একলাফে পিছিয়ে এল, বন্ধ করে দিল দরজা। ঠিক তখন ভারী কিছু একটা সজোরে ধাক্কা দিতে শুরু করল বন্ধ দরজায়।

দরজায় ধাক্কা মারছে একটা শকুন। মরা হরিণটাকে খেতে ব্যস্ত এক দলে শকুনের ওটা একটা, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর এ মুহূর্তে এই পাখিটাকে তার স্বার্থ হাসিলের জন্যে ব্যবহার করছে।

মিস ট্যালির আগমনে বিরক্ত হয়েছে সে। তার ইচ্ছে ছিল ষাঁড়টাকে দিয়ে মিস ট্যালির গাড়িটাকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করবে। কিন্তু স্টানটন তাকে গুলি করল, সে বুঝতে পারল ডক্টর ষাঁড়টাকে প্রাণে মারতে চাইছে না, পঙ্গু করে ফেলতে চাইছে। তখন নিজের জান বাঁচাতে স্টানটনের দিকে ছুটে যায় সে, স্টানটন মারমুখী ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচতে আবার গুলি করতে বাধ্য হয়।

ষাঁড়ের অপমৃত্যুর পরপর ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর বাড়ির পেছন দিকের সিঁড়ির নিচে তার কাছিমের খোলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মহিলা এবং পুরুষটার সমস্ত কথাই সে মনোযোগ দিয়ে শুনেছে। গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে শহরে যাওয়া যে তাদের জন্যে বিপজ্জনক এবং সে কারণে সে চেষ্টাও তারা করেনি বোঝার পর স্বস্তিবোধ করেছে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর, স্কুল শিক্ষিকার গাড়িটা আর নষ্ট করার প্রয়োজনবোধ করেনি।

শেরিফ কাল সকালে আসতে পারে শুনেও সে উদ্বিগ্ন হয়নি। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার মত ক্ষমতা সে যথেষ্টই রাখে। যে-ই আসুক, সে প্রথম সুযোগেই গাড়ি ধ্বংস করে ফেলবে, হত্যা করবে গাড়ির মালিককে। কোন সাহায্য সে আসতে দেবে না এ বাড়িতে।

সত্যি বাইরে থেকে কোন সাহায্য আসছে কিনা দেখার জন্যে উড়ন্ত হোস্ট ব্যবহার করল ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। একটা চিকেন হককে এ কাজে লাগাল সে। রাস্তার ওপর চক্কর দিতে শুরু করল পাখিটা, তীক্ষ্ণ নজর রাখল বাড়ির ওপর। এতে অবশ্য একটা অসুবিধে হলো। উড়ন্ত হোস্টের সাথে ব্যস্ত থাকায় সে তার পারসেপটিভ সেন্স

ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলো বাড়ির ভেতরে। ফলে ভেতরে কি ঘটছে অনেক সময় জানা হলো না তার। স্টানটন যখন বলছে তার পক্ষে আর জেগে থাকা সম্ভব হবে না, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর ওই সময় আরেকটি ফ্লাইং হোস্ট ব্যবহার করল চারপাশে নজর বুলাতে। সে ধরে নিয়েছে এরপর আর কোন উড়ন্ত হোস্টের তার প্রয়োজন হবে না, তাই শেষবারের মত রাস্তা-ঘাট চেক করে দেখছিল সে। ফলে স্টানটন আর মিস ট্যালির মধ্যে সর্বশেষ কি কথা হল জানতে পারল না সে, জানা হল না স্টানটনকে বেঁধে রাখার ব্যাপারটিও।

কাজেই, ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর অবাক হয়ে গিয়েছিল মিস ট্যালিকে একা শটগান হাতে বেরিয়ে আসতে দেখে। মহিলাকে লক্ষ্য করে শকুনটাকে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করে সে, তবে ট্যালি দ্রুত ঘরে চলে যাওয়ায় টার্গেট মিস হয়ে যায়। শকুনের মৃত্যুর সাথে সাথে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর ফিরে এসেছে নিজের খোলসে।

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর খুবই অবাক হয়েছে তার চূড়ান্ত হোস্ট স্টানটনকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঘুমাতে দেখে। ঘুমাচ্ছে ঠিক আছে। কিন্তু দড়ি বাঁধা অবস্থায় কেন ? এখন স্টানটনের শরীরে প্রবেশ করলেও লাভ হবে না কিছু। বাঁধন না খুলে স্টানটন কিছুই করতে পারবে না। তবে মেয়েটা নিশ্চয়ই সারা জীবন দড়ি বেঁধে রাখতে পারবে না। এক সময় দড়ি খুলতেই হবে। সে সিদ্ধান্ত নিল স্টানটনের ভেতরে ঢুকবে। যেহেতু স্টানটন ঘুমাচ্ছে, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবে সে, স্টানটনের একান্ত গোপন ভাবনা এবং স্মৃতিগুলোর কথা জেনে নিতে পারবে ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর। তারপর মাঝরাতের দিকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলবে স্টানটনকে। ডক্টরকে দিয়ে এমন স্বাভাবিক আচরণ সে করাবে যাতে মিস ট্যালির মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ না জাগতে পারে এবং তার বাঁধন খুলে দেয়। তারপর– তারপর কি করবে সেটা পরে দেখা যাবে। আপাতত ডক্টর স্টানটনকে কব্জা করা যাক।

ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর ঢুকে পড়ল স্টানটনের শরীরে।

শরীরের ভেতরে ঢোকার পরপরই কেমন অস্বস্তি হতে লাগল তার। এ পর্যন্ত যতগুলো প্রাণী বা মানুষের মনের ভেতর ঢুকেছে সে, প্রতিটি মন অন্তত এক মুহূর্তের জন্যে হলেও প্রতিরোধের চেষ্টা করেছে। তবে ওটাকে কোন বাধাই মনে করেনি ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর।

কিন্তু এবারের প্রতিরোধটা যেন অন্যরকম। কয়েক সেকেন্ড ধরে স্টানটনের মন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলল। সে পুরোপুরি দখল করতে পারছে না স্টানটনকে। হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসলেন স্টানটন, হাঁপিয়ে উঠে বললেন, 'সিঁড়ির নিচে। জিনিসটা হল–'

আর বলতে পারলেন না স্টানটন। কারণ ভিনগ্রহের ভয়ঙ্কর তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে।

ডক্টর স্টানটন আবার শুয়ে পড়লেন, বার দুয়েক দম নিলেন গভীর করে, তারপর চোখ মেলে তাকালেন। মিস ট্যালির সাথে চোখাচোখি হল তাঁর, কাউচের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে। স্বাভাবিক গলায় স্টানটন বললেন, 'মনে হচ্ছিল দুঃস্বপ্ন দেখছি, মিস ট্যালি। অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণেই হয়তো। ঘুমের মধ্যে আমি কি কিছু বলেছি ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল মিস ট্যালি। তারপর খুব আস্তে বলল, 'বলেছেন ডক্টর– সত্যি যদি আপনি ডক্টর স্টানটন হয়ে থাকেন। বলেছেন, 'সিঁড়ির নিচে– জিনিষটা হল–' তারপর চুপ হয়ে গেছেন।

'গুড লর্ড, মিস ট্যালি, সব মনে নেই আমার। শুধু মনে পড়ছে একটা ষাঁড় আমাকে গুঁতো দিতে আসছে আর– ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি দৌড়াচ্ছিলাম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করলাম সামনের দরজায় সিঁড়ির নিচে– স্বপ্নে আমার হাতে কোন বন্দুক ছিল না। এখন আমার ঘুম পাচ্ছে। তবে আশা করি এবার আর দুঃস্বপ্ন দেখতে হবে না।' তিনি চোখ বুজলেন।

'ডঃ স্টানটন, আপনি বলেছিলেন আপনার শত্রু কাছে পিঠেই আছে এবং ঘরের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারে। সেটা সিঁড়ির নিচেও হতে পারে। সামনের দরজায় তিন থাক সিঁড়ি নেমে মিশেছে বারান্দার সাথে ? আরো তিন থাক সিঁড়ি রয়েছে পেছনের দরজায়। আমি পরীক্ষা করে দেখব ওখানে কিছু আছে কিনা।'

'মিস ট্যালি, ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। স্রেফ একটা দুঃস্বপ্নের কথা শুনে–'

কিন্তু তাঁর কথা মিস ট্যালির কানে গেল না, সে ততক্ষণে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে, হাতে শটগান আর পিস্তল। বাইরে আলো আছে। তবু ফ্লাশলাইট নিয়েছে ট্যালি, সিঁড়ির নিচেটা অন্ধকার হতে পারে।

চারপাশে সতর্ক নজর বোলাল আমান্ডা স্ট্যালি। তার ওপর হামলা করার মত কিছু বা কাউকে চোখে পড়ল না। সামনের সিঁড়িতে ফ্লাশ লাইটের আলো ফেলল ট্যালি। কিছুই চোখে পড়ল না। সে ঠিক করল আরো খোঁজ চালাবে। বাড়ির পেছন দিকটায় প্রয়োজনে মাটি খুঁড়ে দেখবে। পেছনে চলে এল ট্যালি।

প্রথম দেখায় মনে হল এদিকের সিঁড়ির নিচে কিছু নেই। তারপর আলো নিয়ে একটু সামনে এগিয়ে সদ্য বোজানো একটা গর্ত চোখে পড়ে গেল ট্যালির। ওখানকার মাটি খুঁড়ে আবার গর্তটা বুজিয়ে দিয়েছে কেউ। হ্যাঁ, মানুষের হাতের ছাপও ফুটে আছে নরম মাটিতে।

জামা-কাপড় ময়লা হয়ে যাবে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ট্যালি, হাত বাড়িয়ে দিল সিঁড়ির নিচে। মাটি এখানে আলগা, সহজেই তোলা গেল। হাতে কি যেন একটা ঠেকল। কাছিমের খোলের মত লাগল– কিন্তু কাছিম গর্ত করে না, শক্ত মাটিতে তো নয়ই। টান মেরে ওটাকে তুলে আনল মিস ট্যালি। কাছিমের মত দেখতে জিনিসটা, তবে এটার হাত-পা-লেজ কিছুই নেই– এক পলক দেখেই বুঝতে পারল ট্যালি– এটা ভিনগ্রহবাসী।

গা ঘিনঘিন করে উঠল ট্যালির, ছুঁড়ে ফেলে দিল জিনিসটা। তারপর খোলার মাঝখানে পিস্তলের নল ঠেকাল এবং গুলি করল।

ঠিক সেই সময়, ঘরের ভেতর যন্ত্রনায় চিৎকার করে উঠলেন ডঃ স্টানটন। এক দৌড়ে সামনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল ট্যালি, হাতে প্রস্তুত শটগান।

মেঝের ওপর পড়ে আছেন ডক্টর, তবে হাসছেন তিনি, প্রশান্তিময়, সুন্দর হাসি। ট্যালিকে দেখে বললেন, 'আপনি পেরেছেন, মিস ট্যালি। ভিনগ্রহের ভয়ঙ্করটাকে হত্যা করতে পেরেছেন। তবে আমার বাঁধন এখনই খুলে দিতে হবে না। কারণ পুরোপুরি বিপদমুক্ত হতে পেরেছি কিনা এখনো জানি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর। 'বেচারা ভিনগ্রহবাসী। স্রেফ নিজের গ্রহে ফিরে যেতে চেয়েছিল সে– কিন্তু পারল না। আমি কয়েক মুহূর্তের জন্যে ওর নিয়ন্ত্রণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলাম বলে রক্ষা– কয়েকটা শব্দও উচ্চারণ করার সুযোগ পেলাম। আপনাকে ধন্যবাদ কথাগুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যার জন্যে– স্মৃতি মনে পড়তে শিউরে উঠলেন তিনি– 'আমিও ওর মনের মধ্যে ছিলাম'। ও যা জানত সবই আমার জানা হয়ে গিয়েছিল। সে এক লম্বা গল্প। কিভাবে সে হোস্ট ব্যবহার করত, কি উদ্দেশ্যে ইত্যাদি সব।'

'কোত্থেকে এসেছিল ওটা– সৌরজগতের কোন গ্রহ থেকে ?'

'না, বহু দূরের নক্ষত্রের এক গ্রহ থেকে। সেখানে পৌছুবার কথা হয়তো আমরা কল্পনাও করতে পারব না। সে গ্রহের কথা আপনি শুনতে চান, মিস ট্যালি ?'

আমান্ডা ট্যালির চেহারা দেখেই বোঝা গেল সে কত আগ্রহ নিয়ে স্টানটনের গল্প শুনছে, হ্যাঁ, বলার দরকার হল না।

মৃদু গলায় বলে যেতে লাগলেন স্টানটন। 'সে গ্রহের বিজ্ঞান আমাদের কাছে অচেনা। আমরা কল্পনাও করতে পারবনা সেই বিজ্ঞান নিয়ে। তবে আমি দূর গ্রহে যাবার স্বপ্ন দেখি, মিস ট্যালি। স্যাটেলাইট নিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করতে চাই। সে সব কাজে আপনার মত একজন মানুষ বড় প্রয়োজন, মিস ট্যালি। আপনি আসবেন আমার

সাথে ? আপনাকে নিয়ে আমি অজানা গ্রহ আবিষ্কার করব। হয়তো যাব মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে, হয়তো মনুষ্য বসবাসের গ্রহও আমরা খুঁজে পাব এক সময়। বলুন, আপনি যাবেন আমার সাথে ?

অভিভূতের মত মাথা দোলান আমান্ডা। ডক্টর স্টানটনকে সে বিশ্বাস করে, এরকম একজন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে তার ভালই লাগবে। সে শুধু অস্ফুটে বলল, 'থাকব।'

হাসিতে উদ্ভাসিত হল স্টানটনের চেহারা। ইতিমধ্যে তাঁর বাঁধন খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন মিস ট্যালির দিকে, বললেন, 'তাহলে ওই কথাই রইল, মিস ট্যালি।'

স্টানটনের হাতটা নিজের নরম হাতে নিয়ে ছোট্ট করে মাথা দোলাল আমান্ডা ট্যালি। মিষ্টি হেসে বলল, 'জ্বী, ওই কথাই রইল।'

আর কিছু বললেন না ডক্টর র‍্যালফ স্টানটন। হাত-পা টানটান করে শুয়ে পড়লেন। প্রায় সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়লেন। মৃদু হাসি ফুটে রইল ঠোঁটের কোণায়।